ঘেরি। রাম সখা সঙ্গে করি। বাজায়্যা সিঙ্গা নাচে গায় ঘুরি ফিরি। পঞ্চম মণ্ড ল ঘেরি। নিজ সখা সহচরী। নানাযন্ত্রে তালধরি নাচে গায় মন ভরি॥ ৩॥ শত পত্র প্রফুল্লিত অতি শোভা কারী। কর্ণিকার মধ্যে তার শোভেকিশোর কিশো রী॥ ৪॥ কানাই বাজাই বংশী করে রাধার মনোহারী। বংশী তালে নাচে রাধা শ্যাম অঙ্গ হেরি॥ ৫॥ উড়ি উড়িপক্ষী নাচে রাধা কৃষ্ণ শব্দ করি। তরু পশু নাচে বৃক্ষে সুখেসারি সারি॥ ৬॥ অন্য যত বন মৃগ চৌদিগেতে শোভাকরি। নয় নে নিমিক নাই দুই শ্রীঅঙ্গ নেহারি॥ ৭॥ সুরা সুর অলিজাল কেহ নহে কারু বৈরী। পাদপদ্ম মধু পানে পদে পড়িছে ঝঙ্কারি॥ ৮॥ ধরণী পাইয়া পদ নিজ হৃদয় উপরি। হৃদয় আসনদিল বৃন্দাবন কুচোপরি॥ ৯॥ নূতন রাখালে নৃত্য ক রে ব্রজ অধিকারী। বার বার বলিহার নিছনি লইয়া মরি॥ ১০॥ কালী লীলা। রাগ ইমন। তাল একতালা॥ আমার মন তুমি ভুলনা ভুলনা॥ এই সত্য নাম কর্ত্তা পাপ তাপ হর্ত্তা ত্রিভুবন ভর্ত্তা ভাবনা॥ ধুয়া॥ ●॥ করুণানিধানঃ জীবের জীবনঃ শমন দমনঃ তারণ কারণঃ তরুণ বরণঃ যুগল চরণঃ ভাবিলে যন্ত্রণা থাকেনা ॥১॥ চৌপদি ছন্দ॥ ●॥ সর্ব্ব লীলা হইল সাঙ্গঃ লইয়া গোপীর সঙ্গঃ পুনর্ব্বার লীলা রঙ্গঃ করে বারবারহে। বনেতে করিয়া মেলাঃ লৈয়া সব গোপ বালাঃ ক রিল অশেষ লীলাঃ কৌতুকে অপারহে॥ ২॥ সকল গোপিনী মিলিঃ দেয় সবে করতালিঃ বনে বহু কোলাহলিঃ কিকব তাহারহে। মজিয়া অপূর্ব্ব রাসেঃ সদা থাকে রঙ্গ রসেঃ মনের আনন্দে হাসেঃ আজু কিসুসারহে॥ ৩॥ পরম রূপসী স বেঃ কেবা সেতুলনা কবেঃ রজনীতে হয় দিবাঃ চন্দ্রাধিক হেরিহে। কুৎসিতা যে ছিল সখীঃ তারেকয় ঠারিআখিঃ তোমারে এখানে দেখিঃ সরমেতে মরিহে॥ ৪॥ শুনিয়া কুৎসিতা সখীঃ মুদিয়া যুগল আখিঃ কৃষ্ণ মোরে দিতে ফাঁকিঃ করিলে চা তুরীহে। নগরে করিয়া মেলাঃ মজাব গোপের বালাঃ দেখিব কেমন লীলাঃ যাই ত্বরা ত্বরিহে॥ ৫॥ পয়ার ছন্দ॥ কুৎসিতা নগরে গিয়া শীঘ্র উপনিত। কৃষ্ণ লীলা কথা সব কহিল বিহিত॥৬॥ প্রধান গোপের কাছে করিল প্রচার। কুল শীল ধর্ম্ম আদি হইল সংহার॥ ৭॥ সকল যুবতি কন্যা একত্র করিয়া। বনমধ্যে দুষ্টকর্ম্ম

শ্রীকৃষ্ণ লইয়া ॥ ৮ ॥ অদ্য আমি দেখিলাম আপন নয়নে। অতএব নিবেদন সবা বিদ্যমানে ॥ ৯ ॥ এইকথা কানাকানি অশেষ প্রকারে। রাধার সহিত প্রেম ঘোষে ঘরেঘরে ॥ ১০ ॥ প্রমাণ লইতে যাব লোক কৈলসাধ। প্রত্যক্ষ নহিলে কথা ঘটিবে বিবাদ ॥১১॥ ক্রমেক্রমে রাধাআদি সকল গোপিনী। অদ্য আমি বুঝিলাম কৃষ্ণের রমণী ॥ ১২ ॥ প্রমাণ নহিলে নন্দ করিবে তাড়ন। অতএব স্তব্ধ আছি ব্রজ বাসীগণ ॥ ১৩ ॥ সকলের মানরক্ষা করিয়া মানস। মীলিয়া গোপীর সঙ্গ করিল প্রবেশ ॥ ১৪ ॥ বনমধ্যে প্রেমরঙ্গ আরম্ভ হইল। হেনকালে পলাইয়া এখানে আসিল ॥ ১৫ ॥ হাতে নোতে ধরাযদি উপযুক্ত হয়। চলহ আমার সঙ্গে বিলম্ব নাশয় ॥ ১৬ ॥ প্রধান প্রধান গোপ করে করয় লাঠি। চলিল অসুর জাল ক্রোধে কাঁপে মাটি ॥ ১৭ ॥ যদি ধর্ম্ম কুলদেয় কুৎসিতা বাণীতে। বুঝিব নন্দের সনে দেখিলে সাক্ষাতে ॥ ১৮ ॥ মহা বন মধ্যে আসি ঘেরে গোপ গণ। কুৎসিতা কহিছে ঐবনেতে কীর্ত্তন ॥ ১৯ ॥ মনো রাজ মন বুঝি জানিলেন মনে। তুষিব গোপের মন নূতন রচনে ॥ ২০ ॥ মহা কালী ইষ্ট দেবী গোপ কুলে জানি। শ্রীকৃষ্ণ হইল কালী গোপিনী যোগিনী ॥ ২১ ॥ কৌতুক কুঞ্জেতে দূতী গোপ লৈয়া সঙ্গে। তরু পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখাইল রঙ্গে ॥ ২২ ॥ সমূহ দীপক দীপ্ত জিনিয়া কাননে। দেখিল আশ্চর্য্য রূপ অপূর্ব্ব লোচনে ॥ ২৩ ॥ সুধা হ্রদ মধ্যে দ্বীপ রত্ন সিংহাসনে। তার মধ্যে কাল রূপা বসি একজনে ॥ ২৪ ॥ চৌদিগে যোগিনী গণ বিচিত্র রূপিণী। কিবা গোপ কিবা দূতী হেরিয়া অজ্ঞানী ॥ ২৫ ॥ ধ্যানে ॥ মহা মেঘ রূপ কালী কৃষ্ণ বস্ত্র ধরা। লোল জিহ্বা ঘোর দংষ্ট্রা লোচন কোটরা ॥ ২৬ ॥ হাস্য মুখী সর্প হার অর্দ্ধ চন্দ্র ভালে। এক জটা নাগ যজ্ঞ উপবীত গলে ॥ ২৭ ॥ নাগ শয্যা পঞ্চাশৎ ছিন্নমুণ্ড হার। মহোদরী বন মালা শোভে পুনর্ব্বার ॥ ২৮ ॥ সহস্র সর্পের ফণা শিরেতে শোভিত। চতুর্দ্দিগে নাগগণ অপূর্ব্ব বেষ্টিত ॥ ২৯ ॥ অনন্ত নাগের রাজা দক্ষিণ কঙ্কণে। তক্ষক নামেতে নাগ বামেতে শোভনে ॥ ৩০ ॥ বসনে রচিত সর্প হার ফণী যুক্ত। চরণ নূপুর শোভা ফণী মণি যুক্ত ॥ ৩১ ॥ বামে শিব রূপবান বালক কল্পিত। দ্বিভুজা সুন্দরী কালী ভাবহ সতত ॥ ৩২ ॥ মানস রূপিণী শ্যামা কুণ্ডল

ধারিণী। প্রসন্ন বদনা নবরত্ন বিভূষিণী ॥ ৩৩ ॥ মুনি ঋষি দেবতায় সর্ব্বদা পূজিতা। মহাভীম রূপা হেরি গোপেরা স্তম্ভিতা ॥ ৩৪ ॥ পুন দেখে দুই পাশে দুই সহচরী। শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী ছিল দুই নারী ॥ ৩৫ ॥ শ্রীজয়া বিজয়া এবে কালীর সঙ্গিনী। আর যত গোপ সুতা করাল যোগিনী ॥ ৩৬ ॥ কার কত পদ কর মাথা কত জাতি। মুক্তকেশী করে অসি নেত্র নানা ভাঁতি ॥ ৩৭ ॥ বন পশু জল জন্তু ইঙ্গিতে আনিয়া। রসনে অশন করে অস্থি চাবাইয়া ॥ ৩৮ ॥ রুধিরে লোহিত বন ভীষণ মশান। বল বুদ্ধি হত গোপ দেখি বিদ্যমান ॥ ৩৯ ॥ কোথা দূতী কোথা গোপী কোথা ব্রজ রায়। পরাণ বাঁচন এবে হৈল বড় দায় ॥ ৪০ ॥ দেবী ভক্ত জ্ঞান যুক্ত বৃদ্ধ গোপ গণ। কর যোড়ে স্তুতি করে হেরিয়া চরণ ॥ ৪১ ॥ গীত। রাগ ইমন। তাল এক তালা ॥ ❁ ॥ গো কিবা শোভা হয়্যাছে। ধুয়া ॥ ❁ ॥ বৃন্দাবন মাঝে শ্যামা কেবিরাজে যোগাসনে ঐবস্যাছে। পরজাতা। হয়্যা মুক্তকেশীঃ করেকর্যা অসিঃ ভালেশোভেশশীঃ পরমরূপসী। পাপ রাশিরাশি নাশিছে। পদ। ত্রিপদি ছন্দ ॥ তুমি বিশ্বমাতাঃ তুমি হর্ত্তাপাতাঃ প্রকৃতি প্রধান তুমি। ব্রজকুলে দীক্ষাঃ তুমিদিলে শিক্ষাঃ তুমি বিশ্ব অন্তর্যামী ॥ ১ ॥ আনি কৃষ্ণ রূপঃ রচিলে অনুপঃ গোপের রক্ষণ হেতু। মারিলে অসুরঃ দুঃখ হৈলদূরঃ তুমি সেভবাব্ধি সেতু ॥ ২ ॥ পূজিতব পদঃ কাটিল আপদঃ নন্দজানে তববর্ম্ম। তাহার নন্দনঃ দুষি সর্ব্বজনঃ আসিলাম হয়্যা মত্ত ॥ ৩ ॥ নিজে হইয়া দুষিঃ আনে করে দুষিঃ এই মনে করি আশা। বুঝি এই পাইঃ তাহার সাজাইঃ যোগিনী বদনে গ্রাসা ॥ ৪ ॥ উমা ভয় হরাঃ কৃপা কর ত্বরাঃ যোগিনীরে কর মানা। এই ভিক্ষা চাইঃ ঘরে চল্যা যাইঃ ক্ষম অপরাধ নানা ॥ ৫ ॥ তুমি কৃষ্ণ কালীঃ তুমিগো দুলালীঃ তুমি ব্রজ মাঝে সার। বুঝিবা নাবুঝিঃ পুন তায় মজিঃ এই ভুল বার বার ॥ ৬ ॥ বহু ভাগ্য গুণেঃ তব দরশনেঃ হইলাম ভব পার। তব দুর্গানামঃ রক্ষ ঘনশ্যামঃ সকলি তোমারে ভার ॥ ৭ ॥ কিবা ব্রজ বালঃ কিবা নন্দ লালঃ কিবা বালা ঘর ঘর। গোপ যাও ঘরঃ ত্যজ সব ডরঃ লহ মনো মতবর ॥ ৮ ॥ নিত্য রূপ জানিঃ রক্ষা করি আমিঃ

কৃষ্ণ প্রাণ সবাকার। রাধা মম দেহঃ সদা কর স্নেহঃ ভিন্ন ভাব নাহি যার ॥ ৯ ॥ যেজন যাহারঃ সেজন তাহারঃ বিধির ঘটন এই। যার সব ধনঃ লইবে সেজনঃ রাধা কৃষ্ণ রূপ সেই ॥ ১০ ॥ যেকরে পরখঃ সেসব মূরখঃ তার মুক্তি কভু নাই। ক্ষণে আমি কালীঃ ক্ষণে বনমালীঃ যেভাবে তাহার সেই ॥ ১১ ॥ প্রণাম করিয়াঃ বিদায় হইয়াঃ চলিল গোপের কুল। যাহার মায়ায়ঃ জগত ভুলায়ঃ কেজানে তাহার মূল ॥ ১২ ॥ গীত। দেবগিরি রাগিণী। তাল মধ্যমান॥ সফল নয়ন আজু সফল জীবন ॥ ধুয়া ॥ ৩ ॥ ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ মহাকালী দরশন ॥ পরজাত ॥ কালী হন বনমালী করিল শ্রবণ। সেই কালী রাধা পুন শুণিল নূতন ॥ ১ ॥ দূতী কহে শুণ গোপ যথার্থ বচন। মোহিনী যোগিনী সব কৃষ্ণের রচন ॥ ২ ॥ শুণি কহে গোপ কুল নন্দের নন্দন। ধিক মোরা নাহি চিনি ধরে গোবর্দ্ধন ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণ কালী লীলা সাঙ্গ ॥ ৩ ॥ কালী কৃষ্ণ হন। রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াতেতালা ॥ বর লৈয়া গোপগণ করিল পয়ান। পূর্ব্বমত কৃষ্ণরূপ সহ গোপীগণ ॥ ১ ॥ কৃষ্ণের কৌশল দেখি রমণী সকল। আলিঙ্গন কর্য্যা তার জীবন সফল ॥ ২ ॥ ফণীর ভূষণ তাপ শ্রীমতী বুঝিয়া। কৃষ্ণ প্রতি বার বার কহেন হাসিয়া ॥ ৩ ॥ প্রাণ নাথ চলযাই যমুনার নীরে। স্নিগ্ধ হবে তব অঙ্গ প্রভাত সমীরে ॥ ৪ ॥ যোগিনী গোপিনী অঙ্গ হইবে শীতল। জল কেলি করি তবে হইব নির্ম্মল ॥ ৫ ॥ জল কেলি বিধি শুণি সকলে প্রফুল্ল। স্নানের সাজনে তবে চলিল সাকল্য ॥ ৬ ॥ কৃষ্ণ আগমন জানি শোভা করে শোভা। প্রভাত মাধুর্য্য অতি সুধা জিত আভা ॥ ৭ ॥ দুই কূলে গন্ধ যুক্ত কুসুম রাজিত। কত জাতি রঙ্গ তাহে নাহয় গণিত ॥ ৮ ॥ পবন বাহনে গন্ধ সর্ব্বত্র চলিত। নাসিকা লোচন তাহে হয় তিরপিত ॥ ৯ ॥ যমুনার গর্ত্ত পাশে তৃণেতে বেষ্টিত। কৃষ্ণ পদে স্পর্শে যাহা জগতে পূজিত ॥ ১০ ॥ জাগরণে নেত্র খেদ হরিতে হরিল। চরণ অরুণ হেরি পঙ্কজ ফুটিল ॥ ১১ ॥ মীন হারী বিহঙ্গম আহার বিহার। উড়ে পড়ে জল মধ্যে অশেষ প্রকার ॥ ১২ ॥ হংস আদি জল চর ভাসে সারি সারি। শুণি ধ্বনি সুখী ধনী লইয়া বিহারী ॥ ১৩ ॥ স্থল তরু শোভে চারু ফলেতে ললিত। হিমকণা পত্রে যেন হীরায় জড়িত ॥

১৪ ॥ তরুচর শাখে শাখে করে নানা কেলি। তরু পক্ষী অতি দক্ষ করে কোলা হলী ॥ ১৫ ॥ কামেরে জাগায় পিক মধুর সুস্বরে । উঠিয়া বসিল কাম গোপিনী অন্তরে ॥ ১৬ ॥ নবঘন বিনা শিখী নিশিতে মুদিত। প্রভাতে হেরিয়া ঘনে অতি আনন্দিত ॥ ১৭ ॥ কৃষ্ণরূপ দেখি শিখী নাচনে প্রমত্ত। জলে প্রবেশিতে সবে নাহি পায় বর্ত্ম ॥ ১৮ ॥ শিখী নাচাইতে সখী বাঁশী বাজাইল। শুনি বাঁশী মৃগ আসি মোহিত হইল ॥ ১৯ ॥ স্থলজন্তু হিংসা ছাড়ি নব রূপ হেরি। ছাড়ি ভয় পশুচয় রহে কৃষ্ণ ঘেরি ॥ পদতল আভা হেরি অরুণস্তম্ভিত। অরির অবস্থা দেখি উষা আনন্দিত ॥ ২১ ॥ কাল জলে কূল শোভা রজত রজেতে। স্থলপদ্ম শ্রেণি জাল ফুটিল তাহাতে ॥ ২২ ॥ ততোধিক শোভা যুক্ত চরণ চিহ্নেতে। ধন্য ভাগ্য সেই রজ যাহার শিরেতে ॥ ২৩ ॥ যুগল কিশোর চলে গোপীর সহিতে। চঞ্চল বসন বাত শীলিত জলেতে ॥ ২৪ ॥ মলয়পবন জিত স্নিগ্ধ পবনেতে। আনন্দে কালিন্দী মগ্না হর্ষ কল্লোলেতে ॥ ২৫ ॥ কৃষ্ণ সহ সবাকার পদ ধোয়াইল। যমুনার প্রেম হেরি সবে কোলদিল ॥ ২৬ ॥ জলমধ্যে কেলি যবে আরম্ভ করিল। রূপের প্রভাতে আল জল মধ্যে হৈল ॥ ২৭ ॥ চরণ অমৃত স্পর্শে জল জন্তু যত। পরস্পর হিংসা ত্যজি আসি অনুগত ॥ ২৮ ॥ মকর কুম্ভীর কূর্ম্ম মীন নানাজাতি। বহু চিত্র তার গায় রঙ্গ নানা ভাঁতি ॥ ২৯ ॥ কৃষ্ণ প্রেমে সদামত্ত নাহি কোন ভয়। জলজন্তু ধরি পৃষ্ঠে আরোহণ হয় ॥ ৩০ ॥ ভিন্ন ভিন্ন বাহনেতে গোপিনী ধারণ। কেহ ভাসে কেহ ডুবে দূরেতে গমন ॥ ৩১ ॥ কমঠ উপরে কৃষ্ণ অপূর্ব্ব শোভন। জল স্তম্ভ বিদ্যা গোপী করিল সৃজন ॥ ৩২ ॥ কৃষ্ণ সঙ্গে নানা কেলি জল মধ্যে করে। কার সাধ্য এই লীলা বর্ণ্ণিবারে পারে ॥ ৩৩ ॥ জল ফুল তুলি কেহ কৃষ্ণকে ভূষায়। কেহ তুলি খাদ্য মূল শ্রীমুখে যোগায় ॥ ৩৪ ॥ শৃঙ্গাটক পদ্ম বীজ নানা জল ফল। পরস্পর দেয় খায় প্রেমে ঢল মল ॥ ৩৫ ॥ মরাল বাহনে কভু ফিরে জল মাঝে। তার মধ্যে কৃষ্ণ রূপ অপূর্ব্ব বিরাজে ॥ ৩৬ ॥ কথন সাঁতার খেলা কভু রাখি পণ। ডুবা ডুবি করি জিতে গোপীর যৌবন ॥ ৩৭ ॥ ক্রমে ক্রমে সবাকার তুষিলেন মন। বৃন্দাবনে জল লীলা নূতন রচন ॥ ৩৮ ॥ উপটন সুগন্ধিতে শ্রীঅঙ্গ মর্দ্দন।

কমল কুচেতে গোপী করিছে সঘন ॥ ৩৯ ॥ নিজ অঙ্গে দিয়া কৃষ্ণ রাধা অঙ্গখানি । সুগন্ধি মর্দ্দন করে হাসিছে গোপিনী ॥ ৪০ ॥ গন্ধযুক্ত তৈল অঙ্গে মাখিয়া সকলে । পরস্পর কোলা কোলি আনন্দ সলিলে ॥ ৪১ ॥ তরুণী তরণ্যাকার কৃষ্ণ কর্ণধার । এই রূপে জল কেলি সুখ পায়া বার ॥ ৪২ ॥ জল জন্তু ধর্য্যা কভু করে নৌকা মত । কৃষ্ণ তাহে মাঝি হন দাঁড়ি গোপী যূথ ॥ ৪৩ ॥ কর বৈঠা কঙ্কণেতে বাজিছে প জনি । সপ্তস্বরে শাড়ি গায় গোপিনী রঙ্গিনী ॥ ৪৪ ॥ গীত শাড়ি ॥ রাগিণী প্রভা তি ॥ তাল শাড়ির ॥ কেম্বায় তুবিব মোরা মোহন মোহিনী । তার হন্ধি নাহি জানি ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ নানা ফুলে বনাইনু হিংহাহন খানি । তার মাজে বহিলেন রাদা বিনোদিনী ॥ ১ ॥ কোন গাটে লয়্যা যামু কয়্যা দেলো দনি । মাজির হনে ঠারা ঠারি তুই করচ কেনি ॥ ২ ॥ শাড়িসাঙ্গ ॥ ❁ ॥ নক্রের নৌকা লীলা । রাগিণী আলৈয়া । তাল আড়াতেতালা ॥ বুঝিতে গোপীর মনঃ নব লীলা নবঘনঃ বহু ন ক্র করি একঠাই । সমূহ মৃণাল বান্ধিঃ তার পৃষ্ঠে দিল বান্ধিঃ বসিবারে আসন বনাই ॥ ১ ॥ রাধা সহ গোপী কুলেঃ তদুপরি বসাইলেঃ নক্র গণে দিলেন চালাই । চলন প্রবল বলেঃ জল উঠে দুই কূলেঃ তুফানের সীমা দিতেনাই ॥ ২ ॥ জল মধ্যে কভু ধায়ঃ কভু ভাসি বেগেযায়ঃ গোপী কহে বিসম ডরাই । সুখেতে ঘটিল দায়ঃ স্বভাব নাহিক যায়ঃ কিকরিরে এখন কানাই ॥ ৩ ॥ রক্ষ রক্ষ দীন নাথঃ উপায় তোমার হাতঃ দয়াময় কিকব বড়াই । কৃষ্ণ কহে সাম্যমতঃ চেষ্টা করি অবিরতঃ নাহি মানে কেমনে থামাই ॥ ৪ ॥ ❁ ॥ গোপীর উক্তি গীত ॥ রাগ দেশ ॥ তাল দক্ষিণী ॥ শ্যাম অনঙ্গ সাগরে তরঙ্গ ভঙ্গ তব রঙ্গ তাহে দেখিলাম । তাহাতে অনায়াসে তরিলাম । মান গঙ্গা জলে রক্ষা করিলে তরঙ্গ তুফানে শ্যামরায় । চিতান । রক্ষ রক্ষ ডাকে অবলায় এবে কিহবে বলনাহে উপায় ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ বুঝি তবগুণ শরণলয়্যাছি তায় । এখন কিকরিঃ বলনা শ্রীহরিঃ ভাসিতেছি এই যমুনায় ॥ পরজাতা ॥ শ্যাম আমরা রমণীঃ হইয়া অধীনীঃ ডাকি শুণ ওহে দীন নাথ । শুণ্যাছি পুরাণেঃ তব নাম গুণেঃ ভবনদী পার তব হাত । শ্যাম তোমার চরণঃ শরণ কারণঃ ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ । সকলে চিন্তিত হইয়া দিলেছে তো

মায় মন। আর গোপী গণঃ প্রাণ মন তনঃ সকলি দিলাম তোমায় ॥ ১ ॥ শ্যাম বহু নক্র আনিঃ করিয়া তরণিঃ মজাতে রমণী এত পণ। যেবা ধন চাহঃ তাহা তুমি লহঃ শুণ ওহে তবে তপোধন। শ্যাম জীবন যৌবনঃ হর্য্যা সবধনঃ সুদু প্রাণ কেবল রাখিলে। লইতে প্রাণ গোপিনীর এতরূপ ধরিলে। তুমিহে কুম্ভীরঃ তুমি বিশ্বম্ভরঃ প্রহ্লাদে বাঁচাইলে বহুদায় ॥২॥ শ্যামতব কৃষ্ণনামেঃ কেবা দিবেসীমাঃ পাষাণ মানবী হয়্যাছে। জগাই মাধাইঃ ছিল দুইভাইঃ অনায়াসে তারা তর্য্যাছে। শ্যাম দ্রৌপদী বসনঃ হরে দুঃশাসনঃ কেশ আকর্ষণ করিয়া। তাহাতে রক্ষা করিলে বস্ত্ররূপ হইয়া। গোপীগণ ধর তুমি মাধব পাথারে ভাসাইলে গোপিকায় ॥ ৩ ॥ হায় যত গোপী গণঃ করিছে ক্রন্দনঃ শুনি নন্দনন্দন কহিছে। শুণলো গোপিনীঃ অপূর্ব্বতরণিঃ ঐদেখলো ধনীআসিছে। আনি বহুতরিঃ যতগোপ নারীঃ বৈস সারি সারি হরি কয়। গোপীগণ বুঝিল কৃষ্ণ মায়াতে সব হয়। হয়্যা এক মনঃ সব গোপীগণঃ পড়িল তখন রাঙ্গাপায় ॥ ৪ ॥ গীত সাঙ্গ ॥ পয়ার ॥ নূতন নৌকা প্রাপ্তি ॥ ● ॥ অভগ্ন প্যাইয়া গোপী তরি দেখিতেছে। হীরা মণিমরকত কত শোভিতেছে ॥ ১ ॥ ধুধুধু পতাকা উড়ে কিশোভা দিতেছে। দূড়দূড় দামামা মনোহর বাজিতেছে ॥ ২ ॥ এইরূপে কেলি রস কৌতুকে হইতেছে। দেবা সুর নর বর রসে মজিতেছে ॥৩॥ কিশোর কিশোরী দুইতাহে রাজিতেছে। আনন্দিত দেবগণ সবে নাচিতেছে ॥৪॥ হেনরূপ যেইজন মনে ভাবিতেছে। সাধুসেই সুধার সাগরে ভাসিতেছে ॥ ৫ ॥ এইরূপে জলক্রীড়া করি সমাপন। নিজ নিজ ঘরে ঘরে করিল গমন ॥ ৬ ॥ ভক্ত বিলাপ ॥ ভূমি ভার নাশিবার অবতার হয়্যাছেন। তরিবার পথ সার বার বার দিতেছেন ॥ ১ ॥ কথা শুণ প্রাণ পণ সেচরণ ভাবনা। ধন জন নিজ গণ কেন মন ছাড়না ॥ ২ ॥ সবালিক কেমালীক সেতালিক করণা। হও ধীর করস্থির এগম্ভীর শোচনা ॥ ৩ ॥ শুণ ভাই সেকানাই ভাব্যা তাই দেখনা। কৃষ্ণ নাম গুণ ধাম অবিরাম বলনা ॥ ৪ ॥ ভব ঘোর নাহি জোর নামে সোর কর ণা। হও দাস নাহি ত্রাস কাল ফাঁশ কাটনা ॥ ৫ ॥ জল কেলি লীলা সাঙ্গ ॥ ● ॥ রাসের আরতি ॥ রাগিণী জঙ্গলা। তাল চলতা ॥ রাসের বিশ্রামে। রামা ম

নোরমে ॥ করিছে সোহাগে শীতল আরতি। আরতি ভাজন। রতন কাঞ্চন। তাহে বহু দল তপনের ভাঁতি ॥ ১ ॥ কর্পূরের গুলি। পুতিদলে জালি। জিনি চাঁদ মালা সুধাধিক কান্তি ॥ ২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ সমুখে। আনন্দ কৌতুকে। নেহারি বদন ভঙ্গি নানাজাতি ॥ ৩ ॥ আরতি দেখায়। পাঁচবার পায়। উরুদেশে পাঁচ দেখায় যুবতি ॥ ৪ ॥ শ্রীমুখ মণ্ডলে। অতি কুতুহলে। পাঁচ ফেরি দিয়া মনে রহে মাতি ॥ ৫ ॥ পুন দশবার। করি চক্রাকার। চন্দ্রতাল মানে শ্রীনাথে তোষতি ॥ ৬ ॥ আরতি পূরণ। করি নির্মঞ্ছন। করে প্রদক্ষিণ প্রণাম ভকতি ॥ ৭ ॥ আরতি সাঙ্গ ॥ সুদর্শন শাপ মোচন লীলা। এক দিন নন্দরায় ডাকি পরিবারে। কহিল নিগূঢ় কথা সবার গোচরে ॥ ১॥ কৃষ্ণের কল্যাণ জন্য মানন করিল। অম্বিকা পূজিতে অদ্য সবে মীলি চল ॥ ২ ॥ আহ্লাদ জনক কথা শুনি গোপগণ। পূজার সাজন লয়্যা করিল গমন ॥ ৩ ॥ নানা জাতি বাদ্য বাজে নাচ গান আদি। করে দ্রব্য আয়োজন যত্নে নানা বিধি ॥ ৪ ॥ খাদ্য দ্রব্য বস্ত্র ভূষা লইল অপার। গণনা করিতে নারি কান্ধে কত ভার ॥ ৫ ॥ কৃষ্ণ ধন মধ্যে রাখি চলে বহু রঙ্গে। আহ্লাদের সীমা নাই ব্রজবাসী সঙ্গে ॥ ৬ ॥ সরস্বতী তীরে বাস করেণ অম্বিকা। পুরোহিত পূজাকরি তুষিল চণ্ডিকা ॥ ৭ ॥ কৃষ্ণ লয়্যা নন্দরায় সহ পরিবার। প্রদক্ষিণ নমস্কার করে বার বার ॥ ৮ ॥ স্তুতি করি কহে নন্দ শুণগো জননী। ভজন সাধন মাতা কিছু নাহি জানি ॥ ৯ ॥ নবমবৎ সরপূর্ণ আনন্দ বিলাস। দিনে দিনে পূরাইল ব্রজ বাসী আশ ॥ ১০ ॥ কৃষ্ণ মোর সদা সুখী থাকুন জগতে। করিব তোমার পূজা মনের সহিতে ॥ ১১ ॥ সহস্র সহস্র দ্বিজ ভোজন করিল। আশামত দক্ষিণাতে ব্রাহ্মণে তুষিল ॥ ১২ ॥ হেনকালে সন্ধ্যাআসি দিবস ঢাকিল। এজন্যে রহিতে তথা নিশিতে হইল ॥ ১৩ ॥ শয়ন শয্যায় যবে ছিল নন্দরায়। অজগর আসি এক নন্দ পদে খায় ॥ ১৪ ॥ ক্রমে ক্রমে গিলিবারে করিল আরম্ভ। ভয়েতে কাতির নন্দ ত্রাসে যেন স্তম্ভ ॥ ১৫ ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সদা করাল উচ্চারে। জাগিল সকল গোপ ধায় দেখিবারে ॥ ১৬ ॥ পিতার উদ্ধার লাগি কৃষ্ণ তথা আসি। সর্পের পৃষ্ঠেতে পদ দেন মৃদু হাসি ॥ ১৭ ॥ জিজ্ঞাসা করেণ হেতু সর্প কোন পাপে।

সত্য করি কহ মোরে ত্রাণ হবে তাপে ॥ ১৮॥ বিনয় করিয়া হরি কহে হরি প্রতি। সকল জানহ হরি এবে দেহি গতি ॥ ১৯ ॥ স্বর্গে বিদ্যাধর ছিলাম নাম সুদর্শন। রূপ গুণ অহংকারে সদাই মগন ॥ ২০ ॥ এক দিন শতবার গগণে বেড়াই। অঙ্গিরা নামেতে ঋষি জপে তুল্য নাই ॥ ২১ ॥ অবনিতে যোগাসনে ছিলেন বসিয়া। একবার মোর ছায়া মস্তকে দেখিয়া ॥ ২২ ॥ সর্প হও বলি শাপ দিল মুনিবর। শুনিয়া মুনির বাক্য কাঁপি থর থর ॥ ২৩ ॥ করিলাম বহু স্তুতি চরণেতে ধরি। কহিলেন ত্রাণ তোরে করিবেন হরি ॥ ২৪ ॥ শান্তি জন্য অজগর হইলাম আমি। মুনি আজ্ঞা আছে মোর ত্রাণ কর্ত্তা তুমি ॥ ২৫ ॥ ত্রাণ জন্য নন্দ পদ জানিয়া গিলিল। এই কর্ম্মে তব পদ ত্বরায় পাইল ॥ ২৬ ॥ চরণ পরশ গুণে ত্রাণ পায় ফণী। ধরিয়া অপূর্ব্ব রূপ যোড় করি পাণি ॥ ২৭ ॥ রথে চড়ি বিদ্যাধর স্বর্গেতে চলিল। দেখিয়া ব্রজের লোক মোহিত হইল ॥ ২৮ ॥ ভক্তি মুক্তিদাতা কৃষ্ণ গোকুলের প্রাণ। আনন্দে লইয়া নন্দ করিল পয়ান ॥ ২৯ ॥ ইতি সুদর্শন শাপ মোচন লীলা সাঙ্গঃ ॥ গীত। রাগিণী যোগীয়া ॥ তাল একতালা ॥ কৃষ্ণ অঙ্গে কত গুণ কিবলিতে পারি। পূতনা করিল বধ স্তনপান করি ॥ ১ ॥ কমল করে এই কৃষ্ণ গিরিবরধারী। তরু বরে মুক্তি দিল চরণ প্রসারি ॥ ২ ॥ বিদ্যাধর পায় মুক্তি পৃষ্ঠে হরি ধরি। প্রাণের বল্লভ কৃষ্ণ ব্রজ কুল ভরি ॥ ৩ ॥ নবম বৎসরের লীলা সাঙ্গ ॥ ● ॥ দশম বৎসরের লীলা আরম্ভ ॥ বর্ষবৃদ্ধি ॥ রাগ দেবগান্ধার। তাল আড়াতেতালা ॥ পূর্ব্ব মত বর্ষ বৃদ্ধি পূজা আয়োজন। করিলেননন্দরায় লয়্যা বন্ধুগণ ॥ ১ ॥ এবার অধিক কৈল ব্রাহ্মণ আদর। ষোল উপচারে পূজা করিল সুন্দর ॥ ২ ॥ বাৎসল্য ভাবের বৃদ্ধি নাহি ছাড়ে নন্দ। কৃষ্ণের কল্যাণ হেতু সদাই আনন্দ ॥ ৩ ॥ পঞ্চদ্রা বিড়ের দ্বিজ আনিল আহ্বানে। পঞ্চ গৌড় বাসিগণ ডাকিল যতনে ॥ ৪ ॥ সিংহদ্বারে দ্বিজ যবে প্রবেশ করিল। গলবস্ত্র হয়্যা নন্দ গৃহেতে আনিল ॥ ৫ ॥ সাষ্টাঙ্গ হইয়া দ্বিজে পীঠে বসাইল। কুশল স্বাগত বাক্য সাদরে কহিল ॥ ৬ ॥ চরণ ধোয়ায় গন্ধ জল মনোহরে। মিহি বস্ত্রে পুছাইল ধরি দুই করে ॥ ৭ ॥ অষ্টগন্ধ পুষ্প দূর্ব্বা অক্ষত সহিত। মস্তকে দিলেন অর্ঘ্য শাস্ত্র পরিমিত ॥ ৮ ॥

আচমনী মধুপর্ক করিয়া প্রদান। সুগন্ধ কর্দ্দমে অঙ্গ করিল মার্জ্জন ॥ ৯ ॥ পুষ্পপক্ক তৈল দিয়া গাত্রে মাখাইল। বৃন্দাবন তীর্থ জলে স্নান করাইল ॥ ১০ ॥ সেই জল লয়্যা পুন কৃষ্ণ শিরে দিল। হেরি পিতা গুণ হরি হাসিতে লাগিল ॥ ১১ ॥ জরিযুক্ত পট্ট বস্ত্র বহু রঙ্গ ভাঁতি। পরাইল দ্বিজবরে করিয়া বিনতি ॥ ১২ ॥ নব রত্ন হেমযুক্ত দিলেন ভূষণ। পাইয়া পরের ধন আনন্দিত মন ॥ ১৩ ॥ ॥ সুগন্ধ কুসুম মালা গলেতে পরায়। পুরোহিত দ্বিজ ভালে তিলক করায় ॥ ১৪ ॥ আতর গোলাব দিয়া তুষিল ব্রাহ্মণ। ধূপ দীপে আরতি করিল সমাপন ॥ ১৫ ॥ প্রসাদ আরতি লই কৃষ্ণে নির্ম্মঞ্ছন। করিল গোপের নারী মঙ্গল কারণ ॥ ১৬ ॥ ভোজন বিলাস জন্য নৈবেদ্য মিষ্টান্ন। স্বর্ণ থালে রাখি নন্দ দিল ভিন্ন ভিন্ন ॥ ১৭ ॥ কর্পূর মিশ্রিত বারি স্বর্ণ পাত্রে ভরি। দ্বিজ অগ্রে রাখিলেন অতি যত্ন করি ॥ ১৮ ॥ এই কালে দ্বিজবর দেখি চাঁদ মুখ। বিচার করিয়া মনে পায় অতি সুখ ॥ ১৯ ॥ ভূভার হরিতে হরি এই বিদ্যমান। ভৃগু অপরাধ হয়্যে হইবেক ত্রাণ ॥ ২০ ॥ সকল ভোজন দ্রব্য করি শুদ্ধ ধ্যান। কৃষ্ণ আগে নিবেদন করিল বিজ্ঞান ॥ ২১ ॥ কৃপাময় কৃপা দৃষ্টি করিল তাহাতে। ভোজন করহ বিপ্র আমার সাক্ষাতে ॥ ২২ ॥ খাইতে লাগিল দ্বিজ শোভা মনোহর। দেও দেও সদা কহে তুলি বাম কর ॥ ২৩ ॥ হবিষ্য ভোক্তার মুখে মিষ্ট আস্বাদন। অতএব বহু তর উদর ভরণ ॥ ২৪ ॥ আচমন স্নিগ্ধ জলে ধুইয়া বদন। বসিল সকল দ্বিজ সুচারু আসন ॥ ২৫ ॥ তাকিয়াতে ঠেস দিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ। চামরেতে গোপ গণ করিছে ব্যজন ॥ ২৬ ॥ কিসংখ্যা দক্ষিণা দিবে ভাবিছে তখন। হেন কালে নন্দ আসি দিল বহু ধন ॥ ২৭ ॥ দক্ষিণা পাইয়া দ্বিজ দক্ষিণা বলিয়া। চলিল আপন গৃহে আশীর্ব্বাদ দিয়া ॥ ২৮ ॥ প্রদক্ষিণ নমস্কার নন্দ গোষ্ঠী সহ। কৃষ্ণে আশীর্ব্বাদ দ্বিজ করে অহ রহ ॥ ২৯ ॥ দ্বিজ পদ রজ লয়্যা কৃষ্ণ শিরে দিল। হেরিয়া বাৎসল্য ভাব ঐশ্বর্য্য মানিল ॥ ৩০ ॥ খাওয়াইয়া নিজ কুল কৃষ্ণে খাওয়াইল। নাচ গান বাদ্য আদি তরঙ্গ উঠিল ॥ ৩১ ॥ ক্ষণে ক্ষণে নব বেশ গোপিনী করয়। নিরখিয়া কৃষ্ণ রূপ জুড়ায় হৃদয় ॥ ৩২ ॥ গীত৷৷ রাগ ছায়ানট ॥ তাল আড়াতেতালা ॥ নয়নে নাথরে রূপ

রাখিব কোথায় ॥ ধুয়া ॥ ✽ ॥ হৃদয়ে রাখিলে রূপ নয়ন হারায় ॥ পরধুয়া ॥ ✽ ॥ কত স্যমন্তক। কতবা যাবক। অরুণ মীলিত তায়। কমল কিরণ। ছানি কোন জন। আনি দিল রাঙ্গা পায় ॥ ১ ॥ বহু ইন্দু বাটি। নখ পরিপাটী। সুধাধিক আভা তায়। নীলকান্তি পুঞ্জ। শ্যাম অঙ্গে মুঞ্জ। ললিত ত্রিভঙ্গ বাঁয় ॥ ২ ॥ উরু গুরুতর। নিতম্ব সুন্দর। কমর মৃণাল প্রায়। নাভিকা গভীর। ত্রিবলী সুন্দর। হৃদি পরিসর কায় ॥ ৩ ॥ গলার গরিমা। কিদিব উপমা। কামিনী চিত্ত গলায়। আজানু লম্বিত। করী কর জিত। শোভিত দক্ষিণ বাঁয় ॥ ৪ ॥ সুচারু জলজেঃ করবরে রাজেঃ অঙ্গুলী দল তাহায়। বহু ইন্দীবরঃ জিনি আস্যবরঃ পূর্ণ্ণ শশী দীপ্ত যায় ॥ ৫ ॥ লাল ওষ্ঠাধরেঃ লালিমা বিতরেঃ অরুণে যাইয়া ছায়। বৃথা ধীর জনেঃ শুকচঞ্চু সনেঃ কেন তুলে নাসিকায় ॥ ৬ ॥ চিবুক কপোলঃ আর গণ্ড স্থলঃ রূপ সমাজ হারায়। যুগল লোচনঃ চঞ্চল খঞ্জনঃ কবি কেমনে বর্ণ্ণায় ॥ ৭ ॥ বুঝি হবে মীনঃ সুধা সি... ...মীনঃ কিম্বা সরোজ বুঝায়। দুই নেত্র মণিঃ যেন নীল মণিঃ বেষ্টিত লাল ডোবা... ৮ ॥ পপনি কেশরেঃ গোপী মনোহরেঃ যখন ঈষদ চায়। যৌবন অসুরেঃ ভুরুতলওয়ারেঃ ছেদন করিতে ধায় ॥ ৯ ॥ দেখ দুই কাণঃ প্রেমের দোকানঃ তাহে বিনতি বিকায়। ললাট প্রকাশঃ জিনি নীলা কাশঃ তাহে উডুপ খেলায় ॥ ১০ ॥ গোপী নেত্র তারাঃ হয়্যা তারাকারাঃ ভাল আকাশে দীপায়। অলকা কুন্তলঃ ভ্রমরা প্রবলঃ হৃদি কমলে লুকায় ॥ ১১ ॥ দুই কাকপক্ষঃ মেঘে মেঘে সখ্যঃ স্নেহ বারি বরিষয়। রাহু কেশ রাশিঃ শিরাকাশে আসিঃ মন চন্দ্র গরাসয় ॥ ১২ ॥ বসন ভূষণঃ নহে প্রয়োজনঃ লোকাচারেতে পরায়। ব্রজে গুণনিধিঃ দিল কোন বিধিঃ দাসী হব তার পায় ॥ ১৩ ॥ ✽ ॥ জন্মতিথি লীলাসাঙ্গ ॥ গ্রন্থকারের মজাদারির স্তুতি ॥ হরি যাকরাও আমি তাই করি। তবু কেনে সদা ভাব্যা মরি। এই মজাদারি ॥ ধুয়া ॥ ✽ ॥ স্বভাবে সংযোগঃ স্বভাবে বিয়োগঃ এই রঙ্গদেখি জগভরি ॥ ১ ॥ গুপ্ত আচরণঃ নাহিজানে জনঃ তবু জানিবারে ভুলে ফিরি ॥ ২ ॥ লীলা অসম্ভব। নহে অনুভব। কেজানে দুর্ল্লভ চাতুরী ॥ ৩ ॥ ঘটে পটে যত। দেখি অবিরত। ভিন্নভিন্ন সব রূপধারী ॥ ৪ ॥ সৃজন পালন। সঘনে নাশন। নাচাইছ

তাল ধরিভুরি ॥ ৫ ॥ ভজনের পথঃ হেরি নানামত। ভিন্নভিন্ন সব অধিকারী ॥ ৬ ॥ কিসে ভক্তি জ্ঞান। কোথা সেসন্ধান। কেবা হয় তার সহকারী ॥ ৭ ॥ এভবে যেসুখ। তাহে ভরা দুখ। সুখ আশে গেল জন্ম ভরি ॥ ৮ ॥ কেবাহে চলায়। কেবাহে বলায়। কেবা করে এই কারিগরি ॥ ৯ ॥ যেদেখি যাবৎ। বিনাশী তাবৎ। দোষ গুণ আছে তাহে ভরি ॥ ১০ ॥ মনের উদয়। কহিল তোমায়। হিতাহিত তব হাতে হরি ॥ ১১ ॥ তুমি বিশ্বনাথ। সব তব হাত। মরিতে আস্যাছি যাব মরি ॥ ১২ ॥ যমের যাতন। কিম্বা মুক্তি দান। কর্ম্ম মত ফল ভোগাচারি ॥ ১৩ ॥ কখন সুলভ। কখন দুর্ল্লভ। কভু তাহে ঘটে মহা মারী ॥ ১৪ ॥ জয় পরাজয়। বিবাদে নিশ্চয়। তবু জিত আশা দুজনারি ॥ ১৫ ॥ কভু রাবি রবি। কালি কৃষ্ণ ছবি। অবতারে এক অবতরী ॥ ১৬ ॥ পাপে ভোগী তাপ। প্রবল প্রতাপ। জান্যা শুণ্যা তবু পাপে ঘুরি ॥ ১৭ ॥ তনু খানি ভরা তাহে রোগে ভরা। নিবারিতে কভু নাহি পারি ॥ ১৮ ॥ অপরাধ মা[illegible] [illegible] মোর বাপ। যদ্যপি কুপুত্র তবু তোরি ॥ ১৯ ॥ আস্তিক নাস্তিক। স[illegible]। সব দেহ মৃত্যু তনুধারী ॥ ২০ ॥ সুধ বুধ নাই। একাল গোঁয়াই। [illegible] ইহাতে কাল বারি ॥ ২১ ॥ দেখিয়া সাজাই। বলিহারি যাই। তব তো[illegible] ভিতরে ইহারি ॥ ২২ ॥ [illegible] বেহার। সকলি নশ্বর। তবু ভাবি সব আপনারি ॥ ২৩ ॥ এত বলি ক্ষান্ত [illegible] মন নাহে শ্রান্ত। কেবা করে মোরে ব্যভিচারী ॥ ২৪ ॥ যেকরি মন্ত্রণা। নাপুরে কামনা। কভু কভু ফলে আশা ভরি ॥ ২৫ ॥ মুস্কিলে আসান। করে একজন। তাহে সুখ দিবা বিভা বরী ॥ ২৬ ॥ কর্ত্তাকে বিশ্বাস। কভু হয় আশ। পুন ভুলি তাহা ভ্রমে মরি ॥ ২৭ ॥ হও নিত্য নয়। তবু লোকে কয়। যশো যশ সব নর নারী ॥ ২৮ ॥ জয়নারায়ণে। কবে কিবা ভনে। কাল বশ হৈয়া ভাব্যামরি ॥ ২৯ ॥ শঙ্খচূড়বধ লীলা আরম্ভ ॥ রাগিণী মালকোষ ॥ তাল আড়াতেতালা। এক [illegible] সিত পক্ষ রাত্রি সুশোভন। গোধন লইয়া কৃষ্ণ সহ গোপী গণ ॥ ১ ॥ বল [illegible] সঙ্গী তায় বাস বিপিনেতে। হেন কালে যক্ষ এক আসিল ত্বরিতে ॥ ২ ॥ কুবের সেবক সেই শঙ্খচূড় নাম। যাহার মস্তকে মণি অতি অনুপম ॥ ৩ ॥ নিজে

বলবান অতি পূর্ব্ব অহংকার। গোপীগণ দেখ্যা মন চঞ্চল তাহার॥ ৪ ॥ ঘেরিয়া সকল গোপী লইয়া চলিল। শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়া ইহা হাসিতে লাগিল॥ ৫ ॥ রক্ষ রক্ষ বলে নারী অহে কৃষ্ণ রাম। বলে নারী হরিলয় কেন হও বাম॥ ৬ ॥ বিনয় বচন শুনি দ্রুত দুই ভাই। উচ্চতর বৃক্ষ ভাঙ্গি চলে তথা ধাই॥ ৭ ॥ করী প্রতি সিংহ যেন কর য়েহনন। যক্ষ প্রতি সেইমত করিল তাড়ন॥ ৮ ॥ নির্ভয় হইল গোপী কৃষ্ণ দরশনে। শঙ্খচূড় পলাইল নিশি অবসানে॥৯॥ প্রভাতে বেগেতে কৃষ্ণ তার পাছে ধায়। রক্ষা কর গোপ কুল বলদেব কয়॥ ১০॥ বলদেব কাছে গোপী রাখি যদুরায়। কেশ ধরি ভূমি তলে যক্ষেরে ফেলায়॥ ১১ ॥ কাটিয়া মস্তক তার মণি লয়্যা করে। ত্বরিত আসিয়া ভেট দিল হলধরে॥ ১২ ॥ শঙ্খচূড় বধ লীলা দ্বাদশ বৎসরে। ভাগবত মধ্যে ইহা কহে মুনিবরে॥ ১৩॥ লীলামৃত প্রমাণেতে বৎসর দশমে। শ্রীকৃষ্ণ করেণ বধ শঙ্খচূড় নামে॥ ১৪ ॥ গীত ॥ রাগিণী রামকেলী॥ তাল মধ্যমান॥ হরি জীবের জীবন ত্রিভুবন মাঝে তুমি করণ কারণ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ মহাবল পরাক্রম য[illegible] আসিছিল। অনায়াসে সেই যক্ষ যমালয়ে গেল। আর বহুতর দৈত্য করিলা নিধন॥ ১ ॥ শঙ্খচূড় বধ লীলাসাঙ্গ॥ গোপীর গীত। রাগ মালবগৌড়। তাল আড়াতেতালা ॥ ● ॥ গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া বৈকালে। বেশ ভূষা যুক্তা গোপী চলিল সকলে॥ ১ ॥ যশোদা মহলে আসি মঙ্গল ভাষিয়া। সুখাসনে বসিলেন রাণীকে লইয়া॥ ২ ॥ কৃষ্ণের কুশল কথা সবে জিজ্ঞাসিল। শুনিয়া মধুর বাণী আনন্দে ভাষিল ॥ ৩ ॥ গোপী কহে আন রাণী অপূর্ব্ব বাজন। তাল মানে শুণ কিছু অবলা রচন॥ ৪ ॥ ততানন্ধঘন যন্ত্র রাণী দিল আনি। শুষিরে কৃষ্ণের গুণ গাইছে গোপিনী॥ ৫ ॥ জনমিয়া শ্যাম ছটা নয়ন তুষিল। ষষ্ঠী পূজা দিনে নব স্বরূপ বুঝিল॥ ৬ ॥ আট কড়া পূজা যবে কৃষ্ণের হইল। দেখিয়া মাধুর্য্য রূপ সেরূপে রহিল॥ ৭॥ ভানু পূজা দিনে মোরা হেরি পদতল। অরুণ জিনিয়া পদ দেখিয়া বিকল॥ ৮ ॥ এক দিন রাণী কোলে করে দুগ্ধ পান। কিকব তাহার শোভা তুল্য নহে আন॥ ৯ ॥ জৃম্ভণে জগত রূপ দেখায় বদনে। শিশু কালে বহু লীলা নাহি পড়েমনে॥ ১০ ॥ পূতনা করিয়া বধ

বুজ কৈলত্রাণ । শিশু কালে এত গুণ কিকব বাখান ॥ ১১ ॥ রাক্ষসী হৃদয়ে বসি দুগ্ধ কৈল পান । মরণে কৈবল্য পুন রাক্ষসীর প্রাণ ॥ ১২ ॥ কাকা সুর মোচড়িয়া ফেলিল যখন । নিতান্ত মনুষ্য নহে বুঝিল তখন ॥ ১৩ ॥ শকট ভঞ্জন কথা গুপ্ত আছে বটে । তথাচ কৃষ্ণের গুণ বুজবাসী রটে ॥ ১৪ ॥ তৃণাবর্ত্ত বধকরি জুড়ায় সকলে । শিশু কালে এতগুণ শুণ রাণী স্থূলে ॥ ১৫ ॥ কৃষ্ণ নাম যবে রাণী দিলা বুজনাথে । সত্য সুখ তদবধি কৃষ্ণ রূপ সাথে ॥ ১৬ ॥ নক্ষত্র পূজার দিন [illegible]সকান্ত জিনি । দেখিলাম কৃষ্ণরূপ সত্য কহি রাণী ॥ ১৭ ॥ শ্রীধর দমন কথা শুণি এই কালে । হাসিয়া আনন্দ পাই সকালে বিকালে ॥ ১৮ ॥ সুধাকার মুখে যবে অন্ন দিলে রাণী । অমর হইল গোপী দেখি সুধা মণি ॥ ১৯ ॥ চন্দ্র ধরি বারে কৃষ্ণ করিল আখুট । লটপটি ধরা মাঝে ধরাপায় লুট ॥ ২০ ॥ কর্ণ মুনি সঙ্গে [illegible]ন কৈল যেই দিন । জানাগেল পূর্ণবুহ্ম সত্য এই জ[illegible] ॥ ২১ ॥ বিমল কমল মুখে [illegible]ত্তিকা ভক্ষণ । দেখিয়া কান্দিয়া মরি মোরা গোপ[illegible] ॥ ২২ ॥ বুহ্মাণ্ড দেখায় [illegible]ন কমল বদনে । দুর্লভ আশ্চর্য্য মানি হেরিয়া লো[illegible] ॥ ২৩ ॥ কর্ণবেধ সাঙ্গ [illegible]রে আনন্দে ভাসিল । কর্ণ ভূষা ভূষাইতে মনোদুঃ[illegible] ॥ ২৪ ॥ প্রতিসন বর্ষ বৃদ্ধি আনন্দ অপার । মনে করি কৃষ্ণ রূপ যাই বলি[illegible] ॥ ২৫ ॥ রামের কাহি[illegible] রাণী যেদিন শুণায় । ধনুর্ব্বাণ কোথা বলি কৃষ্ণ উঠি ধায় ॥ ২৬ ॥ রাম রূপ [illegible] জন দেখিল তথায় । নিশ্চয় জানিল কৃষ্ণ সর্ব কর্ত্তা হয় ॥ ২৭ ॥ শালগ্রাম শিলা যেদিন রাখিল বদনে । অকল্যাণ নহে কভু ইহার কারণে ॥ ২৮ ॥ সেই হৈতে কৃষ্ণ বিনা নাহি জানি আর । প্রাণ মন ধন বন্ধু কৃষ্ণ সবাকার ॥ ২৯ ॥ শিশু কালে স্নান লীলা অতি শোভা কর । মনে ভাবি দেখ সবে রূপ মনোহর ॥ ৩০ ॥ লো[illegible] মুদলি খেলাখেলে শিশুসঙ্গে । দেখিদেখি সুখপাই সেবি নানারঙ্গে ॥ ৩১ ॥ গেঁদ খেলা বাল বালা লইয়া খেলিল । গেঁদ দিয়া গেঁদ মারে গগণে শোভিল ॥ ৩২ ॥ হাউ হয়্যা যশোদারে দেখাইল ডর । তদবধি হাসি মোরা প্রতি ঘর ঘর ॥ ৩৩ ॥ ফলহারী মতি মোরা কখন হইব । আনন্দে কৃষ্ণের মুখে ফল খাওয়াইব ॥ ৩৪ ॥ মোতি লীলা অদ্ভুত মোহনে রচিল । তাল সুরে গাও সবে সুখ উপজিল

॥ ৩৫ ॥ মাখন চুরির কথা যবে পড়ে মনে । হৃদয় চিরিয়া রাখি সেরূপ যতনে ॥ ৩৬ ॥ শ্যাম অঙ্গে দুগ্ধ ধারা ওষ্ঠেতে নবনী । কিদিয়া তুলনা দিব কিছু নাহি জানি ॥ ৩৭ ॥ বহু ভানু জিনি ওষ্ঠ লালিমা দলিত । শশধর মালা যেন তাহাতে মীলিত ॥ ৩৮ ॥ দেব নর ঈশ্বরাদি যত ত্রিভুবনে । লোচন তারার কান্তি লইয়া যতনে ॥ ৩৯ ॥ লাল রঙ্গে তেজঃ পুঞ্জ করি একঠাঁই । কৃষ্ণ অঙ্গে বিধি বুঝি দিয়াছে মাখাই ॥ ৪০ ॥ ততোধিক তেজ দেখি শ্রীকৃষ্ণ শরীরে । জুড়াইতে হিমালয় আসিয়া সত্বরে ॥ ৪১ ॥ ঘেরিয়াছে কৃষ্ণ অঙ্গে এশোভা যেমন । দুগ্ধ দধি ধারা অঙ্গে শোভিত তেমন ॥ ৪২ ॥ কুস্তি লীলা দুই ভাই করিল যখন । টল মল ধরা খানি করিল তখন ॥ ৪৩ ॥ গোপী মীলি নন্দ লাল চুরি করি লয় । কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি রাণী উনমত্ত হয় ॥ ৪৪ ॥ দধির মন্থন দিনে শোভা চমৎকার । খায় লয় দেয় কৃষ্ণ নাঘাটে ভাণ্ডার ॥ ৪৫ ॥ দাউরি বন্ধন কথা দুই জন ত্রাণ । কৃষ্ণের যতেক গুণ দেখি বিদ্যমান ॥ ৪৬ ॥ এক মুখে এক ক্ষণে গাব কত গুণ । জীবনের প্রাণ কৃষ্ণ জগত মোহন ॥ ৪৭ ॥ গোকুলের লীলা গোপী গায় নানা রাগে । হেনকালে বংশীধারী দাড়াইল আগে ॥ ৪৮ ॥ ধেনু পদ ধূলি অঙ্গে নূতন শোভন । অধরে বাঁশরী বাজেত্রিভঙ্গ চরণ ॥ ৪৯ ॥ চরণ নূপুরে তাল চলিতে বাজায় । বংশীর সুনাদে হরি গোগণ নাচায় ॥ ৫০ ॥ বন ফুল পত্র ভূষা শ্যাম তনু খানি । অবলা অবাক দেখি নব নীলমণি ॥ ৫১ ॥ এক দিকে গোপী গীত আর দিকে বাঁশী । যশোদা মোহিনী হেরি পরম উল্লাসী ॥ ৫২ ॥ নানা সুরে নানা দিনে গায় গোপী গীত । লীলা মত রচে গোপী কৃষ্ণের চরিত ॥ ৫৩ ॥ গোকুলের কৃষ্ণ গুণ গাইল রমণী । সাদরে গোপিনী গান শুণিলেন রাণী ॥ ৫৪ ॥ গোপীর গীত সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ ইহার সূত্র শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধের ৩৬ ছত্তিশ অধ্যায় । লীলামৃত ভাষা পুথির প্রমাণং ॥ গীত টপ্পা ॥ রাগিণী গৌরী । তাল আড়ামধ্যমান ॥ আজু ভাল সাজিয়াছে বন ফুলে বনওয়ারি । সারি সারি গম গম পদ পদ নিনি বাজাওত বাঁশরী ॥ ১ ॥ শুণিশুণি ব্রজধনী হয় মাতোয়ারি । অনিমিখে নেত্ররহে শ্রীঅঙ্গে সুবারি ॥ ২ ॥ টপ্পা সাঙ্গ ॥ বৃষাসুর বধ লীলা আরম্ভ ॥ রাগিণী মধুমাধুরী । তাল আড়াতে

তালা ॥ এক দিন সন্ধ্যাকালে রাম যদুপতি। ধেনু চরাইয়া ঘরে করিলেন গতি ॥ ১ ॥ ইতি মধ্যে এক বীর ধরি বৃষ বেশ। পদ ভরে কাঁপাইছে ক্রোধে সর্ব্ব দেশ ॥ ২ ॥ গগণে প্রবেশ করে শৃঙ্গ দুই কাল। ভাঙ্গিছে বিশাল তরু কার ভাঙ্গে ডাল ॥ ৩ ॥ প্রস্তর হইতে শক্ত পীঠ খানি তার। রক্ত ভরা দুই চক্ষু বাপিকাআকার ॥ ৪ ॥ অতি উচ্চতর পুচ্ছ পতাকা সমান। গগণে উড়ায় বৃষ মহাবলবান ॥ ৫ ॥ যখন গভীর রব করে বার বার। অন্য পশু ভয়ে ধায় প্রাণ বাঁচা ভার ॥ ৬ ॥ স্কন্ধ হেলাইতে সদা খাড়া দুই কাণ। আস্ফালনে স্বর্গ কাপে দেব ভয় পান ॥ ৭ ॥ পর্ব্বত নাশিছে খুরে মুত্রে নদীবহে। গোময় অচলাকার স্থানেস্থানে রহে ॥ ৮ ॥ সর্ব্ব জীব ভয়যুক্ত হয় সেই কাল। প্রলয় সময় মত হইল জঞ্জাল ॥ ৯ ॥ বৃষভের হুহুঙ্কারে গর্ভ খসি পড়ে। অনন্ত চিন্তিত ভয়ে মহী কেনে নড়ে ॥ ১০ ॥ কৃষ্ণের গোধন সবদূরে পলাইল। ব্রজবাসী দেখি আসি অস্থির হইল ॥ ১১ ॥ রাম কৃষ্ণ পথেপাই বিনয়ে বলিল। ঐদেখ মহাবৃষে ব্রজ বিনাশিল ॥ ১২ ॥ তুমি রক্ষাকারী হরি আর কেহ নাই। সম্পদে বিপদে বন্ধু তুমিহে কানাই ॥ ১৩ ॥ কৃষ্ণচন্দ্র সবাকারে অভয় করিল। অসুর বলদবেশ মরিতে ধরিল ॥ ১৪ ॥ কহিতে কহিতে কৃষ্ণ চলে বৃষ যথা। ছাড়হ কপট বেশ বৃষ রাখ কথা ॥ ১৫ ॥ পরাক্রমে ব্রজে হিংসা কর কিকারণে। সমুচিত শাস্তি লও আসি মম স্থানে ॥ ১৬ ॥ বীর হইয়া ক্ষুদ্র জীবে নাহি দেয় দুখ। এমত কুকর্ম্ম কেন করহ মুরখ ॥ ১৭ ॥ শুণি বাণী ক্রোধে বৃষ কৃষ্ণ বিঘাতনে। কত ভাঁতি যুদ্ধ করে নির্ভয় মরণে ॥ ১৮ ॥ ছলে বলে মুক্তি দিতে যার অবতার। ধন্য ভাগ্য প্রভু হস্তে মরণ স্বীকার ॥ ১৯ ॥ লম্ফেঝম্পে ত্রুটি নাই শেষ সবাকার। কিকব কৃষ্ণের গুণ করিল উদ্ধার ॥ ২০ ॥ নীর যুক্ত চীর যেন সহজে নিচোড়ে। সেইমত বৃষাসুরে শ্রীকৃষ্ণ পাছাড়ে ॥ ২১ ॥ সেই কালে পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ। আনন্দে করিল স্তুতি সহ পঞ্চানন ॥ ২২ ॥ গোপ গোপী আনন্দিত করে গুণ গান। স্নেহ নীর টল টল যশোদা নয়ন ॥ ২৩ ॥ হাসিয়া কহেন রাধা শুণ ব্রজ রাজ। গোবধ করিয়া তুমি কুলে দিলে লাজ ॥ ২৪ ॥ অতএব তীর্থ স্নান করিবারে চল। শুদ্ধসাধ্য হবে তবে পাবে ধর্ম্ম ফল ॥ ২৫ ॥ হাসি কহে নন্দ

লাল চল গোবর্দ্ধনে । আসিবে সকল তীর্থ ভক্ত পাদার্পণে ॥ ২৬ ॥ সেই থানে গিয়া কৃষ্ণ কৈল এক কুণ্ড। মধ্য খানে পুল বান্ধি কৈল দুই খণ্ড ॥ ২৭ ॥ রাধা কুণ্ড শ্যাম কুণ্ড এই দুই নাম। স্বরূপে সকল তীর্থ সাধে মনস্কাম ॥ ২৮ ॥ সর্ব্ব তীর্থ জল তাহে রাখিয়া যতনে। প্রণাম করিয়া তারা চলে নিজ স্থানে ॥ ২৯ ॥ এই কুণ্ড স্নান করি লোকাচার ধর্ম্ম । স্থাপন করিল কৃষ্ণ কেবা জানে মর্ম্ম ॥ ৩০ ॥ বিদ্যাধরী এই তীর্থে চারি ফল দিছে । চারি ফল সদা প্রাপ্ত বাস করি কাছে ॥ ৩১ ॥ ❁ ॥ গীত । রাগিণী রামকেলি। তাল মধ্যমান। কেজানে কৃষ্ণ গুণ কবে কোন জন ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ মহা বলী বৃষা সুর করিল নিধন ॥ পর ধুয়া ॥ ❁ ॥ সকলের প্রাণ মনঃ জগত রক্ষণ পণঃ কত পুন্যফলে নন্দ পায়্যাছে রতন ॥ ১ ॥ ❁ ॥ পদ। কত শত দৈত্য আইসে নানা রূপ ধরি। অনায়াসে দৈত্য নাশে আমার শ্রীহরি ॥ ১ ॥ বুঝিলাম কৃষ্ণ মোর পরম ব্রহ্ম হবে। নতুবা দৈত্যের ভার কেমনে লইবে ॥ ২ ॥ দৈত্য দূত যত আইসে সব হয় ধ্বংস। মনেতে চিন্তিত হয়্যা সদা ভাবে কংস ॥ ৩ ॥ বৃষা সুর বধ সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ কেশী দৈত্য বধ আরম্ভ । রাগিণী ভুপালী। তাল এক তালা ॥ বৃষা সুর বধ পরে কংস মহা রাজ। অনেক রাক্ষস নাশে কংস পায় লাজ ॥ ১ ॥ সভা করি সবাকারে করি আবাহন। অরির আশঙ্কা ক্রমে করায় জ্ঞাপন ॥ ২ ॥ নারদ আসিয়া বাণী দ্রুত করে দান। ক্রোধানল প্রজ্বলিত ঘৃতে দীপ্ত বান ॥ ৩ ॥ নারদ সংবাদ কথা গাব অন্য স্থানে। কেশী বধ কথা এবে শুণ ভক্ত জনে ॥ ৪ ॥ কেশী কহে মহা রাজ আজ্ঞা কর মোরে । অশ্ব রূপ ধরি আমি বধিব কৃষ্ণেরে ॥ ৫ ॥ যাহা চাহ তাহা দিব পূর্ণ কর কায । বার বার আর যেন নাহি পাই লাজ ॥ ৬ ॥ হয় রূপ হয় কেশী উচ্চৈশ্রবা জিনি । ততোধিক অঙ্গ ভূষা রত্ন জীন খানি ॥ ৭ ॥ ফিরিতে ফিরিতে বনে কৃষ্ণ কাছে যায় । সকল বালক মীলি তার পানে চায় ॥ ৮ ॥ রাম কৃষ্ণ ডাকি আনি আনন্দে দেখায় । কিরূপে এমন ঘোড়া আসিল হেতায় ॥ ৯ ॥ ভাই কৃষ্ণ এবে যদি অনুকূল হও। যুক্তি করি ঘোড়া পরে বালকে চড়াও ॥১০॥ কৃষ্ণ কহে ঘোড়া বুঝি কংসের হইবে। ডুরি কাটি আসিয়াছে বুঝি অনু ভবে ॥ ১১ ॥ কৃষ্ণ কহে চড় ভাই পার

যত জন। পীঠ মত জীন খানি যেন সিংহাসন ॥ ১২ ॥ কোন শিশু কহে ভাই নাজানি চড়িতে। গলার রতন ভূষা ইহা করি নিতে ॥ ১৩ ॥ আর শিশু কহে আমি কলগা লইয়া। নাচিব মাথায় বাঁধি ঘোটক হইয়া ॥ ১৪ ॥ এই রূপে বহু শিশু কহে নানা মত। রাম কহে ক্ষণ মধ্যে জানিবা চরিত ॥ ১৫ ॥ সুবল আসিয়া কয় শুণ ভাই গণ। কৃষ্ণ বিনা এই ঘোড়া চড়ে কোন জন ॥ ১৬ ॥ হয় বেড়া হেম জীন গজে গজে লাল। কৃষ্ণ অঙ্গ তার পরে শোভা হয় ভাল ॥ ১৭ ॥ এই বাণী শুণি কেশী আনন্দে মগন। কদমে কদমে আসি রহে সন্নিধান ॥ ১৮ ॥ দৈত্য হর্ত্তা অন্তর্যামী জানি দুরাচার। রেকাবে রাখিয়া পদ হইল সওয়ার ॥ ১৯ ॥ সময় পাইয়া কেশী পবন সমান। বিকট গহন মধ্যে করিল পয়ান ॥ ২০ ॥ আছা ড়িতে পাছাড়িতে বহু যত্ন করে। পিপীলিকা কভু কোথা করী ভার ধরে ॥ ২১ ॥ বহু করী এক হরি নাশে এক দৃষ্টে। কেশী হত সেই মত করিলেন কৃষ্ণে ॥ ২২ ॥ কত শত ফেরি দিয়া বালক নিকটে। আনিলেন যদুরায় ঘোটক কপটে ॥ ২৩ ॥ রুধির বহিছে মুখে ভারেতে অস্থির। অবনিতে পড়ে যেন হেমন্ত শিশির ॥ ২৪ ॥ শিশু ঘেরি কান্ধে করি কৃষ্ণকে নামায়। নেত্রে হেরি মরে কেশী সুখে ত্রাণ পায় ॥ ২৫ ॥ যার পৃষ্ঠে আরো হণ ভাবি কল্কি রূপ। কিকব কেশীর ভাগ্য ত্রিলোকে অনুপ ॥ ২৬ ॥ শ্রুম শান্তি হেতু কৃষ্ণ কদম্বের তলে। বসিলেন সখা সঙ্গে অতি কুতুহলে ॥ ২৭ ॥ ত্রিপদি ছন্দঃ। কৃষ্ণ আরাধিয়াঃ বীণা বাজাইয়াঃ গান করে কৃষ্ণ গুণ। আসিয়া নারদঃ ধরি দুটি পদঃ প্রণমিল অগণন ॥ ১ ॥ ভূত ভবিষ্যৎঃ প্রভু লীলাযতঃ গাইতে লাগিল পুন। তুমি দীন নাথঃ তুমি বিশ্ব তাতঃ ভবের ভয় ভঞ্জন ॥ ২ ॥ যাহা কর তুমিঃ তাহা গাই আমিঃ কিন্তু তুমি প্রাণ মন। দাসী পুত্র হৈয়াঃ তবকৃপা পায়্যাঃ ঋষি হয়্যা পাই মান ॥ ৩ ॥ মূর্খ কবে ধীরঃ বল হীন বীরঃ দীনকবে ধনবান। তুমি ইচ্ছাময়ঃ কিকব তোমায়ঃ অন্তর বাহিরজান ॥ ৪ ॥ নারদের স্তুতিঃ শুণি বিশ্বপতিঃ শিরেদিয়া শ্রীচরণ। বিদায় করিলঃ নারদ চলিলঃ বীণাতে তুলিয়া তান ॥ ৫ ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিঃ দুইকর তুলিঃ নারদ করিছে গান। শুণি মুনি গানঃ তুলি সেইতানঃ ব্রজবাল সবগান ॥ ৬ ॥ ❁ ॥ গীত। রাগ যথা

রুচি। তাল খেমটা ॥ কেশী নাশী বসি হরি বটের তলায় ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ কার করেকেশীঃ কেহ মন্ত্রিবেশীঃ কেহ শিরোপরে চামর ঢুলায়। আপনি রাজা হইয়া খেলায় ॥ পরধুয়া ॥ কেশীর ভূষণঃ লৈয়া শিশুগণঃ হয় হইয়া হাসায়। আরকত খেলাঃ করে নন্দলালাঃ কিছু জানা নাহি যায় ॥ ১ ॥ পদ গান সাঙ্গ। ইতি কেশী বধঃ ॥ অথ ব্যোমাসুর বধ লীলা আরম্ভ ॥ রাগ কুকভ। তাল খিমাতেতালা ॥ পয়ারছন্দঃ ॥ কেশীবধ কথাশুনি মহারাজ কংস। ব্যোমাসুরে কহেকৃষ্ণে করযায়্য ধ্বংস ॥ ১ ॥ তোমা বিনা উপযুক্ত আর কেহ নাই। অতএব মনোব্যথা কহি তব ঠাঁই ॥ ২ ॥ হনুমান রাম কার্য্য যেমতে সাধিল। তুমি গিয়া সেই মত করহ কৌশল ॥ ৩ ॥ দর্প করি ব্যোমা সুর বিড়া লয়্যা চলে। সাধিব রাজার কার্য্য অদ্য বাহু বলে ॥ ৪ ॥ সতী সেবকের কার্য্য স্বামি সুখ দিতে। ধর্ম্ম মর্ম্ম এই সার শুন্যাছি বেদেতে ॥ ৫ ॥ কৃষ্ণ রাম ভাই শীঘ্র চলে বধি বারে। বৃন্দাবন বর্ত্ম মধ্যে ছল বেশ করে ॥ ৬ ॥ সুন্দর আভীর হৈল কৃষ্ণ সখা মত। কৃষ্ণের নিকটে আসি হৈল উপনিত ॥ ৭ ॥ বালক সহিত কৃষ্ণ চক্ষু টেপা টিপী। খেলে যবে সেই কালে ছলে কয় পাপী ॥ ৮ ॥ মোর সঙ্গে খেল কৃষ্ণ আস্যাছি খেলিতে। কৃষ্ণ কহে খেল তুমি নিজ বাঞ্ছা মতে ॥ ৯ ॥ রাখালের এই খেলা শুন ভাই বর। যেহারিবে সেই লবে স্কন্ধের উপর ॥ ১০ ॥ ক্রমে ক্রমে ব্রজ শিশু স্কন্ধেতে লইবে। এই পণ হৈল তাহে হারিলে করিবে ॥ ১১ ॥ ইহা যদি নাহি পারে হারিবে তখন। পশু মত সাজাইয়া দেখিব নাচন ॥ ১২ ॥ ভাল বলি শিশু গণ দিল তাহে সায়। খেলিতে কংসের দূত হারিল খেলায় ॥ ১৩ ॥ কভু এক দুই তিন কান্ধে করি লয়। গিরির গহ্বরে রাখি পাথরে ঢাকয় ॥ ১৪ ॥ ক্রমেক্রমে সব শিশু গহ্বরে রাখিয়া। পাথরে ঢাকিয়া তথা আইল ধাইয়া ॥ ১৫ ॥ একাকী পাইয়া কৃষ্ণে কয় বার বার। কংস বৈরী অব হেলে করিব সংহার ॥ ১৬ ॥ ধরিয়া কৃষ্ণেরে স্কন্ধে মারিতে তুলিল। মুষ্টির ঘাতনে হরি অসুরে বধিল ॥ ১৭ ॥ ব্যোমা সুরে প্রাণে বধি চলিয়া পর্ব্বতে। শিলা তুলি শিশু গণ আনিলেন সাথে ॥ ১৮ ॥ অসুর নাশন হেরি শিশু স্তব করে। সর্ব্ব দায় প্রাণ কৃষ্ণ বিপদে উদ্ধারে ॥ ১৯ ॥ জয় জয় রাম কৃষ্ণ বলি

শিশু জাল। কতরঙ্গে ন্যাচে গায় দিয়া করতাল ॥ ২০ ॥ ❁ ॥ গীত। রাগিণী আ সওয়ারি। তাল একতালা ॥ আজু কালি বিষয় সাগরে অতিশয় তুফান উঠেছে ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ তাহে মদ অহংকার অতি দুরাচার পবন বহিছে। পরজাতা। তনু র জাহাজে ভরি আশা ধন তায়। অভক্ত চতুর মাঝি তাহারে চালায়। পাপের চড়ায় ঠেক্যা তারা সঘনে ডুবিছে। কিনারাতে সাধু লাচার হইয়া হায় হায় হায় করিছে ॥১॥ মন সদাগরেঃ বেপারের তরেঃ কপাল ভাবিয়া আস্যাছে। সৎগুরু বিনেঃ বিমার বিহনেঃ ধন জন প্রাণে নাশিছে। এভব তুফানেঃ বাঁচে সেই জনেঃ হরি বল্যা যেজন ডাকিছে ॥ ২ ॥ গীত সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ লীলা মৃত আদি আর শ্রী কৃষ্ণ নাটক। দশম পর্য্যন্ত কৃষ্ণ অসুর ঘাতক ॥ ২১ ॥ একাদশ দ্বাদশ অব্দ পরিমাণে। কৈশোর মাধুর্য্য লীলা নিত্য বৃন্দাবনে ॥ ২২ ॥ শ্রীরাধিকা সহ কেলি গোপিনী লইয়া। করিলেন রসরাজ মধুপ হইয়া ॥ ২৩ ॥ অতি গুহ্য গুপ্ত লীলা ভক্তের তোষণ। অতএব কিছু তাহা করি নিবেদন ॥ ২৪ ॥ মহা মহা রাস কহ কিম্বা সুখ সার। আনন্দ বিলাস কথা পান সুধাধার ॥ ২৫ ॥ দশম বৎসর লীলা হৈল সমাপন। বিস্তারিয়া ভক্ত জন করহ বর্ণন ॥ ২৬ ॥ ব্যোমাসুর বধ লীলাসাঙ্গ ॥ ❁ ॥ দশম বৎসরের লীলা সাঙ্গ পরে একাদশ বৎসরের লীলা আরম্ভ ॥ বর্ষা ঋতু লীলা। রাগ মল্লার। তাল যথা রুচি। পরম সুখের ঋতু জগতে সৃজিল। তদবধি সেইঋতু সুখার্থে হইল ॥ ১ ॥ রাধা কৃষ্ণ নরদেহ কৈশোর বেশেতে। সেই কালে ব্রজমধ্যে করেণ যেমতে ॥ ২ ॥ কিঞ্চিৎ সেরস কথা শুণ ভক্ত জন। প্রাবিট কালের লীলা অপূর্ব্ব কথন ॥ ৩ ॥ গোবর্দ্ধন গুহামধ্যে কুঞ্জ মনোরম। মহা রাস লীলা যথা অতি অনুপম ॥ ৪ ॥ তৃণ তরু যুবা হৈল সহ ফল ফুল। কন্দর্পের দর্প হীন করিল মুকুল ॥ ৫ ॥ ভেক নহে বুঝি কহে যৌবন গর্জ্জন। হংস রূপে বুঝি শোভা শরীর ধারণ ॥ ৬ ॥ কন্দর্প রমণে শিখী বলে জয় জয়। কবি কহে সেও সেও নাজানি আশয় ॥ ৭ ॥ অনঙ্গ বৈরঙ্গ হত দেখি ধেনু গণ। হম্বা হম্বা বলি ডাকে আনন্দ কারণ ॥ ৮ ॥ হম্বা রব শুণি কাণে অনঙ্গে তাপিত। এরস কৌতুক কথা বুঝেন পণ্ডিত ॥ ৯ ॥ মৃগ পক্ষী যত রব করিছে সঘনে। পরস্পর সমাচার

দিছে ভিন্ন বনে ॥ ১০ ॥ বর্ষা ঋতু আসি অসি ধারা বিস্তারণে। মন্মথ করি হত গী লায় সৃজনে ॥ ১১ ॥ সর্ব্বজীব সুখী সদা থাকি এক স্থানে। এমত দুর্ল্লভ ঋতু কেবা নাবাখানে ॥ ১২ ॥ নদী সরোবর বাপী পূর্ণ্ণামৃত যুত। হাসিতে উথলি পড়ে নহে পরিমিত ॥ ১৩ ॥ নাশি কাম মনস্কাম মীলিতে সাধিল। এই কালে বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ অম্বর অম্বর তাহে জান পরী ধান। নীল বস্ত্র দিয়া সবে করিল সম্মান ॥ ১৫ ॥ বিষম বিবাদে জিতহয় যেই কালে। কতশত জয়ঢাক বাজে সেই কালে ॥ ১৬ ॥ অনঙ্গ হইল জয় বাজে অবিরত। মেঘের গর্জ্জন শুণি বুজে সেই মত ॥ ১৭ ॥ বর্ষ্তিতে ঋতুর শোভা সাধ্য কিছু নাই। যুগলে একত্র রাখে অধিক বড়াই ॥ ১৮ ॥ গহ্বর ভিতরে শোভা অতি মনো হারী। তার মধ্যে টাঙ্গা ইল ঝাড় বেলোয়ারি ॥ ১৯ ॥ লাল নীল শ্বেত পীত নানারঙ্গ তাহে। মোমবাতি ভানু মত দীপ্ত করে গেহে ॥ ২০ ॥ স্থানে স্থানে গুহা মধ্যে ক্ষরিতেছে বারি। মধু চাক হইতে যেন ক্ষরিছে মাধুরী ॥ ২১ ॥ বহু রঙ্গ শিলা দিয়া মণ্ডল রচন। অপূর্ব্ব বসন দিয়া করিল আসন ॥ ২২ ॥ উপধান নানা ভাঁতি আসনে শোভিত। স্থানে স্থানে তার মধ্যে গোপিনী রাজিত ॥ ২৩ ॥ গোপীনাথ গোপী সঙ্গে করি ছেন কেলি। সরোজে ভ্রমরযেন শোভাকরে মীলি ॥ ২৪ ॥ কদম্ব কুসুম দিয়া জা ল টাঙ্গাইল। নীলাকাশে তারাযেন প্রকাশ পাইল ॥ ২৫ ॥ গোপিকা আনন শো ভা দেখি ব্রজরায়। রূপ বনে যেন বিধি কমল ফুটায় ॥ ২৬ ॥ গোপী সুখে কৃষ্ণ সুখ দেখিয়া বিস্ময়। দর্পণে রাজিত আস্য দীপ্ত সুধাময় ॥ ২৭ ॥ মুখ ছায়া কপো লেতে দেখি পুনরায়। পূর্ণ্ণচন্দ্র যূথ যূথ উদয় তথায় ॥ ২৮ ॥ যৌবন জাহাজ ভাসে সুখ সুধা নীরে। সুধার সাগর কৃষ্ণ বুঝিল অন্তরে ॥ ২৯ ॥ উপমা যতেক দেন কিছু নহে স্থির। মোহিনী বদনে হেরি আকুল সুধীর ॥ ৩০ ॥ পুন বক্ষস্থল হেরি করেণ বিচার। দুই দুই মেরু চূড়া সুবর্ণ্ণ আকার ॥ ৩১ ॥ শ্রীফল দাড়িম্ব ফলে উপমা নাহয়। কমল কলিকা কেন হৃদয়ে উদয় ॥ ৩২ ॥ হেমের কলস বলি যদি মনে মানি। হাসিবে সকল গোপী বুঝিয়া অজ্ঞানী ॥ ৩৩ ॥ কঠিন কঠোর কুচে নাহয় তুলনা। জিতিয়া রূপের ভূপ সাধিল বাসনা ॥ ৩৪ ॥ জয় করি কাম

দেব দামামা বাজাই । বিহারের স্থানে আনি রাখে উলটাই ॥ ৩৫ ॥ কনক লতা
য় বুঝি গুচ্ছ বিরাজিত । কর দিয়া তুলিবারে হইল বাঞ্ছিত ॥ ৩৬ ॥ নীলাম্বরে
স্তন ঢাকা নহে অনুভব । কাঁচুলি বেষ্টিত তাহে সুখের বিভব ॥ ৩৭ ॥ জিনি কল্প
তরু তনু কনক লতায় । রতি রস দিছে তায় লতায় পাতায় ॥ ৩৮ ॥ বুক মুখ
হেরি মাত্র মোহন মোহিত । বস্তিতে সর্ব্বাঙ্গ রূপ হইল স্থকিত ॥ ৩৯॥ বহু কুমু
দিনী দীপ্ত এক চন্দ্র রসে । ততোধিক হেরি কৃষ্ণ গোপী প্রেমে ভাসে ॥ ৪০ ॥ একই
তপনে যেন হরে অন্ধকার । ততোধিক কৃষ্ণরূপ মনোমত হার ॥ ৪১ ॥ এক নিশি
তারাগণে যেন শোভা দেয় । গোপিনী সমাজে কৃষ্ণ তেমত উদয় ॥ ৪২ ॥ এক
চিন্তামণি বহু চিন্তা করে নাশ । ততোধিক কৃষ্ণমণি বিতরে উল্লাস ॥ ৪৩ ॥ এক
কাম ধেনু স্বর্গে দেয় বাঞ্ছামত । ততোধিক অদ্য কৃষ্ণ পুরায় বাঞ্ছিত ॥ ৪৪ ॥ মৃত
সংজীবনী বিদ্যা স্বরূপে আসিয়া । বিরহ মূর্চ্ছিতাগণে দিল বাঁচাইয়া ॥৪৫॥ নানা
মতে নানা গোপী কহে কৃষ্ণ গুণ । হেরিতে কৃষ্ণের ছবি হইল নিপুন ॥ ৪৬ ॥ নেত্র
পদ্মবরে গোপী ছায় কৃষ্ণ অঙ্গ । অনঙ্গ পবনে বৃদ্ধি প্রেমের তরঙ্গ ॥ ৪৭॥ অলি
জাল রূপ খানি জানি গোপী গণ । ক্রমে ক্রমে প্রকাশিয়া করে আলিঙ্গন ॥ ৪৮ ॥
দুর্জয় পবনে যেন করে ছিন্ন ভিন্ন । যৌবন কানন কৃষ্ণ দলিলেন তূর্ণ ॥ ৪৯ ॥ বরি
ষা পর্য্যন্ত লীলা বিহার গহ্বরে । দুই মাস লীলা রস মিথুন সঞ্চারে ॥ ৫০ ॥ গীত
॥ রাগ তাল যথা রুচি ॥ কমল জালের মধু এক মধুকরে ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ দলিয়া
পরাগ হার বদন নেহারে ॥ পর ধুয়া ॥ ❁ ॥ করিতে মধুর পানঃ গলিত পাখড়ি
যেনঃ বসনভূষণ হত করিল ভ্রমরে ॥ ১ ॥ মৃণাল জড়িতেঃ ভৃঙ্গ ছাড়াইতেঃ ছান্দে
বান্ধে কাম আসিধরি করেকরে ॥ ২ ॥ সরোজ সহিত অলিঃ নিশি দিসি করে কে
লিঃ বিপরীত ইকিদেখি অনঙ্গ সাগরে ॥ ৩ ॥ ❁ ॥ দোসরা গীত । রেক্তা । বিহা
রের শেষ বেশ দেখিতে ভাল বাসি ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ শ্রম বিন্দু পড়ে যেন তারা
রাশি রাশি ॥ পরধুয়া ॥ ❁ ॥ বিগলিত বস্ত্র ভূষা রতি হাসে আসি । অলস আ
সিয়া কামে করিল উদাসী ॥ ১ ॥ মলয় পবন বহে নাসিকা প্রবেশি । সম্ভোগে
বিযোগ করে বিরহিণী দাসী ॥ ২ ॥ আসব যোগায় পান সুখ ভাসা ভাসি ।

রতিকাম বলবান অলস বিলাসী ॥ ৩ ॥ শ্যামজলে গোপীমীন কেলি অভিলাষী। রসরাজ সাধে কায কাম কলা গ্রাসী ॥ ৪ ॥ ইতি বর্ষা ঋতু লীলা সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ শরদ ঋতু লীলা আরম্ভ ॥ ত্রিপদি ॥ বরষা বিহার করিঃ যুবতি লইয়া হরিঃ শরদের আনন্দ বিলাস। এই ঋতু দুই মাসঃ পূরাণ কামিনী আশঃ সেই লীলা জগতে প্রকাশ ॥ ১ ॥ তৃণ তরু লতা শাকঃ ফল ফুল জিনি লাখঃ নবকান্তি যুক্ত কুঞ্জ বন। নির্ম্মল জীবন ভাঁতিঃ নদনদী বেগবতীঃ দশ দিগ দর্পণ শোভন ॥ ২ ॥ রজো হীন সব পথঃ গোপাঙ্গনা মন্মথঃ বাহনেতে চলে ফিরে তায়। হীরার পর্ব্বত বাটিঃ নব শোভা পরিপাটীঃ পশু পক্ষী আনন্দে বেড়ায় ॥ ৩ ॥ কুমুদ কহ্লার পদ্মঃ হাসেভাসে হেরিছদ্মঃ গোপাঙ্গনা ব্যাকুল হইল। হেনকালে নিশি আসিঃ সঙ্গে করি পূর্ণ্ণ শশীঃ কাম নিধি যৌবনে ভূবিল ॥ ৪ ॥ মোহনে করিয়া বশঃ অনায়াসে সুধারসঃ পানকরে চকোরিণী মত। কুসুম আসবাননেঃ অলিরাজ মত্ত গানেঃ যুবতিরে কৈল আনন্দিত ॥ ৫ ॥ শৃঙ্গার তিলক আসিঃ রতি কলা দিল ভাসিঃ সেই রসে সকলে বিভোর। প্রকাশ বিলাস কাব্যঃ রতি কামে সভ্য ভব্যঃ করিলেক করি অতি জোর ॥ ৬ ॥ সাহিত্য দর্পণ দেখিঃ রতি অভিলাষে ডাকিঃ নায়ক নায়িকা করে রঙ্গ। রতি রস মুঞ্জরীতেঃ দাঁড়াইয়া দুই ভিতেঃ কাম কলা শিখাইল সাঙ্গ ॥ ৭॥ আর যত রস পুথিঃ মহা রসে করি গতিঃ রসের সাগর যদুরায়। গোপীর সহিত কেলিঃ ততোধিক ব্রজে মীলিঃ তরুণীকে তরঙ্গে ভাসায় ॥ ৮ ॥ চারি পাশে শিলা শোভাঃ মধ্যে চন্দ্রকান্ত প্রভাঃ তরু বেদী রতন কাঞ্চনে। খগ ইন্দু নখ ইন্দুঃ শরদ রতন ইন্দুঃ ইন্দুময় বিহারের স্থানে ॥ ৯ ॥ বৃহস্পতি আদি কবিঃ হেরিয়া শরদ ছবিঃ ভুলে গেল করিতে বর্ণন। পুন হেরি গোপী রূপঃ হারিল কবির ভূপঃ আশা তার নহিল পূর্ণন ॥ ১০ ॥ কদম্ব তলায় হরিঃ দাঁড়াইয়া বংশীধারীঃ হেনকালে দেখে যেই জন। রূপাঙ্কুশে তার আখিঃ রূপের সাগরে রাখিঃ খেলাইছে বহু মীন যেন ॥ ১১ ॥ যার রূপে রূপ দিছেঃ সর্ব্ব রূপ তার কাছেঃ হেন রূপ কিদিয়া তুলিব। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠামঃ যুবতির মনস্কামঃ এইরূপে আদ্য পুরাইব ॥ ১২ ॥ হাসি বাঁশী বাজাইলঃ রণস্থলে ডঙ্কা দিলঃ দুই দল সুন্দর

সাজিল। দূর দৃষ্টি তোপ ছুটেঃ রতি কাম ক্রোধে উঠেঃ কর মূলে বন্দুক ছুটিল ॥ ১৩ ॥ ভুরু বাঁকা তলোয়ারেঃ বিরহীর প্রাণ হরেঃ শেষ যুদ্ধ পর্ব্বত চূড়ায়। রিপু প্রতি কোপ যতঃ সকলি হইল হতঃ দন্তা দন্তি করা ঘাত তায় ॥ ১৪ ॥ করি কুম্ভ হৃদি ঘেরাঃ এক হরি হরি পারাঃ বিদারিল কামিনী হৃদয়। দুই মাস নবনবঃ লীলা করি অসম্ভবঃ লীলা রস সুখান্তরে রয় ॥ ১৫ ॥ রাধা কৃষ্ণ গুণ যতঃ এক মুখে কব কতঃ কবীশ্বরে করি নমস্কার। মনের উদয় মতঃ রচ লীলা অবিরতঃ শুণি জীব পাউক নিস্তার ॥ ১৬ ॥ গীত টপ্পা ॥ রাগ ইমন। তাল মধ্যমান॥ গেল রে গেল দিন ভাব ঘনশ্যাম ॥ ধুয়া ॥ ॥ সগুণ নির্গুণ সেই গুণে গুণ ধাম ॥ পর ধুয়া ॥ ॥ কিকহিব রূপ ছটাঃ যেন নবঘন ঘটাঃ অন্তরে রাখিয়া রূপ সাধ মন স্কাম ॥ ১ ॥ অরুণ চরণ ছান্দেঃ নখর শরদ চান্দেঃ এরূপ ভাবিতে কেন কররে বিশ্রাম ॥ ২ ॥ টপ্পা সাঙ্গ ॥ ॥ ॥ শরদ ঋতু লীলা সাঙ্গ ॥ বর্ষাও শরদ ঋতু অতি সংক্ষেপে রচিলাম। কিন্তু যাত্রা করিতে কাম শাস্ত্রে দেখিয়া করাইবা ॥ কোজাগর পৌর্ণমাসী লীলা ॥ রাগিণী খাম্বাজ ॥ তাল আড়াতেতালা ॥ কোজাগর নিশামুখে লক্ষ্মীর পূজন। সেই লীলাকরে গোপী লই নারায়ণ ॥ ১ ॥ রাধাকে সাজায় লক্ষ্মী সব সখীগণ। ললিতা সাজায় কৃষ্ণ যেন নারায়ণ ॥ ২ ॥ শ্বেত রত্ন সিংহাসনে শুক্ল বিছানায়। রূপার তাসের বস্ত্র যুগলে পরায়॥ ৩ ॥ সুবর্ণ মাণিক যুক্ত বেসর নাসায়। হীরামুক্তা ভূষণেতে শ্রীঅঙ্গ ভূষায় ॥ ৪ ॥ শ্বেতপুষ্প চন্দনেতে সুচারু শোভায়। ধবল অচল আভা হারিল হেতায় ॥ ৫ ॥ সুমন চরণে দিয়া পূজিল গোপিনী। ভোজন করায় গোপী দুগ্ধ রস ছানি ॥ ৬ ॥ ব্রজের পুরাণ রীতি নিশি কোজাগরে। দুগ্ধ দ্রব্য দিয়া পূজা করে ঘরে ঘরে ॥ ৭ ॥ সাক্ষাতে বিখ্যাত কৈল রাধা কৃষ্ণ পূজি। কেমতে কহিব তাহা নাহি বিদ্যা পুঁজি ॥ ৮ ॥ কাঁচা দুগ্ধ মিঠা দুগ্ধ বলকা সুপয়। পাতক্ষীরা মিঠা দিয়া যুগলে খাওয়ায় ॥ ৯ ॥ ঘন ক্ষীর নট ক্ষীরা ক্ষীরে পিস্তা দিয়া। বাদাম ক্ষীরের সহ ছোহারা মিশাইয়া ॥ ১০ ॥ কিসমিস তপ্ত ক্ষীরে দিল ভিজাইয়া। পোস্ত বীজ দুগ্ধ সহ দিল পাকাইয়া ॥ ১১ ॥ তিখুর মীলিত ক্ষীর স্বাদু পরিপাটী। মাখানা ভাজিয়া পয় পুরি দিল বাটি

॥ ১২ ॥ কদু শুম্ব চিরি চিরি দুগ্ধে জ্বাল দিয়া। মিছিরি সহিত দিল শ্রীকৃষ্ণ লাগিয়া ॥ ১৩॥ চিড়ার পায়স আর কাঙ্গনি পায়স। বিরিণির চালু দিয়া পায়স বিশেষঃ ॥ ১৪॥ লাজা তাজা দুগ্ধ দিয়া পুন ভাজা ক্ষীর। খুদের পায়স কৈল হইয়া সুস্থির ॥ ১৫ ॥ শিঙ্গাড়ার বীজ সিদ্ধ করিয়া যতনে। ক্ষীর চিনি দিয়া তাহা করি আওটনে ॥ ১৬ ॥ চিতি পিঠা দুগ্ধ সহ পুলি পিঠা পুন। তিলের করিল ক্ষীর গোপিনী নিপুন ॥ ১৭ ॥ চন্দ্রকান্ত পিঠা রচে কোরা নারিকেলে। মিঠা দুগ্ধ মধ্যে রাখে অতি কুতুহলে ॥ ১৮ ॥ ছানাবড়া পানিতাওয়া মাখন মিছিরি। দুগ্ধ পুরি ক্ষীর রুটি কটরাতে ভরি ॥ ১৯ ॥ সিমাই ভাজিয়া ক্ষীরে জইত্রি সহিত। দুগ্ধের পায়স কৈল কর্পূর মীলিত ॥ ২০ ॥ কাঁচা ছানা ছানা পানা সর ভাজা আদি। মলাই মেওয়ার সহ নাহিক অবধি ॥ ২১ ॥ দুগ্ধে নুক্তি মুগ বড়ি অনেক প্রকার। বেসনের বড়ি ভাজি দুগ্ধ দিল আর ॥ ২২ ॥ বাদাম পিষিয়া ক্ষীরে তুন্দুরে রাখিয়া। এই মত বহু মেওয়া দিল বনাইয়া ॥ ২৩ ॥ ক্ষীর ছাঁচ ক্ষীর পুলি লাডু ক্ষীর ভাজা। দুগ্ধ দিয়া নারিকেল লাডু কৈল তাজা ॥ ২৪ ॥ মুণ্ডি মণ্ডা মনোহরা চাকি বহু ভাঁতি। পাকাকলা ভাজি ক্ষীরে দিল শুদ্ধমতি ॥ ২৫ ॥ দুগ্ধ কলা চালু চূর্ণ গুড় দিয়া তাহে। অতি মনোরম্য ইহা প্রভু তুষ্ট যাহে ॥ ২৬ ॥ কলাএর দধি বড়া ঘোল জীরা দিয়া। বুঁদি দিল দধি মধ্যে হিঙ্গেতে মিশাইয়া ॥ ২৭ ॥ দধি পেড়া রায় তার অনেক প্রকার। খাজা দুগ্ধ দুগ্ধ পেড়া করিল অপার ॥ ২৮ ॥ সাদা দধি মিঠা দধি ক্ষীর দধি ভাল। বিহিদানা দুগ্ধ দিয়া মিঠা মিশাইল ॥ ২৯ ॥ চিরঞ্জি ভাজিয়া ক্ষীরে পায়স করিল। ছানার বুঁদিয়া ভাজি ঘোলেতে রাখিল ॥ ৩০ ॥ দুগ্ধের হালুয়া করে বাদাম বাঁটিয়া। দধি পানা বহু ভাঁতি মসালা ভাজিয়া ॥ ৩১ ॥ জনারার থৈআর ঢেপের খইতে। মিঠা দুগ্ধে মীলাইল যুগলে তুষিতে ॥ ৩২ ॥ আওটন করে দুগ্ধ আধা চিনি তায়। কস্তুরী জলেতে তাহা মন্থন করায় ॥ ৩৩ ॥ নেমস ইহার নাম হিন্দুস্থানে কয়। কেবল গাবীর দুগ্ধে যত বস্তু হয় ॥ ৩৪ ॥ মনক্কা লবন যুক্ত মরীচ সহিত। তাহাতে অম্বল দধি করিল মিশ্রিত ॥ ৩৫ ॥ দধি ছাতু গুড় যুক্ত যবাগুর ক্ষীর। সিখণ্ড মধুর রস মীলাইয়া নীর ॥ ৩৬ ॥

পেসওয়ারি তণ্ডুলের ভাজিয়া পায়স। মধুর রসেতে হইল ভোজনের শেষ ॥৩৭॥
সকলি বনায় গোপী মনে যত ভায়। খাওয়াইয়া প্রাণ নাথে বহু সুখ পায় ॥ ৩৮
॥ যুগলের আজ্ঞা মতে সহ বিনোদিনী। প্রসাদ সেবন করে সকল রমণী ॥ ৩৯ ॥
আচমন করাইয়া তাম্বূল যোগায়। মসালা সৌগন্ধি দিয়া আনন্দ বিলায় ॥ ৪০ ॥
আতর গোলাব গন্ধ চৌষট্টি বিভাঁতি। অবনির এই সংখ্যা সুগন্ধের জাতি ॥ ৪১
॥ ভোজন কৌতুকসাঙ্গ আনন্দ বিলাস। কোজাগরে জাগরণ পরম উল্লাস ॥ ৪২ ॥
নারি কেল জল পানে ব্রত সমাপন। নব বৃন্দাবনে গোপী করে আরাধন। ইতি
কোজা গর লীলা সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ গীত। রাগ ভৈরব। তাল পশতো। শশধর পলায়
কেন কিভয় পাইয়া। চরণ অরুণে বুঝি দিল খেদাইয়া। ধুয়া ॥ ❁ ॥ হেরি
শ্যাম কোলে শ্যাম রাখি লুকাইয়া। মজাইল গোপী গণে প্রভাত করিয়া ॥ ১ ॥
দিতে লাজ বিলজ্জভানু আইল ধাইয়া। ওহে নাথ রাখ ওরে পদে দাবাইয়া ॥
২ ॥ ঘেরি ঘটা দিন করে রাখে ছাপাইয়া। তবু কাঁপে আন করে মোর কানাইয়া
॥ ৩ ॥ যায় কুল যাকু সই নাযাব ছাড়িয়া। হেরিব যুগল পদ সকলে মীলিয়া
॥ ৪ ॥ হিম ঋতু লীলা আরম্ভ ॥ রাগ দীপক চন্দ্রো। তাল মধ্যমান ॥ বর্ষা শর
দ দুই ঋতু করিয়া বিহার। হিম ঋতু লীলা পূর্ণ করেণ সঞ্চার ॥ ১ ॥ দুই মাস
হিম ঋতু অতি সুখ দায়ী। বৃন্দাবনে মহা লীলা করেণ কানাই ॥ ২ ॥ কুঞ্জে কু
ঞ্জে লীলা স্থান নূতন বনাই। দাস দাসী দেবা দেবী দিতেছে বনাই ॥ ৩ ॥ রতি
কাম অগণিত প্রেমেতে বাড়াই। লেপন করিল কুঞ্জ করি চতুরাই ॥ ৪ ॥ যার কে
লি কথা বেদ ভেদনাহি পাই। চারিখণ্ড এইখেদে হইল তথাই ॥ ৫ ॥ শব্দাতীত
যার নাম শব্দে স্থির নাই। অদ্যাবধি বহু শব্দ তত্বে নহে স্থায়ী ॥ ৬ ॥ ইঙ্গিতে
ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে যেগোসাঁই। নর ঘরে নর হৈয়া লীলার বড়াই ॥ ৭ ॥ অষ্টাদ
শ সিদ্ধি আদি ইঙ্গিতে রচাই। স্বর্গ মর্ত্য ভক্তজনে দিলেন বিলাই ॥ ৮ ॥ তাহা
র লীলার স্থান আর রোস নাই। ইহার উপমা ভবে ভাবিয়া নাপাই ॥ ৯ ॥ অষ্ট
পদি সাঙ্গ ॥ রাগ দীপক। তাল যথারুচি ॥ বাহিরে হিমের কণা শীতল করিল।
চারিপক্ষ কুঞ্জবনে রহিতে হইল ॥ ১॥ জড়াজড়ি গলাগলি এক স্বামী সঙ্গে। স্বর্গ

লতা বেড়ি রহে তমালের অঙ্গে ॥ ২ ॥ ততোধিক রাধা সহ সব গোপী গণ। কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ করি শীত নিবারণ ॥ ৩ ॥ একা মোর কৃষ্ণ চাঁদ গোপী চকোরিণী। নীল পদ্ম কৃষ্ণচন্দ্র গোপী ভ্রমরিণী ॥ ৪ ॥ কমল কাননে যেন প্রভাতে তপন। প্রফুল্ল নলিনী গোপী হেরিয়া চরণ ॥ ৫ ॥ বহ্নিকুণ্ড বেড়িয়েন নিবারিছে শীতে। কৃষ্ণ কুণ্ড বেড়ি গোপী হিমরাজে জিতে ॥ ৬ ॥ কুহুর নিশিতে যেন উডুপ শোভায়। গোপিনী তারার মালা কৃষ্ণ কুহূতায় ॥ ৭ ॥ কাদম্বরী মাধ্বী গৌড়ী পৌষ্টিকা সৌবীর। রস মধ্যে সুধার সমান ইহা স্থির ॥ ৮ ॥ রতন ভাজনে ভরি দিছে মুখে তুলি। প্রসাদ লইয়া গোপী করে বহু কেলি ॥ ৯ ॥ পানা নন্দ ধ্যানা নন্দ যাহার লাগিয়া। সেকরে মানুষী লীলা রসিকা লইয়া ॥ ১০ ॥ খাদ্য খাদ্য দ্রব্য যত দেহ সুখ জন্য। প্রভুকে করিতে বশ মন মাত্র ধন্য ॥ ১১ ॥ হিমের কৌতুক লীলা অতি গোপনীয়। অদ্যাবধি কুলাচারী সাধে সাধনীয় ॥ ১২ ॥ স্থূল ভুল তাহে মাত্র স্বয়ং ব্রহ্ম মানে। সব নারী সব নর হর গৌরী ভানে ॥ ১৩ ॥ সখী ভাবে কুলাচার যরে আচরিবে। কৃষ্ণের শরণ সুখ সেজন পাইবে ॥ ১৪ ॥ জাতি কুল নাহি চান কৃষ্ণ গুণমণি। দিলে মন পায় মন এই গুণ শুনি ॥ ১৫ ॥ কত ভাঁতি আবেশেতে নাহয় বিহার। উনমত্ত দশা এই প্রেমে চমৎকার ॥ ১৬ ॥ ভয় ধর্ম্ম লজ্জা কার্য্য সহজে ত্যজিল। সহজ ভাবের বৃদ্ধি হইতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ স্নেহ ভীমে মহা ভীম দিল খেদাইয়া। এক শেলে পক্ষীগণে আনিল ঘেরিয়া ॥ ১৮ ॥ ঈশ্বরের লীলা মাত্র দেখাইতে লোকে। গুপ্ত লীলা প্রকাশিলা আনন্দ কৌতুকে ॥ ১৯ ॥ এক কৃষ্ণ বহু গোপী দিয়াছিল মন। তটস্থ স্বরূপ রূপ হেরিল তখন ॥ ২০ ॥ সেই মত কলিকালে মীলি ভক্ত জন। কৃষ্ণ লীলা রস পান কর সর্ব্বক্ষণ ॥ ২১ ॥ লিখিতে ব্রজের লীলা যত মনে হয়। সেই সত্য সেই সত্য বুঝিবা নিশ্চয় ॥ ২২ ॥ পুরাণ প্রমাণ নহে রচনা প্রমাণ। কৃষ্ণ গুণ গান যথা তথা বিদ্যমান ॥ ২৩ ॥ শ্লোক ॥ যত্র যত্রাপি মদ্ভক্তাঃ কুর্ব্বন্তি মম কীর্ত্তনং। বসামি সর্ব্বদা তত্র রক্ষামি চ নিরন্তরং ॥ শ্লোক সাঙ্গ ॥ ● ॥ কত স্তম্ভে কত গোপী দেখি দাঁড়াইয়া। এক কৃষ্ণ একে একে দিলেন ভুবিয়া ॥ ২৪ ॥ এইমত লীলা করি আরামে বিরাম।

জগত হিতের কথা শুণ অনুপম ॥ ২৫ ॥ শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করে করে কর ধরি। দ্রব্য গুণ দৈব গুণ কহহে মুরারি ॥ ২৬ ॥ কোন গুণে তুমি একা এত শক্তি ধর। কোন দৈবে সুরা সুর সব জব্দ কর ॥ ২৭ ॥ সামান্য পশুর মত সর্ব্ব জীব গতি। চারিফল ছাড়া সদা কুকর্ম্মেতে মতি ॥ ২৮ ॥ জন্ম মৃত্যু সত্য দশা সর্ব্বত্র সমান। ইতি মধ্যে চারিফল সাধিতে সাধন ॥ ২৯ ॥ রসকালে রস কথা হিতের কারণ। কৃপাকরি কহ কৃষ্ণ মঙ্গল লক্ষণ ॥ ৩০ ॥ হিত বাণীকহে কৃষ্ণ শুণ সর্ব্বজনে। কীর্ত্তন করিবে জীব শরীর পালনে ॥ ৩১ ॥ পিতা মাতা হৈতে জন্ম এই সদা রীত। শিশুর পালন কার্য্য সুর জনে হিত ॥ ৩২ ॥ উদরে বালক যবে ধরিবে রমণী। সেই ক্ষণাবধি হিতে হইবে সন্ধানি ॥ ৩৩ ॥ রতি সঙ্গ কুভোজন ক্লেদ স্থানে বাস। যেবা নারী করে ইহা তারে ঘটে ত্রাস ॥ ৩৪ ॥ ভাল গর্ভে যেই জন করে আগমন। প্রসব কালেতে বৈদ্য চাহি বিচক্ষণ ॥ ৩৫ ॥ পরস্পর অভ্যাসেতে যেজন নিপুন। সেই কর্ম্ম তার স্থানে করিবা গ্রহণ ॥ ৩৬ ॥ কোন জাতি নর নারী হয় গুণ বান। তাহাকে তুষিয়া গর্ভ করিবা মোচন ॥ ৩৭ ॥ ভূমেতে নির্গত জীব হবে যেইক্ষণে। তদবধি বৃদ্ধি তার একুশ গণনে ॥ ৩৮ ॥ মনুষ্যের ভোগ জন্য সর্ব্ব বস্তু হয়। যাবৎ কৃষ্ণের নহে ভিন্ন জানি কয় ॥ ৩৯ ॥ অতএব শুণ রাধা দীক্ষা কর্ম্ম তার। জন্মমাত্র সেইকালে করিবা সংস্কার ॥ ৪০ ॥ শুদ্ধ তীর্থ জল দিয়া করাইবা স্নান। কৃষ্ণের চরণামৃত নিরন্তর পান ॥৪১ ॥ বন্ধুবর্গ সবে মীলি মনেকরি ধ্যান। কৃষ্ণ পাদপদ্ম মধ্যে করিবা অর্পণ ॥ ৪২ ॥ দিনে দিনে বৃদ্ধি তার হইবে যেমন। একনাথে দৃঢ় ভক্তি শিখাবে সঘন ॥ ৪৩ ॥ বর কন্যা সম বয়ো মনো মীলাইয়া। বিবাহ করিবে সাঙ্গ প্রতিজ্ঞা করিয়া ॥ ৪৪ ॥ তোমার আমার প্রেম শুণিয়া যুগলে। যুগলে করিবে সুখ চিন্তি পদতলে ॥ ৪৫ ॥ মোর মন যদবধি লইল মোহিনী। সেই হৈতে মন চাহি শুণল সজনী ॥ ৪৬ ॥ বহু যুগ হতগত বেদবিধি যত। কলি যুগ প্রেম কলি হবে প্রফুল্লিত ॥ ৪৭ ॥ মালিকের পূজা ভিন্ন অন্য পূজা নাহি। বৈষ্ণব একই জাতি হয় সম দেহী ॥ ৪৮ ॥ বৈষ্ণবে পালিবে ধর্ম্ম আজ্ঞা অষ্টাদশ। পালিবে সকলে মীলি শুণহ ক্রমশ ॥ ৪৯ ॥ একই মালিক নিত্য নিশ্চয় জানিবা।

কর্ত্তা ভিন্ন অন্য দেবে কভু নাভজিবা॥ ৫০ ॥ প্রভুর চরণ রজ তেজেতে তপন। শেষ সৃষ্টি এই দিনে হয় সমাপন॥ ৫১ ॥ অতএব প্রতি রবিবারে জীবগণ। অন্য ধর্ম্ম ছাড়ি সদা করিয়া কীর্ত্তন॥ ৫২ ॥ পিতা মাতা গুরুজনে সদা হবে নত। এক ভার্য্যা এক স্বামী এই ধর্ম্ম রীত॥ ৫৩॥ চুরি ডাকা হাপ্য হারী কভু নাকরিবা। আত্ম হত্যা পর হত্যা অবশ্য ত্যজিবা॥ ৫৪ ॥ দুঃখিত ধার্ম্মিক জনে দয়া আচরিবা। সুসার বিষয়ে ত্রুটি সতত ছাড়িবা॥ ৫৫॥ কৃষ্ণ প্রতি মন দিতে জীবের সৃজন। পরস্পর সর্ব্ব জীবে নাদিবা বেদন॥ ৫৬॥ কূট মিথ্যা সাক্ষী জীব নাদিবে কথন। পর দ্রব্যে লোভ করা নিতান্ত বারণ॥ ৫৭॥ কদাচিৎ কোন কর্ম্মে মিথ্যা নাকহিবা। প্রতিজ্ঞা পালন জন্য সাবধান হবা॥ ৫৮ ॥ পণ রাখি জুয়া খেলা কভু নাখেলিবা। হিংসা আদি দুষ্ট কর্ম্ম যতনে ছাড়িবা॥ ৫৯ ॥ যাতে মাতোয়ালা মন হয় দ্রব্য দোষে। হেন ভোজ্য পেয় দ্রব্য ত্যজিবে বিশেষে॥ ৬০ ॥ পরস্পর সব জীব সহোদর মত। মীলিয়া পালিবে ধর্ম্ম দুষ্টে করি হত॥ ৬১॥ যাবৎ শরীর ভাল থাকিবে মহীতে। উপার্জ্জন শ্রম করি খাইবে তাবতে॥ ৬২॥ মনুষ্যের ভোগ জন্য স্থাবর জঙ্গম। কর্ত্তার নহেক তাহে হয় মনোরম॥ ৬৩॥ আচার চিত্তের ফল পাপে প্রায়শ্চিত্ত। করিতে রহিত ইহা জান সবে সত্য॥ ৬৪॥ বৈষ্ণবের ধর্ম্ম সুখ প্রভুর স্মরণ। নরনারী সমতুল্য ধর্ম্ম আচরণ॥ ৬৫॥ অষ্টাদশ স্থূল আজ্ঞা শুনি গোপীগণে। লিখিল সারদা সখী জানাইতে জনে॥ ৬৬॥ শ্রীমতী হাসিয়া কয় শুন রসরাজ। গর্ব্বতী হৈলে মোরা পাব অতিলাজ॥ ৬৭॥ কৃষ্ণ কহে দাস দাসী যতেক আমার। জন্ম মৃত্যু জরাআদি রহিত বিকার॥ ৬৮॥ মনোমত কথা শুনি নূতন বিহারে। ডুবিল সকল গোপী সুরস সাগরে॥ ৬৯॥ এইরূপে হিমলীলা করিলেন সাঙ্গ। অধিক রচিবা ভক্ত সুধার প্রসঙ্গ॥৭০॥ হিম ঋতু লীলাসাঙ্গ॥ ●॥ গীত। রাগিণী অহং। তাল পশতো। জানিহে শ্যাম গুণ ধাম তোমায় কেচিনেছে। যেজন পাদ পদ্ম সুধা হৃদে সদা মন দিয়াছে॥ ১॥ শুণহে ধীর ভাব্য স্থির তোমায় কেকর্য্যাছে। যেজানে মর্ম্ম ধর্ম্ম কর্ম্ম শর্ম্ম সেই ত্যজেছে॥ ২॥ লীলা অপার বুঝাভার তাহা যেজান্যাছে। তাহাতে ভক্তি মুক্তি

ভক্তি শক্তি সব পায়্যাছে ॥ ৩ ॥ হইয়া নিপুন তব গুণ রল কেবুঝ্যাছে । যেজন্য ত্রিভঙ্গ অঙ্গ অঙ্গরঙ্গে কান কাটিছে ॥ ৪ ॥ গীত সাঙ্গ ॥ শিশির ঋতু লীলা আরম্ভ ॥ রাগ হিণ্ডোল । তাল আড়াতেতালা ॥ হিমঋতু দুইমাস করিয়া বিহার । শিশির ঋতুর লীলা করেণ সঞ্চার ॥ ১ ॥ কিকব সুখের কথা মহিমা অপার । মানসে ভাবিলে লীলা হয় চমৎকার ॥ ২ ॥ পাইয়া লীলার সুখ নেহারিছে পদ । গোপিনী রমণী সব প্রেমে গদ গদ ॥ ৩ ॥ প্রেমে পুলকিত হইয়া কহিছে নিতান্ত । পূরাও মনের আশ ওহে গোপী কান্ত ॥ ৪ ॥ রাঙ্গাইয়া মলমল তুলা ভরি তায় । অঙ্গ বস্ত্র বনাইয়া সবে দিল গায় ॥ ৫ ॥ কস্তুরী লেপন অঙ্গে শীত নিবারণ । পরীধান চীরআদি রঙ্গ জাফরাণ ॥ ৬ ॥ মিনাকারী ইট দিয়া নিকুঞ্জ রচিল । নানাবিধ বস্ত্রে তাহে শয্যানির্মিল ॥ ৭ ॥ রতন ভাজনে রাখে সূর্য্য কান্ত মণি অনল অধিক তেজ হেন নাহি শুণি ॥ ৮ ॥ মেওয়া পক্ব মৃত পক্ক খাদ্য আয়োজন । গরম মসালাযুক্ত তাম্বুল চর্ব্বণ ॥ ৯ ॥ রোগ শোক তাপ ক্লেশ এখানে রহিত । কৈবল্য অধিক সুখ শিশিরে বিহিত ॥ ১০ ॥ রমণীর শ্রেষ্ঠ সুখ সুকান্ত সঙ্গম । দৈবগুণে কোলে তার কান্ত মনোরম ॥ ১১ ॥ এক বৃক্ষে বিহঙ্গমা রাত্রে করেবাস । তরুর মধ্যেতে মীলি করিছে বিলাস ॥ ১২ ॥ সেই মত শিশিরের ঋতু নিশিমত । থাকি শ্যাম তরুবরে গোপিনী সহিত ॥ ১৩ ॥ দুইমাস কুঞ্জলীলা শিশির ভরিয়া । অপার আনন্দ সুখ কৃষ্ণকে লইয়া ॥ ১৪ ॥ ভবিষ্যৎ হিতবাক্য প্রসঙ্গ চলিল । শুণি শুণি গোপীগণ হাসিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥ চক্র সিংহাসনে কৃষ্ণে গোপী বসাইয়া । করে করে ঘুরাইছে শ্রীমুখ হেরিয়া ॥ ১৬ ॥ ত্রিপদি ॥ শ্রীকৃষ্ণ উক্তি ॥ দ্বিজ করি পদাঘাতঃ বৃদ্ধতেজে হইল হতঃ কলিকালে দ্বিজের লাঞ্ছনা । তন মন সঁপি মোরেঃ শতশত ত্রুটি করেঃ তবু তার বৈষ্ণব গণনা ॥ ১ ॥ অন্য দেব উপাসকঃ মোরে তারা বৈমুখঃ রামদাস বৈষ্ণব কেবল । গাবে রাধা কৃষ্ণ কেলিঃ আনন্দেতে বাহু তুলিঃ অন্যকর্ম্ম বৈষ্ণবে বিফল ॥ ২ ॥ কলির হইবে বৃদ্ধিঃ বাড়িবে অসৎ বুদ্ধিঃ দুষ্ট জীব মজিবে তাহাতে । কৃষ্ণসেবা সুখত্যজিঃ আত্ম সুখ সদা ভজিঃ রোগ শোক ভোগ আচম্বিতে ॥ ৩ ॥ তথাচ জীবের তরেঃ বহু ভক্ত অবতারেঃ উপ

দেশ করিবা প্রদান। পশ্চিমেতে ইচ্ছা মনিঃউত্তরে কবীর গুণীঃ পূর্ব্ব দিগে শ্রীরাম শরণ ॥ ৪ ॥ দক্ষিণে বল্লভ নামেঃ মনোরম গুণ ধামেঃ মোর তত্ব করিবা বাখান। বালক উদ্ধব আদিঃ বহু ভক্ত নানাবিধিঃসত্য নাম করিবেক গান ॥ ৫ ॥ ত্রিগুণে হইবে ভেদঃ ভেদ ভাবে হবে ছেদঃ অহং সিদ্ধি ইহারি ঘোষণা। শঙ্কর ব্যাসের কথাঃ দুষ্ট জীব করি গাথাঃ দুই পক্ষ করিবে রচনা ॥ ৬ ॥ কেহ পঞ্চ মুদ্রা সারঃ কেহ গাঁজা ভাঙ্গ সারঃ কেহ করিবেক সর্ব্বাচার। এই রূপে বহু পন্থঃ কেকরে তাহার অন্তঃ অন্তে তার হইবে সংহার ॥ ৭ ॥ অষ্টাদশ আজ্ঞা নিত্যঃ পালিবে বচন সত্যঃ তার মাত্র হইবে উদ্ধার। সুজন বৈষ্ণব সেইঃ দুই পক্ষে সদা জয়ীঃ মুক্তি ধাম কারণ তাহার ॥ ৮ ॥ ধর্ম্মা ধর্ম্ম বিচারেতেঃ এক দিন অবনিতেঃ হইবে ক ধর্ম্ম আদালত। সদা গুরু সাধু জনঃ সঙ্গে করি আগমনঃ বিচার করিব হিতা হিত ॥ ৯ ॥ গৌরাঙ্গ আসিয়া গোরাঃ আনিবে জাহাজে ভরাঃ সেই গোরা করিবে শাসন। ব্যক্ত হবে সার কথাঃ ঘুচিবে জীবের ব্যথাঃ শুদ্ধ আজ্ঞা করি আচরণ ॥ ১০ ॥ শুণ রাধা প্রিয়সিনীঃ কলির রমণী ফণীঃ মত প্রায় দংশিবেক জনে। ইহার ঔষধ ধর্ম্মঃ ধর্ম্ম হৈতে মোর মর্ম্মঃ ত্রাণ পাবে আমার স্মরণে ॥ ১১ ॥ শুনি গোপী মৃদু হাসেঃ ইঙ্গিত বদনে ভাষেঃ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান। তিন কালে পাপ তাপঃ কৃপা বিনা নাহি মাফঃ জানা গেল নিগূঢ় সন্ধান ॥ ১২ ॥ গোপিনী নাগিনী দংশীঃ গৌর বরণ ধ্বংসীঃ কাল অঙ্গ গোপিনী করিল। বিষের ঔষধ বিষঃ তুমি থাক স র্ব্ব দিশঃ ভয় কথা মনে নালাগিল ॥ ১৩ ॥ হরি মন মান নিলঃ কহি গোপী উথ লিলঃ পুন মান পাইলে যেমন। ততোধিক সুখ রঙ্গঃ করিলেন কৃষ্ণ সঙ্গঃ কিবা কব সেকাল কেমন ॥ ১৪ ॥ আপদ সম্পদ কালঃ যাহা হইতে হয় ভালঃ উপদেশ রচিল গোপিনী। প্রভু প্রতি স্তুতি কার্য্যঃ কায়মনে এই ধার্য্যঃ নানা ভাঁতি করিল গাথনি ॥ ১৫ ॥ ভাষাতে বিবিধ স্তুতিঃ অনায়াসে সর্ব্ব জাতিঃ পাঠ করি হইবে উদ্ধার। গোপিনী রচিল যাহাঃ মন দিয়া শুণ তাহাঃ সর্ব্ব দুঃখে পাইবে নিস্তার ॥ ১৬ ॥ প্রভাত কালের স্তুতি আরম্ভঃ ॥ পয়ার ॥ রাগিণী প্রভাতি। তাল যথা রুচি ॥ গত নিশি নিদ্রা যোগে নাভজি তোমায়। তথাচ করিলে রক্ষা কৃপাতে

আমায় ॥ ১ ॥ প্রভাত হইল এবে চৈতন্য উদয়। তব পদে মন থাকে হওহে স
দয় ॥ ২ ॥ ত্রাহি ত্রাহি দীন নাথ করাল বিষয়। এখনি ঘেরিবে আসি নাদেখি
উপায় ॥ ৩ ॥ মম বুদ্ধে ভাল হইতে নিতান্ত সংশয়। কিঞ্চিৎ করুণা দানে বি
তর অভয় ॥ ৪ ॥ মম মনে যত আশা বিষ উপচয়। পলে পলে তনু খানি করিতে
ছে ক্ষয় ॥ ৫ ॥ ইহাতে মঙ্গল চিন্তা করুণা সহায়। কুসঙ্গ বারণ করি রাখ নিজ
পায় ॥ ৬ ॥ শুদ্ধ করি মন প্রাণ রাখহ সেবায়। দিনে দিনে যেন আর ব্যথা
নাহি দেয় ॥ ৭ ॥ সৎসঙ্গে অদ্য রঙ্গে তোমার কথায়। এই কৃপা কর নাথ এ
তে কাল যায় ॥ ৮ ॥ পুরাতন পাপ মোর ঘোরতর দায়। পিতা নাকরিলে রক্ষা
আর কব কায় ॥ ৯ ॥ ক্ষমা কর অপরাধ রাখ রাঙ্গা পায়। স্তুতি করি নাহি শ
ক্তি পাপ রসনায় ॥ ১০ ॥ প্রতি দণ্ডে দণ্ড কর মরি তাড়নায়। কুমতি ইহার মূল
কুসঙ্গে মজায় ॥ ১১ ॥ অমৃত বল্লভ নাম সত্য সঙ্গ তায়। ভরসা বিঠল গুরু সু
খের আশ্রয় ॥ ১২ ॥ চেতন চৈতন্য দেহি দীনে ভিক্ষা চায়। দানের মালিক তু
মি কর যাহা ভায় ॥ ১৩ ॥ তব ভক্ত পদে মন যেরূপে মিশায়। মম দেহে এই বু
দ্ধি কভু নাঘাটায় ॥ ১৪ ॥ মোহেন পাতকীজনে উদ্ধার করায়। পতিত পাবন বি
না নাহি সর্ব্বদায় ॥ ১৫ ॥ এক বিন্দু দানে সিন্ধু কভু নাশুকায়। সেই বিন্দু লাগি
দাস আছে ভরসায় ॥ ১৬ ॥ প্রভাত কালের স্তুতি সাঙ্গ ॥ মধ্যাহ্ন কালের স্তুতি
আরম্ভ ॥ ❁ ॥ রাগিণী সারঙ্গ ॥ তাল যথারুচি ॥ ত্রিপদি ॥ ❁ ॥ ভুলি পদ বরঃ
গত দুইপরঃ পক্ষ যাম আয়ু হত। মন আশাচয়ঃ বিষয়েতে লয়ঃ যাতে দুঃখ অ
বিরত ॥ ১ ॥ তথাচ আহারঃ দিছ অনিবারঃ সুধারিতে নিজ সুত। আমিহে দুর
ন্তঃ নাহি হই শান্তঃ কৃপা করি কর হিত ॥ ২ ॥ বাকী দুই পরেঃ প্রেম সরোবরেঃ
ডুবায়্যা শিখাও রীত। তুমিহে জনকঃ তুমিহে তারকঃ তোমাতে থাকুক চিতঃ
॥ ৩ ॥ যদি বাঁচাইলেঃ রাখ পদ তলেঃ বাকি কাল মোর যত। ত্রাহি ত্রাহি হরিঃ
তুমিহে কাণ্ডারীঃ রক্ষ রক্ষ ওহে তাত ॥ ৪ ॥ মধ্যাহ্ন সময়ের স্তুতি সাঙ্গঃ॥
সন্ধ্যাকালের স্তুতি আরম্ভঃ ॥ রাগিণী পূরবী। তাল যথা রুচি ॥ ❁ ॥ আরামের
জন্য নিশি আসি উপস্থিত। এহেন দুঃখের কালে হব সুখান্বিত ॥ ১ ॥ অতএব

নিবেদন করি প্রভুপায়। নিত্য সুখ কৃপা বিনা নাঘটে আমায় ॥ ২ ॥ দাস অনু দাস করি রাখহ সেবায়। দুরাচার কর্ম্মে যেন নিশি নাসজায় ॥ ৩ ॥ শুদ্ধ মনে চিন্তামণি চরণ দুখানি। ভাবিয়া জুড়াই প্রাণ দুর্ল্লভা রজনী ॥ ৪ ॥ কখন আসিয়ে কাল লবে যমালয়। তখন উপায় দেহে নাহয় সহায় ॥ ৫ ॥ তোমার শরণ বিনা পাপে মুক্তি নাই। শরণ লইতে বাধা রহিল জড়াই ॥ ৬ ॥ বল বুদ্ধি শ্রম জনে না করে সুসার। কেবল সুসার কর্ত্তা করুণা তোমার ॥ ৭ ॥ এনিশি চেতনে প্রভু থাকি যতকাল। তব পদে মন রাখি ছাড়িয়া জঞ্জাল ॥ ৮ ॥ এই আশা পূর্ণ কর পতিত পাবন। নিতান্ত পতিত আমি অতি অভাজন ॥ ৯ ॥ নিদ্রায় যাবৎ কাল হইবে যাপন। স্বপনেতে তব পদ হেরুক নয়ন ॥ ১০ ॥ কাতর তারণ প্রভু দয়া কর মোরে। ধন্য মান্য তব কৃপা এতিন সংসারে ॥ ॥ ত্রাহি ত্রাহি দীননাথ মায়া তমো ঘোরে। তোমা বিনা বন্ধু নাই ত্রাণ করিবারে ॥ ১২ ॥ পালন করিয়া দেহ মনুষ্য করিলে। এতনু বৃথায় যায় তুমি নাহেরিলে ॥ ১৩ ॥ অকৃতি যদ্যপি হই তবু তব সুত। অপরাধ ক্ষমা কর পাপেতে ডুবিত ॥ ১৪ ॥ ভব কারাগারে থাকি ভুগিনু সাজাই। ইহাতে করিলে মাফ তোমারি বড়াই ॥ ১৫ ॥ এই নিশি তব ধ্যানে আনন্দে কাটাই। জগৎ পিতার কাছে এই ভিক্ষা চাই ॥ ১৬ ॥ সন্ধ্যাকালের স্তুতি সাঙ্গঃ ॥ ● ॥ রোগীর স্তুতি আরম্ভ ॥ রাগ যথারুচি ॥ তাল যথা ॥ হেকর্ত্তা পরম বন্ধো দুঃখেকর ত্রাণ। তবপদ ভুলিএবে ব্যাধির ভোগন ॥ ১ ॥ অপরাধ মত শাস্তি হইল উচিত। তোমার স্মরণ জন্য মানিল বিহিত ॥ ২ ॥ তুমি বিনা আর নাহি উদ্ধারিতে মোরে। ব্যাধির ব্যথায় মন ফেলে দূরে জোরে ॥ ৩ ॥ অন্তিম সময়ে প্রভু ভুলিলে তোমায়। পুন আর জুড়াইতে নাহিক উপায় ॥ ৪ ॥ ত্রাহি ত্রাহি মহা কর্ত্তা দেহিমে আশ্রয়। জীর্ণ পাপ দূর করি ওপদ সহায় ॥ ৫ ॥ পাপ মত শাস্তি এবে দেখ বিদ্যমান। অধিক করিতে আর নাহি নিবারণ ॥ ৬ ॥ ক্ষমা গুণে ক্ষমা কর এই নিবেদন। লইনু শরণ আমি পতিত পাবন ॥ ৭ ॥ যদি ইচ্ছাহয় মোরে এলোকে রাখিতে। দেহের বেদনা দূরকরহ ত্বরিতে ॥ ৮ ॥ যাবৎ বাঁচায়্যা রাখ ধরণী ভিতরে। ভুলিয়া তোমার পদ নামজি সংসারে ॥ ৯ ॥ অধ

র্ম্মেতে যেন মন নাহি যায় পুন । তোমারে বিশ্বাস করি পালিব জীবন ॥ ১০ ॥ ত্রাহি ত্রাহি মহা কর্ত্তা ক্ষম অপরাধ । আনন্দে চরণ সেবি এই মনে সাধ ॥ ১১ ॥ মুস্কিলে পড়িয়া প্রভু ডাকিহে তোমায় । রক্ষ রক্ষ দীন নাথ ঘোর ব্যাধি দায়॥ ১২ ॥ যদি ইচ্ছা হয় প্রভু এতনু রাখিতে । পাপ হৈতে মুক্ত কর জীবন থাকিতে ॥ ১৩ ॥ শরীর করিয়া ত্যাগ যাই তব আগে । তব পদ সেবা করি সদা অনু রাগে ॥ ১৪ ॥ মোর মন প্রাণ তব সদাই নিশ্চয় । তথাপি করুণা নিধি নাহি যায় ভয় ॥ ১৫ ॥ তোমার সৃজন দাস নাজানে বিনয় । যাকর করুণা নিধি তুমি কৃপা ময় ॥ ১৬ ॥ পাপ তাপ হৈতে মুক্ত কর দীন নাথ । কায় মন বাক্যে প্রভু করি প্রণি পাত ॥ ১৭ ॥ তব কৃপা সুসংযোগ কবে হবে মোরে । দারুণ ব্যথায় মরি রক্ষ ত্বরা করে। ॥ ১৮ ॥ অন্তর বাহিরে প্রভু ব্যথা সর্ব্বক্ষণ । দেহিমে শরণ প্রভু ত্রিতাপ ভঞ্জন ॥ ১৯ মরণ নিশ্চয় জানি তবু নাহি ভজি । অনিত্য সুখের লাগি কুসঙ্গেতে মজি ॥ ২০ ॥ সৎ গুরু তব পুত্র মোর ত্রাণ কারী । গুরু সত্য এই বাণী তরণে কাণ্ডারী ॥ ২১ ॥ গুরুর আশ্রয়ে থাকি এই কৃপা মাগি । জয় জয় প্রভু সত্য গুরু অনু রাগী ॥ ২২ ॥ গুরু পারি শদ তব তুমি সর্ব্ব সার । তিনে এক একে তিন ভিন্ন নাহি আর ॥ ২৩ ॥ সত্য সত্য মহা প্রভু সত্য নারায়ণ । দীন হীন ক্ষীণ আমি অতি অভাজন ॥ ২৪ ॥ কায় মন বাক্য দোষ কর নিবারণ । কাতর হইয়া প্রভু লইনু শরণ ॥ ২৫ ॥ রোগীর স্তুতিসাঙ্গ । সত্য আচরণের স্তুতিআরম্ভ । ওহেপ্রভু নিত্যসত্য আমার রক্ষক । মিথ্যাব্যালে ঘেরিমোরে হইল ভক্ষক ॥ ১ ॥ ইহার ঔষধ সত্য বাণী আচরণ । তাহাতে নামজেমন কুসঙ্গ কারণ ॥২॥ সত্যের প্রসাদবিনা সত্য লাভার । অতএব সত্যবিনা নাহিক নিস্তার ॥ ৩ ॥ সত্যধর্ম্ম দীনপ্রতি করিবারে দান । তুমি সত্য সর্ব্বেশ্বর সদা দীপ্তবান ॥ ৪ ॥ করুণা অপাঙ্গে প্রভু হের একবার সত্যবলি সত্যেচলি যুইহে উদ্ধার ॥ ৫ ॥ তবকৃপা বিনা যত যত্ন বাঞ্ছা করি । মিথ্যা বিষে করিবাস দিবা বিভাবরী ॥ ৬ ॥ সত্যধর্ম্ম দানদিয়া করি নিজদাস । অষ্টযাম সত্যে থাকি এই মোরআশ ॥ ৭॥ সর্ব্বকর্ম্মে সর্ব্বকাল সত্য আচরণে । যেরূপে থাকিতে পারি কর নিজ গুণে ॥ ৮ ॥ মিথ্যার সাগরে ডুবি ভাসি পাপ ঘাটে ।

দুঃখে পড়ি ভারদিল কর্ত্তার নিকটে ॥ ৯ ॥ তোমাবিনা আরনাই সহায় আমার। রক্ষরক্ষ দীননাথ দোহাই তোমার ॥১০॥ সত্য আচরণের স্তুতিসাঙ্গ ॥*॥ গীত। রাগ ছায়ানট। তাল খেমটা ॥ সত্যবল সঙ্গেচল এই সার কথা। সাধু সঙ্গে থাক রঙ্গে দূরে যাবে ব্যথা ॥ ১ ॥ সত্য মিথ্যা দুই বস্তু মাখা আছে হেতা। সত্য ক্ষীর পানকর হংস রীতি যথা ॥ ২ ॥ নিতান্ত মরণ সত্য মিথ্যা বলবৃথা। সত্য বল্যা যাও চল্যা নিত্য সুখ যথা ॥ ৩ ॥ সত্য আচরণের গীত সাঙ্গ ॥ * ॥ ব্যাধি মুক্তির স্তুতি আরম্ভ ॥ রাগ তাল যথা রুচি ॥ * ॥ আশার সংসারে প্রভু রাখি পুনরায়। দেহের বেদনা দূর হইল কৃপায় ॥ ১ ॥ ধন্য ধন্য তব কৃপা এছার পামরে। কিদিয়া তুষিব নাথ ভাবিত অন্তরে ॥ ২ ॥ মন প্রাণ আদি যত আছে এই ঘটে। সঁপিয়া দিলাম নাথ তোমার নিকটে ॥ ৩ ॥ এই ক্ষণে নিবে দন শুণ দীন বন্ধু। অপরাধ ক্ষমা কর করুণার সিন্ধু ॥ ৪ ॥ যাবৎ ধরণী মধ্যে থাকে তব দাস। পাপ ত্যাগ করি সদা ভবে করি বাস ॥ ৫ ॥ দিবা নিশি তব গুণ গাই ভক্ত সঙ্গে। নাথের শরণে থাকি কাল কাটি রঙ্গে ॥ ৬ ॥ মরণ নিশ্চয় তাহে যমের যাতনা। তব পদ ধ্যান বিনা বিপদ যন্ত্রণা ॥ ৭ ॥ ভূত বর্ত্তমান গতি শুনিয়া দেখিয়া। তথাচ আমার মতি রহে পাসরিয়া ॥ ৮ ॥ ত্রাহি ত্রাহি মহা কর্ত্তা রাখ পদতলে। কুসঙ্গ ছাড়াও প্রভু নিজ কৃপা বলে ॥ ৯ ॥ তোমার তোষণ কর্ম্ম অভ্যাস করিয়া। ত্বরায় চরণ সেবা স্বর্গে করি গিয়া ॥ ১০ ॥ তুমিসত্য সত্য নাম এই সার শুণি। গুণের মহিমা সীমা দিতে নাহি জানি ॥ ১১ ॥ তোমার চরণে দৈবী দেখি অদ্ভুত। জীবন তাহার ধন্য যেজানে ত্বরিত ॥ ১২ ॥ বিশ্ব রূপ তব সৃষ্টি যেরূপ হইতে। পূর্ণ্ণ কর মম আশা সেরূপ দেখিতে ॥ ১৩ ॥ মরণান্তে তব রূপ দেখিব নয়নে। এমন সুদিন প্রভু কবে হবে দীনে ॥ ১৪ ॥ এক বিন্দু কৃপা দান কর নিজ জনে। বিষয় জাঁতায় যেন নামরি পেষণে ॥ ১৫ ॥ সঙ্কটে উদ্ধার নাথ কৈলে নিজ গুণে। সেই গুণে পুন কৃপা কর দীন হীনে ॥ ১৬ ॥ মন প্রাণ সদা মোর তোমার সেবায়। আনন্দে নিযুক্ত থাকে হইয়া নির্ভয় ॥ ১৭ ॥ হিতাহিত নাহি বুঝি জনম বিফল। কৃপা করি এবে নাথ করহ সফল ॥ ১৮ ॥ দিবা নিশি হিত কর্ম্ম করি

অনুরাগে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ কৃপা সদা মনে জাগে॥ ১৯॥ পতিত জনারে নাথ এত দয়াকরি। পতিতপাবন নাম তিনলোকে ভরি॥ ২০॥ মমত্রুটি ঘটী ঘটী ক্ষমাকর প্রভু। সকল ব্রহ্মাণ্ড পরে তুমি সর্ব্ব বিভু॥ ২১॥ তোমার তুলনা নাহি এমহী মণ্ডলে। কৃপা করি স্থান দেহি চরণ কমলে॥ ২২॥ পাপে তাপে জর জর মোর তনু খানি। তাহাতে চৈতন্য হীন চৈতন্য নাচিনি॥ ২৩॥ মহা প্রভু নিত্যানন্দ দাসে কর দয়া। দেহি দেহি মহা প্রভু দেহি পদ ছায়া॥ ২৪॥ তোমাতে বিশ্বাস মোর থাকে চিরকাল। বিশেষ প্রার্থনা এই দুর্ল্লভ দুলাল॥ ২৫॥ রোগ মুক্তির স্তুতি সাঙ্গ॥ কিবা ধীর কিবা মুর্খ বুঝিবা সকলে। ভাষায় রচিল স্তুতি চরণ কমলে॥ ১॥ গোপিকার অনুগত হবে যেই জন। সেই জন কৃষ্ণ পদে পাইবে শরণ॥ ২॥ শিশির বিলাস সুখ আনন্দ অপার। পর উপকার ধর্ম্ম যাহাতে প্রচার॥ ৩॥ সুখেতে বিহ্বলা গোপী তবু সাধে ধর্ম্ম। কহিল জীবের হিত উপকার কর্ম্ম॥ ৪॥ বিরলে পাইয়া হরি শুনি গুপ্ত কথা। জগতে প্রকাশ কৈল যাতে যাবে ব্যথা॥ ৫॥ কান্তসহ যতসুখ লোকেতে ভোগিল। ততোধিক সুখ সার ব্রজেতে করিল॥ ৬॥ ইতি শিশির ঋতু লীলা সাঙ্গঃ॥ ॥ গীত॥ রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান॥ প্রাণ নাথ আর যেন বিরহেতে নাকরে দাহন॥ ধুয়া॥ ॥ এবার শিশিরে তারে একেবারে করুক নিধন॥ পরধুয়া॥ ॥ যতনে জীবন সুখ মরণে জীবন। এসুখে বাধিত সেই বিরহ দুর্জ্জন॥ ১॥ শিশিরে একান্ত যদি নাহয় মরণ। বসন্তে করিব তারে সমূলে ঘাতন॥ গীত সাঙ্গ॥ ॥ বসন্ত ঋতু লীলা আরম্ভ চৈত্র বৈশাখ দুইমাস॥ রাগ বসন্ত। ঝপতালা॥ এবন রম্য অতি সুসৌম্য কদম্ব কেলি মূলেতে। রত্নে বান্ধি চিত্র বেদী শয্যা দিল তাহাতে॥ ১॥ প্রকাশিত দশ ভিত চেমন বন্দি ফুলেতে। নানা ভাঁতি প্রজাপতি কেলিযুক্ত রঙ্গেতে॥ ২॥ অলি বৃন্দ মকরন্দ পানে মত্ত চৌভিতে। ডালে ডালে পিক জালে কৈল জাদু রবেতে॥ ৩॥ ঋতু ফল ঝল মল শোভে তরু শাখেতে। বন পত্র প্রভা তত্র মর কত জড়িতে॥ ৪॥ তার মাঝে কুঞ্জ সাজে দর্পণে বিরাজিতে। পর্য্যঙ্কে পদ্ম অঙ্কে ভক্ত মন লোভিতে॥ ৫॥ ঋতুরাজ পায় লাজ রাধা কৃষ্ণ পিরীতে। গুণধাম এই

শ্যাম লীলা করে ব্রুজেতে ॥ ৬ ॥ পয়ার ছন্দ ॥ সকল গোপিনী মীলি মন্ত্রণা ক
রিল। রাধিকার রূপ তেজ জগৎ জিনিল ॥ ১ ॥ রাজ রাজেশ্বরী অদ্য শ্রীমতী হই
বে। রাজনীতে দাস্যকর্ম্ম গোপিনী করিবে ॥ ২ ॥ কৃষ্ণের রূপের কর বুঝিয়া লই
ব। বসন্ত ইত্যাদি রাজে দুয়ারে রাখিব ॥ ৩ ॥ অতএব অভিষেক করাও ত্বরিতে
। বসাইল সিংহাসনে মদন নির্ম্মিতে ॥ ৪ ॥ মোদন মাদন আর শোষণ স্তম্ভন
। সম্মোহন স্মরবাণে করিল বেষ্টন ॥ ৫ ॥ অনুরাগ শুদ্ধ সূত্রে ঘেরিল তখন। স্নেহ
জলে নিরাকারে করাইল স্নান ॥ ৬ ॥ রতি রতি রতিকরি করিয়া পেষণ। রাধা পদ
তলে দিল যাবক যেমন ॥ ৭ ॥ নীলাকাশ অঙ্গে বাস বিজলি বেষ্টিত। সুমেরু বে
ড়িয়া যেন নবঘন যুথ ॥ ৮ ॥ কামের বিভূতি সব রূপে হরসানিল। নিজ মান রক্ষা
হেতু শ্যামে লুকাইল ॥ ৯ ॥ নয়ন কুসুমমালে পুন্ন অভিষেক। রাধাঅঙ্গে গোপিনী
এহার মত দেখ ॥ ১০ ॥ হাব ভাব লাবন্যতা কটাক্ষ বিভূতি। রূপের নিছনি দি
য়া বনাইল ছাতি ॥ ১১ ॥ প্রেমের নিশান উড়ে মনপবনেতে। সৌগন্ধিক সেনাপ
তি তরু কটকেতে ॥ ১২ ॥ কোকিল ভ্রমর শিখী করে কলরব। রণ বাদ্য বাজে
যেন তুরি ভেরী রব ॥ ১৩ ॥ মলয় পবন তোপে বারুদ যেমন। পরশিলে অগ্নি
কণা কাঁপে ত্রিভুবন ॥ ১৪ ॥ ঋতুরাজে দিল লাজ রাজ রাজেশ্বরী। দামামা বাজায়
হৃদে যুবা সহচরী ॥ ১৫ ॥ শ্রীমতী কহেন সখী শুণ মন দিয়া। পুরুষ পৌরুষ গর্ব্ব
নিলাম হরিয়া ॥ ১৬ ॥ কন্দর্পের প্রাণ বাকি রহিল নাশিতে। অতএব সুখে রাজ্য
নাপারি করিতে ॥ ১৭ ॥ সখী কহে বান্ধি তাহে আনিব এখানে। ঈষৎ কটাক্ষে
তুমি তারে বধ প্রাণে ॥ ১৮ ॥ মার মার বলি রাই চঞ্চল সঘনে। কামরাজে সখী
দেখে কৃষ্ণের নয়নে ॥ ১৯ ॥ ঘেরিয়া গোপের বালা কহে বার বার। অনঙ্গে হাযি
র কর নন্দের কুমার ॥ ২০ ॥ কৃষ্ণ কহে ছাড় গোপী এত অহংকার। ত্যজিতে
শরণা গত অতি অবিচার ॥ ২১ ॥ চল চল যাব তব রাধা দরবার। কামদেব চলে
এই মম সমিভ্যার ॥ ২২ ॥ শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ এবে বংশী করে তায়। নেত্র কাম সা
গরেতে কামের আশ্রয় ॥ ২৩ ॥ নেত্রে যেন দূরবিন নজর বাড়ায়। ততোধিক মন
সিজ হেরে গোপিকায় ॥ ২৪ ॥ বসন ভূষণ শ্লথ অতি মন্দ গতি। নিরখিয়া কৃষ্ণ

অঙ্গ সকল যুবতি ॥ ২৫ ॥ প্রতিজনা ভিন্নভিন্ন মনেকরে আশ। হৃদয়ে রাখিয়া কৃষ্ণকরিব বিলাস ॥ ২৬ ॥ একেতে কৈশোর বেশতাহে কামধার। রাজরাজেশ্বরী তবু মানে পরীহার ॥ ২৭ ॥ আন আনবলি কৃষ্ণে দক্ষিণে বসায়। জিনিতে কৃষ্ণের রূপ করিছে উপায় ॥২৮॥ নারী কলাভেলা দিয়া মায়ারে মারিল। সেইকলা কাম কলা হইয়া ধাইল ॥ ২৯ ॥ মারমার বলিমার অঙ্গে প্রবেশিল। কালিয়া সাগরে ভাসি প্রাণ বাঁচাইল ॥ ৩০ ॥ এককামে কোটি কামকরিল সৃজন। কোটী কোটী জিনি কাম শ্রীঅঙ্গ শোভন ॥৩১॥ নিকুঞ্জে বিহারকরে মদনমোহন। রাধিকা তোষণে সব গোপিকা তোষণ ॥ ৩২ ॥ ● ॥ গীত। রাগিণী ভৈরবী তাল মধ্যমান ॥ গৌর হরি করহে উপায়। ধুয়া ॥ দিবা নিশি এইভাবিঃ খাব শোব হব লোভীঃ তাহাতে ব্যত্যয় হইলে সহনে নাযায় ॥ ১ ॥ যখন চালাও তখন চলিঃ যাবলাও তাই বলিঃ কলের পুতলী আমি তোমার কৃপায় ॥ ১ ॥ বল বুদ্ধি হীন আমিঃ সকল জানহ তুমিঃ বিনাতব করুণাহে কিছু নাকুলায় ॥ ২ ॥ ভাব্যা দেখ মনে মনেঃ বন্ধু বান্ধব জনেঃ কেআছে এত্রিভুবনেঃ আমার সহায় ॥ ৩ ॥ গীতসাঙ্গ ॥ ● ॥ পরস্পর রাধা কৃষ্ণ তুলে নিজরূপ। তাহাতে কৌতুক অতি হইল অনুপ ॥ ১ ॥ যুগে যুগে পরাক্রম বিপদ ভঞ্জনে। রাম অবতারে হিত করেণ যেমনে ॥ ২ ॥ পুরাতন কথাসব শ্রীমতী কহেন। উজ্জ্বল কনক জিনি রূপের বাখান ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণ কহে শুণ রাধা জানি তবগুণ। আগেনিন্দি শেষে বন্দি প্রাণ দেও পুন ॥ ৪ ॥ তোমার অংশেতে যতপ্রধানা প্রকৃতি। মম কৃপাগুণে তার নাম হয়সতী ॥ ৫ ॥ যদ্যপি মানিকা তুমি জগত বন্দিনী। তত্রাপি ব্রজেতে কহে রাধা কলঙ্কিনী ॥৬॥ অভিমানে মহামান মানেতে করিল। কৃষ্ণ পানে পৃষ্ঠদিয়া মৌনেতে বসিল ॥ ৭ ॥ কিকব মানের কথা কহনে নাযায়। রাধা কৃষ্ণ উভয়েতে ঘটে বহু দায় ॥ ৮ ॥ মানের গীত আরম্ভঃ ॥ রাগ সোরঠ। তাল সম ॥ রাধা বিচার নাকরিয়া কেন হও মানিনী ॥ ধুয়া ॥ মোরলাগি কুলশীল দিয়াছ তাহা ভাল মনেজানি ॥ পরধুয়া ॥ তুমি মোর অর্দ্ধঅঙ্গ হৃদয় বাসিনী। নাবুঝিয়া করেব্যঙ্গ গোপের ভামিনী ॥ ১ ॥ মাগিলে কিসঙ্ক যায় শুণ মোরবাণী। মানত্যজি মোরে ভজি রচহ কাহিনি ॥ ২

॥ গীত সাঙ্গ ॥ কৃষ্ণের বিদ্রূপ গীত শুনিয়া মোহিনী। বাণী ঘৃতে মানানল বাড়িল তখনি ॥ ১ ॥ প্রিয়সিনী সখী প্রতি ইসারা করিল। ধরিয়া কৃষ্ণের হাত দূরে বসাইল ॥ ২ ॥ কামেরে শরণ দিয়া ঘটে এইদায়। রিপুকে বিশ্বাস করা উচিত কোথায় ॥ ৩ ॥ সখীর উক্তি গীত ॥ রাগীনী ভৈরবী ॥ তাল মধ্যমান ॥ ◉ ॥ শ্যাম। অন্য নারীসঙ্গঃ করিয়াছ রঙ্গঃ অতএব রাধাঅঙ্গ পরশিতে তুমি পাবেনা ॥ ১ ॥ বিচ্ছেদ বর্ত্তিকাঃ জালযাছে রাধিকাঃ তাহে প্রেমাহুতি দিওনা ॥ ২ ॥ কাল কলেবরেঃ রূপে কাল করেঃ সেধনী তোমারে ছোঁবেনা। শুণ ওহে হরিঃ রাজরাজেশ্বরীঃ তোমারে কভু চাবেনা ॥ ৩ ॥ গীত সাঙ্গ ॥ পয়ারছন্দ ॥ ◉ ॥ মোহিনীর মান দেখি শুনি গোপী বাণী। তথা হৈতে অন্তর্ধান হৈল গুণমণি ॥ ১ ॥ মায়ার উপর মায়া করিল বিস্তর। ঝড় বৃষ্টি শিলা পাত হয় নিরন্তর ॥ ২ ॥ দৈবী ভয় দেখাইল নন্দের নন্দন। সর্ব্ব ত্রাস করে হ্রাস মানের আগুণ ॥ ৩ ॥ সখী কহে জাদুকর করযাছে এমন। শিশুকালে দৈত্য মারে ইহারি কারণ ॥ ৪ ॥ এতেক বিক্রম তার যদি ব্রজ মাঝে। তত্রাপি রাধার কাছে কিছু নাহি সাজে ॥ ৫ ॥ জোর করি নারী বশ করিবারে চায়। এমন দুর্বলা নারী নাহিক হেতায় ॥ ৬ ॥ জন্তু আদি ভূত ভয় অনেক দেখায়। মানের গর্জ্জনে তারা ভয়েতে পলায় ॥ ৭ ॥ লাচার হইয়া কৃষ্ণ ছাড়ে দৈব মায়া। ইতঃ পর ধরিলেন বহু রূপী কায়া ॥ ৮ ॥ বিদেশিনী নাপিতিনী সাজিল তখন। শ্রীমতী রাধিকা বলি ডাকিছে সঘন ॥ ৯ ॥ নখ ছেদ কেশ বেশ যাবক পরাই। মথুরায় বাস মোর জাতি মধুনাই ॥ ১০ ॥ রাজার কুমারী জানি আস্যাছি এখানে। কৃপাকরি মোরগুণ বুঝহ আপনে ॥ ১১ ॥ নাসায় লোলক দোলে গলায় হাসুলি। দুই পায় বাঁকমল অঙ্গুলে পাসুলি ॥ ১২ ॥ কাল অঙ্গে লাল শাড়ী তাহে চন্দ্রহার। বাজুবন্দে ঝারা দোলে শোভা চমৎকার ॥ ১৩ ॥ দুই কাণে দুই ঢেঁড়ি মন্দিরের চূড়া। কটাক্ষেতে যুবাহয় যত থাকে বুড়া ॥ ১৪ ॥ কাল রূপে কাল খোপা যেন ঘনে ঘন। রাধিকার রূপ শশী করে আচ্ছাদন ॥ ১৫ ॥ কাম কাষ্ঠ পাদুকায় করিছে গমন। যাবক ঝলক যেন রুধির পতন ॥ ১৬ ॥ কিশোরী ফুলের বেশ সুন্দর করিয়া। রূপগর্ব্ব খর্ব্বকার চলিছে ছা

নিয়া ॥ ১৭ ॥ মুখেতে তাম্বুল ভরা দন্ত মুক্তাপাঁতি। লক্ষা কবুতর জিনি রামাকরে গতি ॥ ১৮ ॥ সুবল সাজিল দাসী নাপিতিনী সঙ্গে। ক্ষৌর চুপড়ি লৈল সাজাইয়া রঙ্গে ॥ ১৯ ॥ চিরণী কাঙ্গই ক্ষুর আলতার গুলি। নথ চাঁছা নথ কাটা লইল সকলি ॥ ২০ ॥ ঝামা তামা স্বর্ণ শলা কর্ণ্ঠ পরিস্কারী। রতন ভাজনে রাখি চলে কক্ষে করি ॥ ২১ ॥ নব নাপিতিনী দেখি বিষখা কহিল। বসন্ত কুঞ্জেতে রামা কিজন্যে আসিল ॥ ২২ ॥ শুণওলো নাপিতিনী তুমি যাও ঘরে। রাধা মোর অঙ্গ রাগ অদ্য নাহি করে ॥ ২৩ ॥ আই আই কিশুণালি ওলো প্রাণ সই। রাধা মোর প্রাণ ধন তেঁই তোরে কই ॥ ২৪ ॥ যতনে ক্ষৌর কর্ম্ম রাধার লাগিয়া। অঙ্গ রাগ করিবারে আস্যাছি শিখিয়া ॥ ২৫ ॥ বিশেষ করিয়া সই কহ সার কথা। প্রাণমন দিয়া আমি ঘুচাইব ব্যথা ॥২৬॥ নাপিতিনী অনুরাগ শুণি সহচরী। কহিল মানের ভেদ কৃষ্ণের চাতুরী ॥ ২৭ ॥ নাপিত ঘরণী কহে জাদু টোনা জানি। রাধা অগ্রেলও মোরে করিব অমানী ॥২৮॥ হেনকালে হেরিরাধা নিকটে লইল। রঙ্গ ভঙ্গ দেখি তার আশ্চর্য্য মানিল ॥ ২৯ ॥ সমুখে আসন দিয়া শীঘ্র বসাইল। নাম ধাম কেবা কান্ত জিজ্ঞাসা করিল ॥ ৩০ ॥ মথুরায় জন্ম মোর স্বামী হীনা আমি। স্বামীর কুরীতি দেখি নাহি করি স্বামী ॥ ৩১ ॥ এক মাত্র কাম জ্বালা পুরুষ বিহনে। তদ্ভিন্ন সর্ব্ব সুখ কামিনীর মনে ॥ ৩২ ॥ সীতার পরীক্ষা কথা শেষ বাস বনে। জরৎকারু মুনি কথা বিদিত ভুবনে ॥ ৩৩ ॥ তপন কামিনী সঙ্গে করিল যেমন। সকলি জানহ রাধা পুরুষ লক্ষণ ॥ ৩৪ ॥ নারীর লাগিয়া মরে কত শত জনে। বুঝিয়া হয়্যাছি ধৈর্য্য পুরুষ বিহনে ॥ ৩৫ ॥ মনোমত কথা রাই শুণিয়া শ্রবণে। পাতাইয়া নয়ন তারা তোষে আলিঙ্গনে ॥ ৩৬ ॥ ❀ ॥ নাপিতিনীর উক্তি গীত ॥ রাগিণী ভৈরবী ॥ তাল মধ্যমান ॥ ❀ ॥ রাজার দুলারীঃ নাপিত কুমারীঃ অঙ্গে করি আলিঙ্গন ॥ ধুয়া ॥ ❀ ॥ কনক লতিকাঃ সুন্দরী রাধিকাঃ তমালের তরু সেনী করিয়া বেষ্টন ॥ পরধুয়া ॥ ❀ ॥ আহিরিণী নাপিতিনীঃ পুরুষের দোষ জানিঃ লঘুগুরু নাহিমানি হইল এমন ॥ ১ ॥ পুরুষ পরশ হয়ঃ হাসি হাসি দাসী কয়ঃ ওলোসেনী তোর জয় হইল সঘন ॥ ২ ॥ গীত সাঙ্গ ॥ ❀ ॥ ত্রিপদি ॥

রাধার উক্তি নাগিতিনীকে ॥ রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াতেতালা ॥ রূপ গুণ হেরিহেরিঃ ঘরেতে রহিতেনারিঃ যাচিয়া পিরীতিকরি ঃ কৃষ্ণের সহিত। রাধাবলি বাজে বাঁশীঃ সেবাদ্য কুলের ফাঁশীঃ রাজকন্যা হয়্যা দাসীঃ আছি অবিরত॥ ১ ॥ ঘরে বহু ছল করিঃ সঙ্গে করি সহচরীঃ নিশি দিসি রূপ হেরিঃ লীলাতে মোহিত। অনুগতা পায়্যা মোরেঃ নিন্দা করে রূপ জোরেঃ কত সব বার বারেঃ পুরুষ চরিত ॥ ২ ॥ ছাড়ি কাম অনুরাগঃ তাহারে করিণু ত্যাগঃ নাদিব যৌবন ভাগঃ এই নির্দ্ধারিত। অপমানী হয়্যা গেলঃ বহু ভয় দেখাইলঃ ইন্দ্রজাল জানে ভালঃ ব্রজেতে বিদিত ॥ ৩ ॥ জাদু টোনা যদি জানঃ আমার বচন মানঃ ভালমতে আয়োজনঃ করহ ত্বরিত। এবার আইলে পুনঃ কাষ্ঠেতে যেমন ঘুনঃ হৃদি পশি বিদারণঃ করয়ে যেমত ॥ ৪ ॥ যেমন পুষ্পের কলিঃ হুল দিয়া ভাঙ্গে অলিঃ মধু খায়্যা যায় চলিঃ করিয়া বঞ্চিত। সরসিজ ব্রজ বালাঃ তাহাতে দংশিয়া কালাঃ অন্য ফুলে করয্য মেলাঃ হয় অদর্শিত ॥ ৫ ॥ পিরীতের বহু গতিঃ শুণ সই গুণবতীঃ কোন প্রেমনীতি ক্ষতিঃ কেতাহে সুহৃত। একে একে কব আমিঃ বিচার করিবা তুমিঃ যেই প্রেমে পাই প্রেমীঃ তাহে হবরত ॥ ৬ ॥ পুরুষ সঙ্গম প্রেমঃ তামাতে মিশাল হেমঃ জরাকালে ব্যতি ক্রমঃ নিত্য নহে স্থিত। সন্তান সম্পর্কে স্নেহঃ রোগ শোকে দগ্ধ দেহঃ নীচ গামী নহে স্বেহঃ বুঝ সদসৎ ॥ ৭ ॥ উপকার জন্য প্রীতঃ ধন গত তার হিতঃ এপ্রেমে উত্তম রীতঃ কেকরে গণিত। শুদ্ধ ব্যবহারে যতঃ প্রেম বৃদ্ধি অবিরতঃ বালির বন্ধন মতঃ নহে পরিমিত ॥ ৮ ॥ লাভ জন্য প্রেম করেঃ তার সাক্ষী ডাকা চোরেঃ সেপ্রেমে জীবনে মারেঃ শেষেতে লাঞ্ছিত। ভয় হেতু প্রেম করেঃ কাল তার যায় ডরেঃ হেন প্রেম এসংসারেঃ করা অনুচিত ॥ ৯ ॥ যেই প্রেম সখ্য ভাবঃ নিতি নিতি সুখ লাভঃ হেন প্রেম কোথা পাবঃ সেলাগি ভারিত। বিনা হেতু প্রেম হয়ঃ প্রেমী জনে এই কয়ঃ সেপ্রেম কোথারে রয়ঃ নীর ক্ষীর বত ॥ ১০ ॥ সপ্ত মুনি কষ্ট শুনিঃ অষ্টমে উত্তম গুণীঃ একাঙ্গী পিরীতে ধনীঃ সযনে দুখিত। বিদেশিনী শুণ সইঃ গঙ্গা জল তুমি হইঃ আমি হব ক্ষীর ময়ীঃ উভয়ে মীলিত ॥ ১১ ॥ শান্তিজলে কামানলঃ নিবাইব অবিকলঃ আরসুখে থাকে বলঃ

তব মনোনিত। নাপিতিনী শুনি কয়ঃ শান্তি জলে কাম ক্ষয়ঃ এমত যদ্যপি হয় সেসুখ উন্নত ॥ ১২ ॥ অন্তরীক্ষে রতিকামঃ পূজাকরে রাধা শ্যামঃ এইধামে আরা মঃ করিল বসত। অলস ঘেরিল দেখিঃ নিদ্রা যায় দুই সখীঃ স্বপনে সুহৃৎ লখিঃ হইল চিন্তিত ॥ ১৩ ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কান্দেঃ বিদেশিনী বুক ছান্দেঃ ভুজ লতা দি য়া বান্ধেঃ হৈল প্রমোদিত। সময় পাইয়া হরিঃ সুখ দিছে কোলে করিঃ ভুলে মান নিল হরিঃ ঘটে বিপরীত ॥ ১৪ ॥ ❁ ॥ গীত ॥ রাগ বসন্ত। তাল তেওট ॥ একা ঙ্গী পিরীতে জিতিল জগৎ। প্রতিজ্ঞা অতুল করিল নিহত ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ হাসে সখীমেলিঃ দেখিনব কেলিঃ দিয়া করতালিঃ নাচে অবিরত ॥ ১ ॥ ছাড়ি নন্দলা লঃ রাই কৈল ভালঃ পিরীতে মজিলঃ সহিত নাপিত ॥ ২ ॥ পাইয়া চেতনঃ চি নিল মোহনঃ দশনে রসনঃ করিল দংশিত ॥ ৩ ॥ লম্পট চরিতঃ দেখিয়া লজ্জিতঃ মহামানে চিতঃ হইল বর্দ্ধিত ॥ ৪ ॥ ❁ ॥ মহামান লীলা ॥ রাগ তাল যথারুচি নাপিতিনী কহে রাধা সই পাতাইয়া। স্বপনে করিয়া রঙ্গ ছাড় দোষ দিয়া ॥ ১ ॥ বস্ত্রখুলি দেখমোর বিরলে লইয়া। রাই কহে বহুরূপী যাওমান লয়্যা ॥ ২ ॥ অঙ্গভঙ্গ বাণীরঙ্গ বিশেষ জানিয়া। নিশ্চয় বুঝিলএই সেইকানাইয়া ॥ ৩ ॥ নির্হে তু প্রেমযোগ্য চাতুরী জানিয়া। হইতে বাসনাকর নারী ভুলাইয়া ॥ ৪ ॥ মহামান করবলি চলিল শাসিয়া ॥ কৃষ্ণকহে মোর লাগি মরিবা কান্দিয়া ॥ ৫ ॥ হাসিয়া ঢলিয়া পড়েসখী সখীঅঙ্গে। কামাইয়া যাও ধনীপণ লয়্যারঙ্গে ॥ ৬ ॥ নাপিতি নী বেশেহরি কুঞ্জছাড়িগেল। গোপিনীর উপহাস হাসি উড়াইল ॥ ৭ ॥ মাটির বাসন পাকা যেন পোয়ানেতে। বিরহ অনলে প্রেম পাকায় তেমতে ॥ ৮ ॥ মহা মানে বসি রাধা করিল শাসন। কুঞ্জেতে প্রবেশ অন্যে হইল বারণ ॥ ৯ ॥ নিজ আলী বিনা কেহ নিকটে নাযায়। মহামানে ক্রোধ বীরহইল সহায় ॥ ১০ ॥ কাল জল বস্ত্র ফুল নাহি হেরে রাই। কাল কেশ বেশ মেঘ নাদেখে সদাই ॥ ১১ ॥ নাদেখে দর্পণে মুখ কাল কেশ জন্য। লোহিত বসন ভূষা পরিল অগণ্য ॥ ১২ ॥ বসন্ত সামন্তযত পিকআদি শিখী। নয়ন গোলেলা হেরি ভাগে কালপাখী ॥ ১৩ ॥ শীলছাড়ি শিলাবৎ লোচনের তারা। শিলাদৃষ্টি যাতে পড়ে সেই প্রাণেহারা ॥

১৪ ॥ মলয় পবন হত নিঃশ্বাসের ঝড়ে। সুগন্ধি নহেক স্থির তরু নড়েচড়ে ॥ ১৫ ॥ রাধা যদি প্রেমধন করিল বঞ্চন। কলঙ্ক হইয়া প্রেম প্রবেশে গগণ ॥ ১৬ ॥ পূর্ণ সুধাকর মধ্যেরহে বাসকরি। পানকরি ইন্দুসুধা রহে প্রাণধরি ॥ ১৭ ॥ কামউদ্দী পন গুণ বিধুতে বিলাস। বাড়িল অধিক মান কৃষ্ণে দিয়া ত্রাস ॥ ১৮ ॥ চন্দন কস্তুরী আদি লেপনীয় যত। মনো দেহে নদী শত হইল গলিত ॥ ১৯ ॥ পরস্পর সখী কহে একি বিপরীত। বিরহ অনলাধিক মানের চরিত ॥ ২০ ॥ আগুণে আ গুণ দিয়া জ্বালাইল রাই। বিরহ মরিলে পাব কেমনে কানাই ॥ ২১ ॥ মান হৈতে মহামান একি নব সৃষ্টি। বসন্ত সামন্ত নাশে ভুরু ভঙ্গি দৃষ্টি ॥ ২২ ॥ নূতন যৌ বনা রাধা তাহে মহা মান। উথলিলে প্রেম নদী কেবা করে ত্রাণ ॥ ২৩ ॥ উপ যুক্তবর মাত্র সেই বংশীধারী। এমন পুরুষ ত্যাগ করে কোননারী ॥ ২৪ ॥ রূপ গুণ বংশী বাদ্য বঙ্কিমংনাচন। দেখিয়া বাঁচিতাম মোরা সহচরী গণ ॥ ২৫ ॥ নিশি দিসি রাধা তারে করিবেক বশ। এজন্যে রাধার দাসী সেবিতে সেরস ॥ ২৬ ॥ জাতি কুল লজ্জা শীল এজন্যে ছাড়িল। ইহাতে বৈমুখ রাধা মানেতে ক রিল ॥ ২৭ ॥ এক সখী কহে রাধা যদ্যপি সুন্দরী। পুরুষার্থ গুণে বড় তথাচ শ্রীহরি ॥ ২৮ ॥ কৃষ্ণ দাসী হব বলি উঠে এক সখী। ধাইল কৃষ্ণের হেতু কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকি ॥ ২৯ ॥ রূপের নিছনি লই অঞ্জন করিব। কেহ কহে খোপা মধ্যে তারে লুকাইব ॥ ৩০ ॥ পদ তল লাল কান্তি পরিব যতনে। ভানু জিতি ভালে শোভা আশা করি মনে ॥ ৩১ ॥ এক সখী কহে তারে যত্নে সোজা করি। হৃদি মধ্যে র বে শ্যাম বাঁকা রূপ ধরি ॥ ৩২ ॥ মন কুঞ্জে রাখি তারে নেত্র করি দ্বারী। রামা কহে মোর প্রাণ হইবে প্রহরি ॥ ৩৩ ॥ কৃষ্ণ পতি বাঞ্ছা করি মরিব প্রয়াগে। কিম্বা সাগরেতে প্রাণ দিব অনুরাগে ॥ ৩৪ ॥ কোন রামা কহে শ্যামা নাচিনি তাহারে। হারাইয়া চন্দ্রকান্ত লইবে কাহারে ॥ ৩৫ ॥ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রামা কৃ ষ্ণের সোহাগে। উৎকণ্ঠিতা হৃদে কৃষ্ণ নিরন্তর জাগে ॥ ৩৬ ॥ মহা মান উপযু ক্ত শয়ন ভোজন। তাম্বূল চর্ব্বণে অতি তর্জ্জন গর্জ্জন ॥ ৩৭ ॥ নায়কে ভৎর্সনা করি হয় মৌনবতী। বিরহে বসিলা কিন্তু মানে মহামতি ॥ ৩৮ ॥

মানের গীত। রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান॥ নাবুঝি তাহার মন হইলে মা
নিনী॥ ধুয়া॥ ॥ কেন রাধা বিনোদিনী॥ উপজ॥ তিলেক হইলে হারা হও
উদাসিনী। তোমার লাগিয়া যেই হয় নাপিতিনী॥ ১॥ নায়কের নায়িকার সং
খ্যা নাহি জানি। অনেক কমলে যেন ভানু অনুমানি॥ ২॥ কমলিনী তুমি রাধে
শুণ হিত বাণী। কৃষ্ণ অর্ক বিনা কিশে বাঁচিবে আপনি॥ ৩॥ গীত সাঙ্গ॥ ॥
মহামান ভঞ্জন আরম্ভঃ॥ রাগিণী সিন্ধু। তাল আড়াতেতালা॥ ভাঙ্গিবারে মহা
মানঃ উপায় করিল আনঃ ধরিলেন দ্বিজ কলেবর। স্বরোদয় পুথি হাতেঃ বৃদ্ধ শি
ষ্য কিছু সাথেঃ পরীধান যোড় পীতাম্বর॥ ১॥ তৈল বিনা অঙ্গ ফাটাঃ ভালে
অর্দ্ধচন্দ্র ফোঁটাঃ জটা কটা শিরেতে শোভন। পাদুকা উপরে পদঃ মনেতে করিল
সাধঃ মহামান করিতে বর্দ্ধন॥ ২॥ রুদ্রাক্ষের মালা অঙ্গেঃ মুগা মোতি তার সঙ্গেঃ
করে কুশ বিভূতি ভূষণ। শ্বেত যজ্ঞ সূত্র গলেঃ সুধা ধারা হেমাচলেঃ ততোধিক
শোভিত ব্রাহ্মণ॥ ৩॥ নিকুঞ্জ দ্বারেতে আসিঃ ভূত ভবিষ্যৎ ভাষীঃ নিজ গুণ দি
ল পরিচয়। দ্বিজ গুণ নিবেদনঃ চলে সখী সেকারণঃ কর যোড়ে রাধিকাকে কয়॥
৪॥ শুভা শুভ জানিবারেঃ শীঘ্র আনি দ্বিজবরেঃ আসনেতে বসাইল তায়। পূজি
ষোল উপচারেঃ শিষ্য সহ আনি ঘরেঃ মন ব্যথা সকলি জানায়॥ ৫॥ শুণ মুনি
মহাশয়ঃ ঠেকিয়া লম্পট দায়ঃ কলঙ্কিনী হলগাম ব্রজেতে। এইক্ষণে দোষ যায়ঃ ক
হ মোরে সে উপায়ঃ পুন দেখা নাহয় যেমতে॥ ৬॥ শুনি কহে ভবিষ্যৎঃ হইলে
রজনী গতঃ তব গৃহে যোগীন্দ্র আসিবে। যাহা চাহে তাহা দিবেঃ বাঞ্ছা সিদ্ধি
হবে তবেঃ এই কথা প্রভাতে জানিবে॥ ৭॥ দরশন ধন পায়্যাঃ চলে দ্বিজ শিষ্য
লয়্যাঃ আশীর্ব্বাদ দিয়া বার বার। রজনী প্রভাত হবেঃ যোগী আসিবেন কবেঃ
এইচিন্তা রাধা কৈলসার॥৮॥ পয়ার॥ যোগীবেশধারণ॥ রাগ যোগীয়া। তাল
দক্ষিণী॥ সখী ধন্য রাধা গণ্য গুণধাম। যাহার গুণ গ্রাম ভাবি ভব সেব্য পদ
যোগী হৈল শ্যাম॥ ইন্দীবর নিন্দি কান্তি অতি অনুপম। ভস্ম আচ্ছা দিয়া যেন
নীলকান্ত দাম। মুকুট প্রকট দূরঃ করি করে জটা জুটঃ কর্ণে স্বর্ণোত্তম শঙ্খ কুণ্ডল
বিশ্রাম। মনি মুক্তা যুক্ত যতঃ পুষ্প মালা কত মতঃ ছাড়ি কণ্ঠী অক্ষ কণ্ঠী কৈল

অভিরাম ॥ ১ ॥ করে কিশলয় করঃ খর্ব্বকর বংশীধরঃ সেহাতে পূরিতে শৃঙ্গধরে অবিরাম। চন্দ্রকান্ত কান্তি ধরঃ পীত বসন বরঃ বিরহিয়া ব্যাঘ্র কৃত্তি কটীতে বিশ্রাম ॥ ২ ॥ মঞ্জুল মঞ্জীর রবঃ নুতপদ বল্লভঃ এবে তাল মান ভরে হরে মান ভাম। নৈত্রান্ত বঙ্কিমান্বিতঃ লঘুলঘু স্মিতাক্রান্তঃ সুখসুখে ভ্রূমাইয়া কহে দূর নাম ॥ ৩ ॥ গীত সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ যোগীর বাঞ্ছিতমত রাধে দিবাদান। প্রতিজ্ঞা করায়্যা দ্বিজ আনন্দে পয়ান ॥ ১ ॥ প্রাতঃকালে যোগী বেশ ধরিল সুন্দর। এক মুখে কত কব যোগী মনোহর ॥ ২ ॥ চরণে ঘুঙ্গুর গুচ্ছ বাজিছে চলনে। চিপুটী পাদুকা পদে কণ্টক বারণে ॥ ৩ ॥ করীষ বিভূতি মাখে অন্য যোগীগণে। হীরা মোতি ভস্ম করি মাখে এই জনে ॥ ৪ ॥ ক্ষীরোদের শ্বেত রূপ যোগীর বরণে। কিম্বা হিমালয় আসি দীপ্ত বৃন্দাবনে ॥ ৫ ॥ কটা জটা সুমন্দির চূড়া মত শোভা। রুদ্রাক্ষ মালায় যুক্ত তেজঃ পুঞ্জ প্রভা ॥ ৬ ॥ নিমেক রহিত নেত্রে যুগল অরুণ। হেরিয়া পদ্মিনী গোপী প্রফুল্ল তখন ॥ ৭ ॥ কর পদ কর্ণমূল আর ওষ্ঠাধর। পদ্ম রাগ জিনি আভা দীপ্ত নিরন্তর ॥ ৮ ॥ কৌপীন উপরে পরে মৃগচর্ম্ম খানি। কত গুণ সেই চর্ম্মে মর্ম্ম নাহিজানি ॥ ৯ ॥ গুদড়ি বেষ্টিত অঙ্গ কতরঙ্গ তায়। সকল গোপীর ছবি লিখিত তথায় ॥ ১০ ॥ রাধা কৃষ্ণ গুপ্ত লীলা হয়্যাছে যতেক। গুদড়িতে চিত্র করা দেখিল প্রত্যেক ॥ ১১ ॥ তুলসীর মূল কাটি করি চক্রাকার। শ্রবণে কুণ্ডল পরে মণি পরি হার ॥ ১২ ॥ কনক ধুস্তুর পুষ্প দুই কর্ণ মূলে। অষ্টাদশ সিদ্ধি ঝুলি বাম কান্ধে ঝুলে ॥ ১৩ ॥ মহা শঙ্খ মালা তাহে সুমেরু সহিত। কার নাম জপ করে নাজানি বিহিত ॥ ১৪ ॥ বাম করে সংখ্যা রাখে জপের কারণ। প্রফুল্ল নয়নে যোগী ধ্যানেতে মগন ॥ ১৫ ॥ রাধিকা সদনে যোগী দিল দরশন। জ্যোতিষের পূর্ব্ব বাণী হইল স্মরণ ॥ ১৬ ॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাই করি দণ্ডবৎ। বসাইল সিংহাসনে ইষ্ট দেব মত ॥ ১৭ ॥ মায়াকে ছলিতে মায়া যোগী হইল হরি। বলিতে বিদিত আছে মায়ার চাতুরী ॥ ১৮ ॥ কুশল জিজ্ঞাসে যোগী সহ সহচরী। স্বামী সহ ভিক্ষা দেহ বাঞ্ছা পূর্ণ করি ॥ ১৯ ॥ স্বামী নাম শুনি রাধা বিনয়ে কহিল। পুরুষ পরশ কর্ম্ম যোগার্থে ছাড়িল ॥ ২০ ॥ একা আমি সতী যতি দ্বিতীয় রহিত। স্বামীতে

নাম ধর্ম্ম জগতে বিদিত ॥ ২১ ॥ নিষ্কাম উত্তম কর্ম্ম জানি যোগি রাজ । অতএব ধ্যানী সঙ্গ নাহি কোন কায ॥ ২২ ॥ যাহা চাহ তাহা দিব লব ইচ্ছাবর । আত্মাতে রমিত থাকি শুণ যোগেশ্বর ॥ ২৩ ॥ যোগী কহে রাধা তুমি কহ যোগ্য কথা । যৌবনে এতেক ধৈর্য্য নাহি দেখি কোথা ॥ ২৪ ॥ বর দিতে আসি নাই ভিক্ষা হেতু আসা । বাঞ্ছা মত যদি পাই তবে যাই বাসা ॥ ২৫ ॥ কোন দ্রব্য ভিক্ষা চাহ কহ যোগীবর । দেয় উপযুক্ত হয় দিব নিরন্তর ॥ ২৬ ॥ ভিক্ষা ছলে বহু জন দাতাকে ছলিল । আগে নাহি বুঝি বলি প্রতিজ্ঞা করিল ॥ ২৭ ॥ দ্বিজে তাহা দিতে নারি ঘটে বিপরীত । অত এব আগে কহ তব মনো নিত ॥ ২৮ ॥ রাবণ হইয়া যোগী সীতাকে হরিল । বামন রাবণ কথা সংক্ষেপে কহিল ॥ ২৯ ॥ যোগী কহে ভিক্ষা সম দুঃখ নাহি আর । চাহিলে নাপাই যদি সেদুখ অপার ॥ ৩০ ॥ কল্যাণে থাকহ রাধা ভিক্ষা নাহি চাই । ইচ্ছা মত দাতা যথা তথা আমি যাই ॥ ৩১ ॥ শৃঙ্গনাদ করি যোগী চলিল চলিয়া । আঁখি দুটি ঢুলু ঢুলু রাধাকে দেখিয়া ॥ ৩২ ॥ ভিক্ষা বিনা ফিরে যায় দেখিয়া ভাবিত । সহচরী সঙ্গে রাধা বিচারে বিহিত ॥ ৩৩ ॥ বৃন্দাবনে যুগে যুগে বাঞ্ছা মত দান । দেবা সুরে দিয়া তুমি করিলে সম্মান ॥ ৩৪ ॥ গোপ কুল উদ্ধারিতে রাজার কুমারী । ব্রজ মধ্যে হইলে তুমি রাজ রাজেশ্বরী ॥ ৩৫ ॥ ভিক্ষুক ফিরিয়া যায় ইচ্ছা মত বিনা । সর্ব্ব কর্ম্মনষ্ট যেন বিহীন দক্ষিণা ॥ ৩৬ ॥ সেরূপ ঘটনা দেখি নিকুঞ্জ সদনে । বুঝিয়া কহ ধর্ম্ম রাধা চন্দ্রাননে ॥ ৩৭ ॥ ব্রহ্মাণ্ড অধিক ভিক্ষা যোগী চাহেযদি । ইঙ্গিতে পারহ দিতে জানি নিরবধি ॥ ৩৮ ॥ রাই কহে যাহা চাহে তাহা দিতেপারি । কিন্তু একবস্তু আমি কভু দিতেনারি ॥ ৩৯ ॥ এজন্যে প্রতিজ্ঞা আমি কভুনা করিব । অধো গতি সেহ ভাল তারেণা ভজিব ॥ ৪০ ॥ বৃন্দা কহে শৈব যোগী নহে কৃষ্ণ দূত । ছলের ভিক্ষুক নহে যোগী অদ্ভুত ॥ ৪১ ॥ ললিতা বিনয় করি কহে বুঝাইয়া । মহা মান দান পাছে যাচয়ে যোগীয়া ॥ ৪২ ॥ এই ভয় মাত্র তববুঝিল আশয় । আজ্ঞাকর স্পষ্ট করি ইহার বিষয় ॥ ৪৩ ॥ ইহাভিন্ন অন্য দান যোগী যাচে যাহা । বাঞ্ছা মত অবিলম্বে তুমি দিবে তাহা ॥ ৪৪ ॥ কিম্বা মহামান দান যদি

যোগী চায়। মান দানদিয়া পাবে প্রাণ আছেযায় ॥ ৪৫ ॥ হরহর বলি যোগী করিছে গমন। ধরি পদে ফিরাইছে সহ গোপীগণ ॥ ৪৬ ॥ ভিক্ষা লহ যাহাচাহ নিজ মনোমত। হাসিহাসি পড়েঢলি প্রেমে পুলকিত ॥ ৪৭ ॥ যতিকহে চারিফল নাহি প্রয়োজন। সুধাপান স্বর্গরাজ্য বাঞ্ছা অকারণ ॥ ৪৮ ॥ হরিহরে প্রেম যেন দুই এক জন। সেইমত মনোবাঞ্ছা নন্দের নন্দন ॥৪৯॥ তারমনো হারীজন্য হইনু ভিক্ষারি। মহামান দানচাহি লাগিয়া তাহারি ॥ ৫০ ॥ যথাশাস্ত্র গুনকথা ভালমতে জানি। কৃষ্ণ বিনা মিত্রনাই শুণ বিনোদিনী ॥ ৫১ ॥ চাকুরিতে প্রভুভয় জয়ে রিপুচয়। শরীরে পতন ভয় মানে গ্লানিকয় ॥ ৫২ ॥ গুণে খলো দয় ভয় বংশেতে কুসুত। রূপেতে রোগের ভয় বিদ্যায় গর্ব্বিত ॥ ৫৩ ॥ ধনেতে চোরের ত্রাস ভয় সর্ব্ব কর্ম্মে। কৃষ্ণ পদা শ্রুয় বিনা ভয় সর্ব্ব ধর্ম্মে ॥ ৫৪ ॥ নির্ভয় হইতে বাঞ্ছা যার মনেহয়। শ্রীকৃষ্ণ চরণে মন সঁপহ নিশ্চয় ॥ ৫৫ ॥ কৃষ্ণের মহিমা শুনি যোগী প্রতিকয়। তবেকেন অনুগতা প্রতিদুঃখচয় ॥ ৫৬ ॥ শুণযোগী সত্যকহি তোমার গোচরে। রূপগুণ পুরুষত্ব দেখি নটবরে ॥ ৫৭ ॥ সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়ি আমি দিলাম যৌবন। অন্য পতি বাঞ্ছা নাহি দৃঢ় আছে মন ॥ ৫৮ ॥ শয়ন স্বপনে আমি দেখি তার মুখ। ধার্ম্মিক হইত যদি বুঝিত এদুখ ॥ ৫৯ ॥ পতি ছাড়ি পতি করে মহা পাপী নারী। অতএব অন্য পতি নাকরি ভিখারি ॥ ৬০ ॥ রাখিতে সতীর ধর্ম্ম বিচারি নিতান্ত। তপস্বিনী হয়্যা রব ছাড়ি শ্যাম কান্ত ॥ ৬১ ॥ ছল করি তার জন্যে যাচঞা করিলে। নারী বধে তুমি যোগী কিছু নাডরিলে ॥ ৬২ ॥ মান দান লয়্যা যোগী ভেট দেও তারে। বিরহ মরিয়া যাকু বর দেও মোরে ॥ ৬৩ ॥ যোগী কহে এই বর আমি দিতে নারি। তুমিয়া আপন পতি বর লহ প্যারী ॥ ৬৪ ॥ রাধা কহে নিতে জান কিদিবা ভিক্ষারি। কৃষ্ণের নিকটে যায়্যা লহ আশা পূরি ॥ ৬৫ ॥ জয় জয় রাধা বলি যোগী অন্তর্ধান। মান দিয়া হীন মানে পিরীতে সম্মান ॥ ৬৬ ॥ সখীগণে অনুমান করিল নিশ্চয়। বহু রূপী এই যোগী বুঝিল আশয় ॥ ৬৭ ॥ হেরিয়া যোগীর রূপ অধৈর্য্য হইয়া। গাইছে যোগীর গীত পদ মিলাইয়া ॥ ৬৮ ॥ গীত রাগ তাল দক্ষিণি ॥ ❀ ॥ এযোগী হবে সেই বহু রূপিয়া সখীরে দেখ

না ভাবিয়া ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা নাপারে ছাড়িতে। ব্রজ রজ মাখে শ্রীঅঙ্গ লুকাতে। ত্যজি পীতাম্বরঃ পরে বাঘাম্বরঃ বল সখী কার লাগিয়া ॥ ১॥ মনোহর হারঃ করি পরিহারঃ অস্থিমালা সারঃ গলে শোভে তার। ত্যজিয়া মুকুটঃ ধরি জটা জুটঃ শৃঙ্গ পূরে বেণু ত্যজিয়া ॥ ২ ॥ ধুস্তুর ভক্ষণঃ করে প্রতিক্ষণঃ যাহাতে লোচনঃ অরুণ বরণ। নব যোগী বেশঃ তরুণ বয়সঃ চলিছে হেলিয়া দুলিয়া ॥ ৩ ॥ মকর কুণ্ডলঃ কেমনে ছাড়িলঃ শঙ্খের কুণ্ডলঃ বিমল পরিল। গাথি অক্ষ মালাঃ সেই ব্রজ কালাঃ আস্যাছে দেখনা পরিয়া ॥ ৪ ॥ যদি হৈত শ্যামঃ নিত তব নামঃ বলে শিব নামঃ শুণ অবিরাম। শঙ্কর আপনিঃ কিম্বা দণ্ড পানিঃ কৃষ্ণে দিল মান যাচিয়া ॥ ৫ ॥ কহে চিত্রা দাসীঃ দেখি তেজো রাশিঃ যোগী বর শশীঃ ধর মনে বাসী। তারে কোন ছলেঃ রাখিতে পারিলেঃ চিনিয়া নিতাম যোগীয়া ॥ ৬ ॥ ● ॥ গীত সাঙ্গ ॥ যদ্যপি মানের অগ্নি যোগী নিবাইল। তথাচ উত্তাপ তথা কিঞ্চিৎ রহিল ॥ ১ ॥ মাধুর্য্য মুরলী ধারী নটবর বেশ। নাদেখিলে নামিটবে উত্তাপের শেষ ॥ ২ ॥ সেই কৃষ্ণ যদি যোগী হইয়া আইল। তথাচ ত্রিভঙ্গী বিনা মনেনা লাগিল ॥ ৩ ॥ সংস্কৃত কবিতা ॥ শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি। তথাচ মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমল লোচনঃ ॥ কবিতা সাঙ্গ ॥ রাম বিনা হনুমান অন্যে নাহি জানে। ততোধিক কৃষ্ণ রূপ গোপিকার প্রাণে ॥ ৪ ॥ সাজিয়া চলিল রাধা কৃষ্ণ দরশনে। হেনকালে বাজে বাঁশী গহন বিপিনে ॥ ৫ ॥ মীলন হইল তথা আনন্দ অপার। যুগল স্বরূপ মনে করহ নিহার ॥ ৬ ॥ বসন্ত ঋতুর মধ্যে নূতন বিহার। এক মুখে কব কত সেরস বিস্তার ॥ ৭ ॥ সুধা পানে সুর গণ অমর হইল। কৃষ্ণ রূপ হেরি গোপী মৃত্যুকে জিতিল ॥ ৮ ॥ ● ॥ গীত ॥ রাগিণী খামাজ ॥ তাল মধ্যমান ॥ দেখরে যুগল রূপ কিশোরী কিশোর ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ পদতলে কুশেশয় যুক্ত নিরন্তর ॥ পরধুয়া ॥ ● ॥ ভক্তি ভানু কিরণেতে প্রকাশ তাহার। মুক্তি মধু পিয়ে ভক্ত হইয়া ভ্রমর ॥ ১ ॥ চতুর্বর্গ ফল তার সুগন্ধি কেশর। ভক্তি মুক্তি দাত্রী দাতা রাধা বংশীধর ॥ ২ ॥ উভয়ের উরু গুরু জিনি করি কর। কেশরীর কটী জিনি অতি ক্ষীণ তর ॥ ৩ ॥ মুখে শো

তে মৃগ হীন পূর্ণ সুধাকর। মৃগের নয়ন তাহে হয়্যাছে চকোর॥ ৪ ॥ গীতসাঙ্গ ॥ ● ॥ দোসরা গীত। বৃন্দাসখীর উক্তি॥ পশতো ॥ ● ॥ কোন মানে মজ্যা ছিলে কিশোরী আমাররে ॥ ধুয়া॥ ● ॥ দ্বারে দাঁড়ায়্যা শ্যাম নাগর তোমাররে ॥ পরধুয়া ॥ ● ॥ মুখ শশী তেজো রাশি মলিন আকাররে। আহামরি প্রাণেশ্বরী কর সুখ সাররে ॥ ১ ॥ ধূলায় ধূষর তনু এদুখ অপাররে। তবু ধনী মহা মানী হও বার বাররে ॥ ২ ॥ বৃন্দাকহে প্যারী ওহেএকি অবিচাররে। তব লাগী হৈল যোগী নাগর যাহাররে ॥ ৩ ॥ গীত সাঙ্গ ॥ ইতি বসন্ত ঋতু লীলা সাঙ্গ ॥ গ্রীষ্ম ঋতু লীলা আরম্ভ ॥ পয়ার ছন্দ ॥ রাগিণী সারঙ্গ ॥ তাল আড়াতেতালা ॥ একা দশ বর্ষে কৃষ্ণ গ্রীষ্ম বিহার। নিদাঘ ঋতুকে শ্রেষ্ঠ করিল প্রচার ॥ ১ ॥ বৃষভ মিথুন দুই মাস গ্রীষ্ম কাল। আকাশে তপন দীপ্ত বিষম করাল ॥ ২ ॥ তেপান্তরে শর ফুল যেন ক্ষীর নিধি। বৃন্দাবনে হেন শোভা বিরচিল বিধি ॥ ৩ ॥ মরীচিকা হেরি মৃগ সুধা পানে ধায়। ভ্রমের হইল বৃদ্ধি জল নাহিপায় ॥ ৪ ॥ পত্রহীন তরুবর শুষ্ক বন তৃণ। কেবল বটের ছায়া গ্রীষ্মে শীত গুণ ॥ ৫ ॥ পর্ব্বত গহ্বরে বাস সহ গোপী গণ। দিবসে তপন তেজ প্রচণ্ড কিরণ ॥ ৬ ॥ নিশিতে বিপুল গ্রীষ্ম বাধে ভিন্ন করি। ভাগ্যবান সেই যার আছে শ্যামা নারী ॥ ৭ ॥ বাপী কূপ স্নিগ্ধ বারি দিতেছে যোগান। জল ছত্র দেয় তুলি করিয়া সম্মান ॥ ৮ ॥ ঋতু ফল ফুল মূল হইল প্রকাশ। স্নেহ দ্রব্য ব্যবহারে গ্রীষ্মের নৈরাশ ॥ ৯ ॥ পাঁচ ঋতু ধন্য হইল সেবিয়া শ্রীহরি। ষষ্ঠ ঋতু চিন্তাযুক্ত সেবিতে মুরারি ॥ ১০ ॥ মনে মনে খেদ করে ভাবি নিজ দোষ। তাপিত হইয়া কৃষ্ণ কিশেরাথি তোষ॥ ১১ ॥ শ্রীমতী কহেন নাথ রক্ষ এইদায়। এঋতুর মনোবাঞ্ছা পূরাও ত্বরায় ॥ ১২ ॥ ধরণী ভিতরে গৃহ ইচ্ছায় হইল। নাগ লোক জিতি তাহে মণিতে রাজিল ॥ ১৩ ॥ গোপী সহ গোপী নাথ তাহে প্রবেশিল। মনোরমা রাধা শ্যামা আনন্দে চলিল ॥ ১৪ ॥ শয়ের শীতল পাটি স্নিগ্ধ নানা জাতি। বিহানা শীতল অতি বিছাইল তথি ॥ ১৫ ॥ চন্দনের পর্য্যঙ্ক সুন্দর ছাউনি। সুগন্ধ বেনার মূল তাহাতে গাথনি ॥ ১৬ ॥ নানা জাতি সিংহাসন ভিন্ন ভিন্ন স্থলে। বহিছে পাতাল গঙ্গা তল ধরা তলে ॥ ১৭ ॥ পা

তাল পবন তাহে বহিছে শীতল। মেলা মেলি কোলা কোলি গ্রীষ্মকে জিতিল ॥
১৮ ॥ বিস্মৃতি যুবতি কিছু কহিতে লাগিল। সকল তিমির হেতা একত্র হইল ॥
১৯ ॥ মনের তিমির রাশি মনসঙ্গে ছিল। পাতালের তমো তাহে আসিয়া মীলি
ল ॥ ২০ ॥ অজ্ঞান তিমির বাহে আসিয়া ঘেরিল। কালমণি কাজবস্ত্র বন্ধুতা করি
ল ॥ ২১ ॥ তাহে প্রাণ নাথ কাল বিধাতা রচিল। হারাইলে কিসে পাব সেভয়
ঘটিল ॥ ২২ ॥ বিদগ্ধা গোপিনী কহে নাহি কোন ভয়। রাধিকার নীলশাড়ী দ্রুত
খুলি লয় ॥ ২৩ ॥ সকল তিমির রূপে করিল হরণ। হেনকালে কালা মেঘ করে
আচ্ছাদন ॥২৪॥ অম্বর ফাটিয়া আলকরয়ে ঝটিত। রাধারূপে এতশোভা দেখে
বিপরীত ॥২৫॥ দিবসে রজনী সুখহয় স্থানগুণে। অদ্যাবধি সেইসূত্রগ্রীষ্ম নিবারণে
॥ ২৬ ॥ বিরল সম্ভোগ কথাগাথা নাহিযায়। অনুমানে ধ্যানকর যুগল কৃপায় ॥
২৭॥ লঘুচৌপদি। রাধারমন কৃষ্ণ বুঝিতে ছলকরেণ ॥ শ্রীকৃষ্ণ করিল মনেঃ বুঝিব
রাধা রসনেঃ দান দিয়া মহামানেঃ পুনমান করে কিনাকরে। রূপ তেজ মণিকান্তি
হরিলেন দিয়াভ্রান্তিঃ তমোজিনি নিজকান্তিঃ বাড়াইল নারী ছলিবারে ॥১॥ কোন
রামা কৃষ্ণ লাগিঃ মনেছিল অনুরাগিঃ তারে কৈল সুখভাগীঃ অন্তর্ধান লইয়া তা
হারে। অর্থী জনে সুখদিতেঃ যারদয়া সর্ব্বভূতেঃ মজিয়া প্রেমের রীতেঃ গুপ্তলীলা
ছাড়িয়া রাধারে ॥ ২ ॥ বুঝিয়া কৃষ্ণেরছলঃ যতেক রাধারদলঃ মহামান দানেগেলঃ
এবেরাধা কেমনআচরে। কাছেকৃষ্ণ নাহিদেখিঃ রাধাকহে শুণসখীঃ বারবার দেখ
দিখিঃ কলেছলে ঠগেমারে মোরে ॥ ৩ ॥ নিয়ামহামান দানঃ এইজোরে অপমানঃ
দিয়াদুই পদস্থানঃ বলিরাজা বদ্ধ ধর্ম্মডোরে। ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা গতিঃ দুর্জয়মানের ম
তিঃ কহিল ব্রজেরসতীঃ ইহাদান নাদিব কাহারে ॥ ৪ ॥ অন্বেষণে কাযনাইঃ রহস
খীএকঠাঁইঃ কিঞ্চিৎ ঈষৎচাইঃ ছল বল লবতার হর্ষ্য। কালবিনা অন্ধকারঃ একি
দেখি চমৎকারঃ নিজরূপ তমসারঃ এই দশাকরে নটবরে ॥ ৫ ॥ প্রকৃতি পুরুষ
রসঃ প্রেম সঙ্গে হয়বশঃ যত্র তত্র কৃষ্ণ বাসঃ কেবা পায় মজিঅহং কারে। প্রকৃ
তির মায়া ভারিঃ দুর্জ্জয় মানের জারীঃ সঙ্গে করি সহচরীঃ তমোমধ্যে বাড়ায় ত
োরে ॥ ৬ ॥ বসিল দুর্জ্জয় মানেঃ প্রাণ রাখি প্রাণ স্থানেঃ গুপ্ত লীলা নিশি দিনেঃ

একক্ষণ নাছাড়ে গোবিন্দ। বাঞ্ছাকল্পতরু বরেঃ মুদিরাখি নিজঘরেঃ হেনবাঞ্ছাকেবা করেঃ রাধাতাহা সাধিছে সচ্ছন্দ ॥ ৭ ॥ মোহযার অনুগতঃ সেমোহনে বশীভূতঃ রাইকরে অবিরতঃ দেখভক্ত অনুপ আনন্দ। দুর্জয়মানের ধর্ম্মঃ কৃষ্ণবিজ্ঞ তারম র্ম্মঃ তাহাতে উপজে শর্ম্মঃ বুজ মধ্যে রোপে সুখ কন্দ ॥ ৮ ॥ ॥ দুর্জ্জয় মান ॥ রাগিণী জারি। তাল সম ॥ ত্রিপদিছন্দ ॥ রাধার কৌশল রঙ্গঃ মানবৃদ্ধি মানভ ঙ্গঃ হয়নয় যেমত লহরী। রাধাপার্শ্বে যাইতে হরিঃ বহু যত্ন তন্ত্রকরিঃ ভুলাইতে নাহিপারে নারী ॥১॥ ভোজভানুমতি বাজীঃ দেখাইল বহুসাজীঃ তবুরাধা সন্তোষ নহিল। কভু বৈদ্য বেশধৃতঃ কভুগোপী রূপকৃতঃ সর্ব্ব মতে অসাধ্য ঘটিল ॥ ২ ॥ অবশেষে সারযুক্তিঃ করিতে মানের মুক্তিঃ রচিলেন নূতন প্রকার। নান্দীমুখী সহকারীঃ বশকরে কুলনারীঃ সেই যত্ন পুন চমৎকার ॥ ৩ ॥ পাবন তড়াগতীরেঃ পূর্ণমাসী বাসকরেঃ তথাহইতে ভেট পাঠাইল। ভেটছলে মীলাইলঃ মানে ছাই ভরা দিলঃ শুণ সবে যেরূপে ঘটিল ॥ ৪ ॥ পূর্ণমাসীর ঘরে সুড়ঙ্গ দিয়া কৃষ্ণের গমন ॥ রাগ কুকভ ॥ তাল আড়াতেতালা ॥ পয়ার ছন্দ ॥ তলবরা মধ্যে দিয়া সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ। সেই পথে নর হরি করিল পয়ান ॥ ১ ॥ পূর্ণমাসী ঘরে কৃষ্ণ দিল দরশন। দুর্জ্জয় মানের কথা করিল জ্ঞাপন ॥ ২ ॥ রাধা মোর মন প্রাণ সকলি জানহ। নাজানি কাহার বাক্যে ভাঙ্গে হেন স্নেহ ॥ ৩ ॥ বারবার করি মান বুঝি মোর মন। হারি মানি আমি করি সেমান ভঞ্জন ॥ ৪ ॥ এবার দুর্জ্জয় মান করি বিপরীত। কহিতে ইহার কথা হইল মূর্চ্ছিত ॥ ৫ ॥ বাঁচাইতে যদি মোরে চাহ পূর্ণমাসী। ত্বরাকরি দেহ মোরে রাধা পূর্ণ শশী ॥ ৬ ॥ মন ব্যথা শুণি রামা কর য়ে উপায়। বিচিত্র মঞ্জুষা এক আনিয়া তথায় ॥ ৭ ॥ মনোমত সাজাইল রাধি কা রমণে। তাজ শিরে লজ্জা হরে দহে মান বনে ॥ ৮ ॥ ফণীমত বহু বেণী বির চিল কেশে। গজমোতি গুচ্ছা তাহে বান্ধিল বিশেষে ॥ ৯ ॥ তাজ মধ্যে রাধা নাম লিখি স্বর্ণ রসে। মেরু সহ ধরা যেন ধরিলেন শেষে ॥ ১০ ॥ দুই কাণে বিরবৌলি মণি মোতিজড়া। যুগল তপন যেন নীল গিরি বেড়া ॥ ১১ ॥ গোরোচনা কুমকুম বাটি মন্ত্রপড়ি। ললাটে তিলকদিল নাসিকায় জড়ি ॥১২॥ নাসিকা সেফাই তুঙ্গ

কাটার ধারণ। যোড়া ভুরু দন্ত শোভা মুক্তার কিরণ ॥ ১৩ ॥ বধিতে দুর্জ্জয় মান শ্রীঅঙ্গে শোভিল। অলকা তিলকা শেল সুরথী সাজিল ॥ ১৪ ॥ বিনা যুদ্ধে দৃষ্টি মাত্রে অরি হবে নাশ। নয়নে অঞ্জন দিল চারু চন্দ্র হাস ॥ ১৫ ॥ কণ্ঠেতে রতন হার দিল থরে থরে। কামের কটক যেন পাশ অস্ত্র ধরে ॥ ১৬ ॥ বক্ষস্থল রণ ভূমি করিয়া মার্জ্জন। থরে থরে উরোবসি তোপ বিরচন ॥ ১৭ ॥ সকল রতন মালা বাহক মলয়। সুগন্ধি ছুটিল গোলা দেখি মনে ধায় ॥ ১৮ ॥ বিহারের রঙ্গে ধুতি রঙ্গে রাঙ্গাইয়া। পরাইল পূর্ণমাসী কমর কষিয়া ॥ ১৯ ॥ দুষ্ট রাজ্য নষ্ট করে স মূহ বিজলি। মানকে বধিতে ধুতি করে সেই কেলি ॥ ২০ ॥ কমর বেড়িয়া বাম কান্ধে দিল তুলি। সব নম মিহি বস্ত্র একলাই বলি ॥ ২১ ॥ নীল কান্ত গিরি পরে পতাকা উড়িল। কমরে কিঙ্কিণী জয় ডঙ্কা বাজাইল ॥ ২২ ॥ হীরা দেওয়া চন্দ্রহা র নিতম্বে পরায়। দেখিয়া দুর্জ্জয় মান পাতালে পলায় ॥ ২৩ ॥ তমঃ ক্রোধ ব্যূহ নাশে দীপ্ত যার নেত্রে। একপ দেখিতে রাধা মোর কর্ম্ম সূত্রে ॥ ২৪ ॥ দুই করে রত্নজড়া কড়া দিল ধনী। কমল অঙ্গুলী কলি তাহে মুদ্রামণি ॥ ২৫ ॥ হাতে বাঁশী মুখেহাসি যোড়াভুরু তায়। সূর্য্যকান্তমণি কর চরণ তলায় ॥ ২৬ ॥ লম্পটের লট পটি সুবেশ বনাই। করেতে দর্পণ দিল দেখহ কানাই ॥ ২৭ ॥ জরী জড়া উপা নহরতনে খচিত। পদতলে দিল ধনী স্নেহের সহিত ॥ ২৮ ॥ দর্পণে হেরিয়া রূপ নায়ক অস্থির। কমলিনী বন্ধু যেন চঞ্চল গম্ভীর ॥ ২৯ ॥ ত্রিলোক যাহার যোগ্য নহিল মন্দির। পেটরায় বাস যেন সর্প হড়পির ॥ ৩০ ॥ সগুণের এই রূপ তুবি তে প্রকৃতি। নর রূপে আত্ম গুণ সদাই বিস্মৃতি ॥ ৩১ ॥ ত্বরা করি দেহ মোরে পেটারায় ভরি। বার বার কহে কৃষ্ণ রাধিকারে স্মরি ॥ ৩২ ॥ পূর্ণমাসী কহে কৃ ষ্ণ ধৈরয ধরহ। বিনয় পত্রিকা মম সুচারু লিখহ ॥ ৩৩ ॥ বিশ্বাস করিয়া যেন যত্নে লয় রাধা। মীলন হইলে তব পূর্ণ হবে সাধা ॥ ৩৪ ॥ কামাতুর হয়্যা কৃষ্ণ নাবাজাও বাঁশী। আগে যদি জানে রাধা হইবে উদাসী ॥ ৩৫ ॥ নিজ চেড়ি প্রু তি কহে বৃন্দা পূর্ণমাসী। পত্র সহ ভেট দিয়া হইবা উল্লাসী ॥ ৩৬ ॥ পূর্ণমাসী বৃন্দা সখীর উক্তি পত্র ॥ শিরনামা ॥ কনক কল্প লতিকা শ্রীশ্রীমতী রাধিকা ব্রজ

বন্ধু রাধিকা জয়তি ॥ জয় পূর্ণ্তিকা সকল মঙ্গলাস্পদেষু ॥ তব সুখাভি লাশিন্যাঃ শ্রীপূর্ণ্তমাস্যাঃ শুভাশীঃ শিবঞ্চ তব মনোরথ পরিপূর্ণ্তে অত্র সন্তোষ মস্তু ॥ তোমার জন্যে অমূল্য ভেট এক অতি আশ্চর্য্য মঞ্জুষাতে পাঠাই ॥ ১ ॥ মাতা জগদম্বা কৈলাস হৈতে যাহা আমাকে পাঠাইয়া ছিলেন ॥ ২ ॥ রমণীয় দেখিয়া নিশ্চয় উপযুক্ত জানিয়া তব প্রীতে দিলাম ॥ ৩ ॥ প্রেয়সি গোপনে যতনে কুলুপ খুলিয়া নিত্য হৃদয়েতে রাখিবে ॥ ৪ ॥ যদবধি তোমাকে দেখি নাই তদবধি অন্তঃকরণে ব্যাকুল আঁছি ॥ ৫ ॥ কেহ আসিয়া কহিলেক তুমি শীতল কুঞ্জেতে সুকেলি করিতেছ ॥ ৬ ॥ পাতালে নূতন ঘর অতি সুন্দর মনোরম যতনে রচিয়াছ ॥ ৭ ॥ ঠারে ঠোরে বুঝিলাম গ্রীষ্ম নিবারণে সহচরী লইয়া মজিয়াছ ॥ ৮ ॥ ইহা শুনিয়া পরম দুর্ল্লভ বস্তু সুযত্নে প্রেরণ করিলাম ॥ ৯ ॥ এই নব পাতি পড়িবে যখন প্রথম অক্ষর করিও গণন ॥ ● ॥ ইতি লিপি সাঙ্গ ॥ পেটারা রথে লইয়া সখী চলিল ॥ নান্দীমুখী বিরা বৃন্দা শিষ্য তিনজন। প্রণমিয়া পূর্ণ্তমাসী লইল লিখন ॥ ৩৭ ॥ বেশ ভূষা যুক্তা রামা অতি প্রফুল্লিতা। খোপায় রাখিল পত্র বৃন্দা প্রমাণিতা ॥ ৩৮ ॥ চন্দনস্যন্দনে যুক্ত নন্দন মণ্ডন। সারথি হইল বিরা মাতলি গঞ্জন ॥ ৩৯ ॥ মঞ্জুষা রথের মধ্যে যতনে রাখিল। তার মধ্যে নরহরি আনন্দে বসিল ॥ ৪০ ॥ মঞ্জুষা উপরে ছিদ্র করে বহু ভাঁতি। সুগন্ধ পবন তাহে বহে নানা জাতি ॥ ৪১ ॥ দুই পাশে দুই সখী রক্ষক বসিল। রাধা রাধা বলি কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইল ॥ ৪২ ॥ বার বার মানা করে বাজাইতে বাঁশী। চেনা গেলে নাহি পাবে রাধা পূর্ণ্ত শশী ॥ ৪৩ ॥ কৃষ্ণ কহে রথ খানি চালাও ত্বরিত। বিলম্ব হইলে আমি হইব মূর্চ্ছিত ॥ ৪৪ ॥ সখী কহে গ্রীষ্ম কালে অশ্বধীরে চলে। পাইবে জীবন সুধা রহ আশা বলে ॥ ৪৫ ॥ রাধা রূপ মনেধ্যান করিতে লাগিল। নন্দ গ্রামছাড়ি রথ বিপিনে আসিল ॥ ৪৬ ॥ তলঘরা দ্বার কৃষ্ণ দিল দেখাইয়া। ছাড়িরথ মনোরথ চলিল লইয়া ॥ ৪৭ ॥ পেটারা লইয়া মাথে সুভাগ্য মানিয়া। রাখিল রাধার আগে আসন পাতিয়া ॥ ৪৮ ॥ মঞ্জুষার তেজে ঘোর তিমির হরিল। হেরিয়া রাধার মনে হরিষ হইল ॥ ৪৯ ॥ দুই কর যুড়ি পত্র বৃন্দা দিল হাতে। পূর্ণ্তমাসী আশীর্ব্বাদ রাধা নিল

থে ॥ ৫০ ॥ নান্দী মুখী বলে রাধা তোমার কারণে। এইঝাঁপি ভেট দিল কুলুপ
দনে ॥৫১॥ ভিতরে যেদ্রব্য আছে ভেদ নাহিজানি। পত্রমধ্যে আছে কুঁজি খুলিবে
পনি ॥ ৫২ ॥ তোমার প্রসাদে সবে দুর্লভ দেখিব। যেহয় ভেটের বস্তু তথনি
নিব ॥ ৫৩ ॥ নমস্কার করি রাধা পড়িল লিপিকা। গোপনে খুলিতে হবেবুঝিল
য়িকা ॥ ৫৪ ॥ সুস্নিগ্ধ বিরলকুঞ্জ পাতাল পুরীতে ॥ রাখিতে পেটারা তথাকহিল
রিতে ॥৫৫॥ সখীমীলি রাখে তথা রতন মণ্ডলে। সেইকুঞ্জে প্রেবেশিল রাই
তূহলে ॥৫৬॥ সঙ্গিনী বাহিরেরাখি কপাট মুদিল। বিবরিয়া পত্রখানি আনন্দে
ড়িল ॥৫৭॥ রাধিকার সহচরী ভেট কথাশুণি। দেখিতে ধাইল সবে করি কানা
নি ॥৫৮॥ দ্বারখোল রাধা মোরা দেখিব সকলে। ভয়নাহি ভাগ মোরা নালব
মলে ॥৫৯॥ কপাটে আঘাতকরে বহুগোপীগণে। রাইকহে আমি আগে দেখিব
াপনে ॥৬০॥ দেখিলে দেখাবযদি বাধা নাহিথাকে। স্থিরহও কিছুপরে দেখ্যো
কে একে ॥ ৬১ ॥ সেকুঞ্জ ঘেরিয়া রহে সব সহচরী। নিশাচরে বাঞ্ছা যেন করি
সর্ব্বরী ॥ ৬২ ॥ গীত। রাগিণী অহং। তাল আড়াতেতালা ॥ অনুমান ক
তে লাগিল সখীগণ ॥ ধুয়া ॥ বসন ভূষণ নহে নহে রত্ন ধন ॥ পরধুয়া ॥ কেহ
হে বস্তুনহে জগতের মন। তারেবুঝি পাঠাইল যেকরে হরণ ॥ ১ ॥ দুর্জ্জয়মানে
কথা করিয়া শ্রুবণ ॥ পূর্ণমাসী শত্রদিল করিতে ভঞ্জন ॥ ২ ॥ নান্দীমুখী কহে
ী করহে মনন। হৃদিকলি ফুটিবেক হেরিবে যখন ॥ ৩ ॥ ইতি গীত সাঙ্গ ॥
॥ পেটারা খোলন ॥ পয়ার ॥ রাগিণী সিন্ধু ॥ তাল মধ্যমান ॥ তালি খুলি
বিলম্বে প্রেমেতে মূর্ছিতা। তাহে থরথর রাই তনু লোমাঞ্চিতা ॥ ১ ॥ রাই দশা
খি কৃষ্ণ ধরি দুইকরে। যতনে তুলিয়া লৈল হৃদয় উপরে ॥ ২ ॥ পারশ পর
যেন লোহা হয় সোণা। হইল উজ্জ্বল হেম রাধা সুলোচনা ॥ ৩ ॥ পরস্পর
তি অঙ্গ করিছে চুম্বন ॥ চুম্বকে অযস যেন করিল গ্রুহণ ॥ ৪ ॥ তমালে কন
লতা বেষ্টিত যেমন। ততো ধিক রাধা কৃষ্ণ হইল মীলন ॥ ৫ ॥ উভয় নয়ন
ষ্টি স্থির দুই অঙ্গে। লাল নীল পদ্ম শোভা রূপের তরঙ্গে ॥ ৬ ॥ কহিছে
র্জয় মান শুণ বিনোদিনী। কোথায় থাকিব আমি আজ্ঞা কর শুণি ॥ ৭ ॥ রাই

কহে প্রেম বৃদ্ধি করিবে সদাই। তব গুণে নবরূপ ধরিল কানাই ॥ ৮ ॥ গুপ্ত কেলি করি দোঁহে কপাট খুলিল ॥ কপাট বিচ্ছেদ যায়্যা কপোটে রহিল ॥ ৯॥ যুগল স্বরূপ হেরি সুখী সহচরী ॥ রূপ নীরে প্রবেশিল লোচন সফরী ॥ ১০ ॥ গোপী মীলি করেসেবা কিশোর কিশোরী ॥ আনন্দ সাগরে ভাসে কৌতুক লহরী ॥ ১১ ॥ এই রূপে দুই মাস নিতি নবসুখ ॥ পাতাল কুঞ্জেতে করে বিরহ বৈমুখ ॥ ১২ ॥ ছয়ঋতু লীলা সাঙ্গ এগার বৎসরে। অদ্যাবধি গুণ গান করে ভক্ত স্বরে ॥ ১৩ ॥ বর্ণি বারে কৃষ্ণ লীলা কিবাসাধ্য মোর। ভকত চরণ ধূলি এই মাত্র জোর ॥ ১৪ ॥ সেই পদধূলি বলে রচিল কিঞ্চিৎ। বাঞ্ছাকল্পতরু কৃষ্ণ নাহন বঞ্চিৎ ॥ ১৫ ॥ ছন্দ বন্দ শুদ্ধা শুদ্ধ কিছু নাহিজানি। ভক্ত জন কর দয়া দিয়া বুদ্ধি বাণী ॥ ১৬ ॥ ❀ ॥ গীত ॥ রেক্তা ॥ রূপ দেখিয়া অবাক হয়্যা নাচে ব্রজনারী ॥ ধুয়া ॥ বাঁকা নয়নবাঁকা বয়ান বাজায় মুরারী ॥ পরজাতা ॥ রাধিকা বাঁয়ঃ রম্যরমায়ঃ করেমনো হারী। নীল আকাশেঃ ভপ্রকাশেঃ গোপী সারিসারি ॥ ১ ॥ শ্যামের ছটাঃ নূতন ঘটাঃ নবশশী প্যারী। পদ কমলেঃ নয়ন জালেঃ ভৃঙ্গ সুখাচারী ॥ ২ ॥ মৃদু হাসিঃ সুধারাশিঃ বাঁচাও বিতারি। রূপেরঠাটেঃ তিমির ফাটেঃ যাই বলিহারী ॥ ৩ ॥মুক্ত বিপদঃ বিরহ বধঃ সুখ দিল ভারি। শোভার কথাঃ যায়না গাথাঃ বুঝহ বিচারি ॥ ৪ ॥ যাহার লাগিঃ অনুরাগীঃ শঙ্কর ভিখারি। যৌবন পণেঃ তারে কেনেঃ গোপিনী বেপারি ॥ ৫ ॥ পূরিবে আশঃ গোপীর দাসঃ যদি হইতে পারি। অহর্নিশিঃ দেখিব বসিঃ বিপিন বিহারী ॥ ৬ ॥ ভবের পারঃ হব এবারঃ নামেতে তাহারি। সহায় রাধাঃ হরিবে বাধাঃ শ্রীহরি কাণ্ডারী ॥ ৭ ॥ ❀ ॥ ইতি একাদশ বৎসরের লীলা সাঙ্গ ॥ ❀ ॥ বার বৎসর বয়সের লীলা শ্রাবণা বধি আরম্ভ ॥ রাগ মল্লার। তাল যথা রুচি ॥ ছয় ঋতু লীলা সাঙ্গ আনন্দে হইল। শ্রাবণে প্রেমের ধারা বর্ষিতে লাগিল ॥ ১ ॥ প্রেম জন্য মান যত মোহিনী করিল। আর মান নাকরিব প্রতিজ্ঞা করিল ॥ ২ ॥ জীবের সুখের লাগি ভবে বিলাইল। সামান্য পিরীতে মান নিযুক্ত থাকিল ॥ ৩ ॥ বশ করি সহচরী আনন্দে মজিল। ছন্দে বন্দে প্রাণনাথে যতনে তুষিল ॥ ৪ ॥ দিবসেতে তরি মধ্যে জলেতে ভ্রমণ।